মা'আরিফুল হাদীস

অষ্টম খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নু'মানী (র) ও
মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া সাম্ভলী

মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ১২
ভূমিকা ২০
আরো কতক বৈশিষ্ট্য ২৫
অনুবাদকের কথা ৩১
ইল্ম অধ্যায় ৩৩
প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ইল্ম অন্বেষণ ও অর্জন অবশ্য কর্তব্য ৩৪
দীনে অজ্ঞ ব্যক্তিদের কর্তব্য ৩৫
দীনী ইল্ম এবং তা শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদানকারীর স্থান ও মর্যাদা ৪০
একটি জরুরি ব্যাখ্যা ৪৩
পার্থিব উদ্দেশ্যে দীনী ইল্ম অর্জনকারীদের ঠিকানা ৪৫
আমলহীন আলিম ও উস্তাদের দৃষ্টান্ত ৪৬
কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা সম্পর্কিত অধ্যায় ৪৮
বিদ্'আত কি? ৫০
আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষাবলির নিয়মানুবর্তিতা ৫৬
আল্লাহ্র কিতাবের ন্যায় 'সুন্নাত'ও অবশ্য অনুসরণযোগ্য ৫৭
উম্মতের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কর্ম পদ্ধতিই আদর্শ নমুনা ৬০
এ যুগে মুক্তির একমাত্র পথ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য ৬৩
উম্মতের মধ্যে সাধারণ ফাসাদ ও অনৈক্যের সময় সুন্নাত ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তরীকার সাথে সম্পৃক্ততা ৬৮
সুন্নাত জীবন্ত করা ও উম্মতের দীনী সংশোধনের চেষ্টা করা ৬৯
পার্থিব বিষয়ে হুযূর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যক্তিগত অভিমতের স্তর ৭৩
কল্যাণের দিকে আহ্বান, সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ ৭৫
হিদায়াত ও ইরশাদ এবং উত্তম কাজের প্রতি আহ্বানের পুরস্কার ও সাওয়াব ৭৬
সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের তাকীদ আর এ কাজে ত্রুটির ওপর শক্ত হুঁশিয়ারী ৭৮
কোন্ অবস্থায় সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের দায়িত্ব রহিত হয় ৮৩
আল্লাহ্র পথে জিহাদ, হত্যা ও শাহাদত ৮৫
জিহাদ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ৯৮

শাহাদতের গণ্ডির প্রশস্ততা ৯৯

বিপর্যয় ও ফিত্না অধ্যায় ১০২

সম্পদ, বিলাসিতা ও দুনিয়াপ্রীতির ফিত্না ১০৭

উম্মতে সৃষ্টি লাভকারী ফিত্নাসমূহের বর্ণনা ১১১

কিয়ামতের আলামতসমূহ ১১৯

কিয়ামতের সাধারণ আলামতসমূহ ১২০

কিয়ামতের বড় আলামতসমূহ- পশ্চিম দিকে সূর্যোদয়, দাব্বাতুল আর্‌দ-এর নির্গমন, দাজ্জালের ফিত্না, হযরত মাহ্দীর আগমন ও হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ ১২৫

দাজ্জালের হাতে প্রকাশিতব্য অপ্রাকৃতিক ঘটনাবলি ১২৯

হযরত মাহ্দীর আগমন, তাঁর মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য বিপ্লব ১৩০

এ বিষয় সম্পর্কিত এক আবশ্যকীয় সতর্কতা ১৩৫

মাহ্দীর ব্যাপারে শী'আ আকীদা ১৩৬

হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ ১৩৯

ঈসা (আ)-এর অবতরণ সম্বন্ধে কতক মৌলিক কথা ১৪০

প্রশংসা ও ফযীলাত অধ্যায় ১৫৫

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মহান গুণাবলি ও সুউচ্চ মর্যাদাসমূহ ১৫৫

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম, প্রেরণ, ওহীর সূচনা ও হায়াত শরীফ ১৬৪

হাদীস সংশ্লিষ্ট কতক বিষয়ের বিশ্লেষণ ১৭৮

তাঁর উত্তম চরিত্র ১৮০

ওফাত ও ওফাতের রোগ ১৮৮

ফাযাইলে হযরত আবূ বকর (রা) ২২৯

ফারূকে আযম হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর ফাযাইল ২৪০

শাহাদত ২৫২

ফাযাইলে শায়খাইন ২৫৪

ফাযাইলে হযরত উসমান যুন্নূরাইন (রা) ২৬০

ফাযাইলে হযরত আলী মুরতাযা (রা) ২৮৫

হযরত আলী মুরতাযা (রা)-এর শাহাদাত ৩১৮

চার খলীফার ফাযাইল ৩২১

খলীফা চতুষ্টের ফাযাইল সম্বন্ধে একটি প্রণিধানযোগ্য সত্য ৩২৫

'আশরা মুবাশ্শারার বাকি সাহাবার ফাযাইল ৩২৬

হযরত তাল্হা ইব্ন উবাইদুল্লাহ্ (রা) ৩২৭

হযরত যুবাইর (রা) ৩৩০
হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) ৩৩৫
হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) ৩৪৩
হযরত সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) ৩৪৮
হযরত আবূ উবাইদা ইব্ন জাররাহ্ (রা) ৩৫১
ফাযাইলে আহ্লি বায়ত ৩৫৫
পবিত্র স্ত্রীগণ ৩৫৭
স্ত্রী হিসাবে গৌরব লাভ ৩৫৮
উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা) ৩৫৮
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বিয়ে ৩৫৯
সন্তানগণ ৩৬০
হযরত খাদীজা (রা)-এর কতক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ৩৬০
ফাযাইলে উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা) ৩৬২
উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা বিন্তে যাম্'আ (রা) ৩৬৬
উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা সিদ্দীকা (রা) ৩৬৮
কতক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ৩৭১
ফযীলত ও পূর্ণতাসমূহ ৩৭৩
ইল্মী মর্যাদা ও পরিপূর্ণতা ৩৭৯
ভাষণে পূর্ণতা ৩৮১
উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফ্সা (রা) ৩৮১
উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালিমা (রা) ৩৮৪
সন্তানাদি ৩৮৮
ফাযাইল ৩৮৮
উম্মুল মু'মিনীন হযরত যায়নাব বিন্তে জাহ্শ (রা) ৩৯১
প্রথম বিয়ে ৩৯১
ওলীমা ৩৯৭
ফাযাইল ৩৯৯
ইন্তিকাল ৪০৩
উম্মুল মু'মিনীন হযরত যায়নাব বিন্তে খুযাইমা আল হিলালীয়াহ্ (রা) ৪০৩
ফাযাইল ৪০৪
উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়াইরীয়া (রা) ৪০৪
ফাযাইল ৪০৭
ইন্তিকাল ৪০৯
উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা) ৪০৯

ফাযাইল	৪১১
ইন্‌তিকাল	৪১৩
উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়্যা (রা)	৪১৩
ফাযাইল	৪১৫
ইন্‌তিকাল	৪১৭
উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমূনা (রা)	৪১৭
ফাযাইল	৪১৮
ইন্‌তিকাল	৪১৯
পবিত্র সন্তানগণ	৪২০
হযরত যায়নাব (রা)	৪২১
বিয়ে	৪২১
ফাযাইল	৪২৩
ইন্‌তিকাল	৪২৩
সন্তানগণ	৪২৪
হযরত রুকাইয়া (রা)	৪২৫
হযরত উম্মে কুলসূম (রা)	৪২৬
ফাযাইল	৪২৮
ইন্‌তিকাল	৪২৮
হযরত ফাতিমা (রা)	৪২৯
সন্তানগণ	৪২৯
ফাযাইল	৪৩০
ইন্‌তিকাল	৪৩১
হযরত হাসান ইব্‌ন আলী (রা)	৪৩২
জন্ম	৪৩২
খিলাফত	৪৩২
ইন্‌তিকাল	৪৩৩
আকৃতি মুবারক	৪৩৩
ফাযাইল	৪৩৪
হযরত হুসাইন ইব্‌ন আলী (রা)	৪৩৪
হযরত হাসান ও হুসাইন (রা)-এর ফাযাইল ও মানাকিব	৪৩৫
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীগণের ফাযাইল	৪৩৮
হযরত হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)	৪৪৮
ফাযাইল	৪৫০
হযরত আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)	৪৫১

ফাযাইল ৪৫৩
সন্তানগণ ৪৫৫
ইন্‌তিকাল ৪৫৫
হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ৪৫৫
ফাযাইল ৪৫৬
হযরত জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) ৪৫৯
ফাযাইল ৪৬২
হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা) ৪৬৩
ফাযাইল ৪৬৫
শাহাদাত ৪৬৬
হরত উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) ৪৬৭
ফাযাইল ৪৬৭
ইন্‌তিকাল ৪৭০
হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসাঊদ (রা) ৪৭০
ফাযাইল ৪৭১
ইন্‌তিকাল ৪৭৫
হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) ৪৭৫
ফাযাইল ৪৭৫
হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ৪৭৭
ফাযাইল ৪৭৮
হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) ৪৮৫
ফাযাইল ৪৮৬
ইন্‌তিকাল ৪৯১
সায়্যিদিনা বিল্লাল (রা) ৪৯১
ফাযাইল ৪৯২
ইন্‌তিকাল ৪৯৪
হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) ৪৯৫
ফাযাইল ৪৯৫
হযরত সালমান ফারসী (রা) ৫০০
ফাযাইল ৫০৪
ইন্‌তিকাল ৫০৮
হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) ৫০৮
ফাযাইল ৫০৯
ইন্‌তিকাল ৫১১

হযরত আবূ আইউব আন্‌সারী (রা) ৫১১
ফাযাইল ৫১৩
ইন্‌তিকাল ৫১৪
হযরত আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) ৫১৫
ফাযাইল ৫১৫
শাহাদাত ৫১৮
হযরত সুহাইব রূমী (রা) ৫১৮
ফাযাইল ৫১৯
ইন্‌তিকাল ৫২১
হযরত আবূ যার গিফারী (রা) ৫২১
ফাযাইল ৫২৩
ইন্‌তিকাল ৫২৪
হযরত মু’আয ইব্‌ন জাবাল (রা) ৫২৫
ফাযাইল ৫২৫
হযরত উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) ৫২৮
ফাযাইল ৫২৯
ইন্‌তিকাল ৫৩০
হযরত খাব্বাব ইব্‌ন আরত (রা) ৫৩০
ফাযাইল ৫৩১
ইন্‌তিকাল ৫৩২
হযরত সা’দ ইব্‌ন মু’আয (রা) ৫৩২
ফাযাইল ৫৩৪
ইন্‌তিকাল ৫৩৬
হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সালাম (রা) ৫৩৬
ফাযাইল ৫৩৮
ইন্‌তিকাল ৫৩৯
হযরত মুস’আব ইব্‌ন উমাইর (রা) ৫৩৯
ফাযাইল ৫৪০
হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ৫৪২
ফাযাইল ৫৪২
ইন্‌তিকাল ৫৪৬
হযরত ‘আমর ইবনুল ‘আস (রা) ৫৪৬
ফাযাইল ৫৪৮
ইন্‌তিকাল ৫৪৯
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ‘আমর ইবনুল ‘আস (রা) ৫৫০

ফাযাইল ৫৫০
ইন্তিকাল ৫৫১
হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইব্ন হিযাম (রা) ৫৫১
ফাযাইল ৫৫২
হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (রা) ৫৫৪
ফাযাইল ৫৫৪
ইন্তিকাল ৫৫৫
হযরত যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) ৫৫৬
ফাযাইল ৫৫৬
ইন্তিকাল ৫৫৯
হযরত জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাজিলী (রা) ৫৫৯
ফাযাইল ৫৫৯
হযরত হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) ৫৬১
ফাযাইল ৫৬১
হযরত আবূ সুফ্য়ান (রা) ৫৬৪
ফাযাইল ৫৬৪
ইন্তিকাল ৫৬৫
হযরত মু'আবিয়া (রা) ৫৬৬
ফাযাইল ৫৬৬
ইন্তিকাল ৫৬৮

প্রস্তাবনা

সেই সব দীনী ভাইদের খিদমতে-

যারা উম্মী নবী সায়্যিদিনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি
ঈমান রাখেন

আর তাঁর হিদায়াত ও উত্তম আদর্শের অনুসরণের মধ্যেই নিজেদের ও গোটা মানব
জাতির মুক্তির বিশ্বাস পোষণ করেন

আর এজন্য তাঁর শিক্ষা ও জীবনপদ্ধতি থেকে সঠিক জ্ঞান আহরণে আগ্রহী,

আসুন, ইল্‌ম ও কল্পনার পথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর

পবিত্র মজলিসে হাযির হয়ে তাঁর বাণীসমূহ শুনি

এবং

সেই আলোর ঝর্ণা হতে

নিজেদের অন্ধকার হৃদয়ের জন্য আলো গ্রহণ করি।

অক্ষম গুনাহগার
মুহাম্মদ মন্‌যূর নু'মানী

মুখবন্ধ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ —

মা'আরিফুল হাদীসের প্রথম খণ্ড ১৩৭৩ হিজরী সালে প্রকাশিত হয়েছিল। আর এর প্রণেতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নু'মানী (র)-এর ওফাতের প্রায় চার বছর পর এখন ১৪২১ হিজরী সালে এর শেষ (৮ম) খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে। হযরত মাওলানার রোগ এবং অন্যান্য ইল্‌মী ও দীনী ব্যস্ততার কারণে এ খণ্ড প্রণয়নে যথেষ্ট বিলম্ব হচ্ছিল। এর পূর্বের খণ্ড (৭ম খণ্ড) ১৪০২ হিজরী সালে প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থাৎ সপ্তম খণ্ড ও অষ্টম খণ্ড প্রকাশের মধ্যে প্রায় উনিশ বছর বিরতি ছিল।

মা'আরিফুল হাদীসের প্রথম খণ্ড (কিতাবুল ঈমানে) ঈমান এবং ঈমানের আবশ্যকীয় ও সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সেই সব হাদীস এক বিশেষ নীতি ও ধারাবাহিকতায় সংকলন করে সেগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেগুলো নিজেদের রচনায় মুহাদ্দিসীন ঈমান অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। আর কিয়ামত ও আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি সম্পর্কিত হাদীসগুলোও প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেননা, ঈমান ও আকীদার সাথেই এগুলো সংশ্লিষ্ট।

দ্বিতীয় খণ্ডে কিতাবুর রিকাক (নম্রতা অধ্যায়) ও কিতাবুল আখলাক (চারিত্রিক অধ্যায়) সম্পর্কিত হাদীসসমূহ রয়েছে। রিকাকের অর্থ-রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সেই সব বাণী, ভাষণ ও ওয়ায এবং তাঁর যিন্দেগীর সেই অবস্থাদি ও ঘটনা, যা পড়লে ও শুনলে অন্তরে নম্রতা ও ভীতির অবস্থা সৃষ্টি হয়। রিকাকের হাদীসগুলোতেই যুহ্‌দের হাদীসগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো পড়লে দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ ও আখিরাতের চিন্তা সৃষ্টি হয়। রিকাক ও যুহ্‌দের অধ্যায় যেহেতু ঈমান ও ইহ্‌সানের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাই এ অধ্যায়গুলোকে ঈমান ও ইহ্‌সানের পরেই রাখা হয়েছে।

কিতাবুল আখলাকে প্রথমে সেই হাদীসগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছে যেগুলো থেকে জানা যায় যে, ইসলামে উত্তম চরিত্রের স্থান কত উন্নত! আর মন্দ চরিত্র আল্লাহ্ ও

রাসূলের নিকট কত বড় অপরাধ ! এরপর উত্তম চরিত্রের বিভিন্ন শাখা যেমন- বদান্যতা, ইহ্সান, অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া, ও কুরবানি, পরস্পর সম্প্রীতি, দীনী ভ্রাতৃত্ব, নম্রস্বভাব ও সদালাপ, সত্যবাদিতা ও আমানত, বিনয়-নম্রতা, লজ্জা-শরম, সবর ও শোক্‌র এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সম্পর্কীয় হাদীসগুলো উল্লিখিত হয়েছে। পক্ষান্তরে মন্দ চরিত্রের বিভিন্ন শাখার নিন্দা ও এগুলোর মন্দ পরিণতি সম্বন্ধে ভয় প্রদর্শনকারী হাদীসগুলোও এরূপেই উল্লিখিত হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড পবিত্রতা অধ্যায় ও নামায অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত। পবিত্রতা অধ্যায়ে প্রথমত সেই হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো থেকে জানা যায় যে, ইসলামে পবিত্রতা কি পরিমাণ পসন্দনীয় আর অপবিত্রতা কোন্ স্তরের ঘৃণিত। এরপর পবিত্রতার সামগ্রিক প্রকার যেমন, ইস্তিনযা, উযূ, গোসল, তায়াম্মুম ইত্যাদি সম্পর্কিত হাদীসসমূহ রয়েছে, যেগুলো থেকে এসব কাজের নিয়ম-পদ্ধতি এবং ফযীলতও জানা যাবে।

নামায অধ্যায়ে প্রথমে নামাযের গুরুত্বের ওপর অতিশয় স্বয়ংসম্পূর্ণ এক উপকারী বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এরপর এ বিষয়ের হাদীসসমূহের গুরুত্ব, নামাযের আরকান ও আমলসমূহের সঠিক পদ্ধতি, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও অন্যান্য নামায, যেমন- জুমু'আ, ঈদাইনের নামায, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ এবং অনাবৃষ্টির নামায, জানাযার নামায ইত্যাদি সম্পর্কিত হাদীসসমূহ, যেগুলোতে আহ্কাম ছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামাযের অবস্থাদি সম্বন্ধে বর্ণনা এসেছে।

চতুর্থ খণ্ড যাকাত, সাওম ও হজ্জ অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত। যাকাত অধ্যায়ের শুরুতে দীন ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব ও স্থান শিরোনামে কিতাব প্রণেতার একটি সূচনা প্রবন্ধ রয়েছে, তাতে যাকাতের গুরুত্ব ও এর খাতের বর্ণনার সাথে এটাও উল্লিখিত হয়েছে যে, যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে জিহাদ করার ওপর সাহাবা কিরামের ইজ্‌মা ছিল কোন ইজ্‌তিহাদী মাসআলায় মুসলিম উম্মতের প্রথম ইজ্‌মা। এরপর যাকাতের গুরুত্ব সম্বন্ধে অন্যান্য হাদীসসমূহ, তারপর যাকাত সম্পর্কিত আহ্কামের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। বস্তুত নফল সাদ্‌কার গুরুত্ব ও এর ওপর পুরস্কার ও সাওয়াবের ওয়াদা সম্বলিত হাদীসগুলোও শেষদিকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

কিতাবুল ই'তিসামের প্রথমে ইসলামের চার স্তম্ভের মধ্যে রোযার বিশেষ অবস্থা সম্বন্ধে একটি রচনা রয়েছে। তাতে রোযার সেই বিশেষ প্রভাবের উল্লেখ রয়েছে যে, রোযার দ্বারা মানুষের মধ্যে তাক্‌ওয়ার গুণ সৃষ্টি হয়। যা ফেরেশতাসুলভ গুণ। আর পশুত্ব স্বভাবের ওপর বিজয়ী হতে রোযা খুবই সাহায্যকারী হয়ে থাকে। এরপর রমযান মুবারক ও এর রোযাসমূহের ফযীলত সম্বন্ধে হাদীসসমূহ রয়েছে। আহ্কামের বর্ণনাও রয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় ই'তিকাফ, তারাবীহ্, নফল রোযা সম্বন্ধে হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

কিতাবুল হজ্জের প্রথমে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা-হজ্জ কি? এ শিরোনামে হজ্জের হাকীকত অর্থাৎ-তা আল্লাহ্র সমীপে হাযিরী ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাজ-কর্মের পথ ও পদ্ধতির অনুসরণ করে তাঁর ধারাবাহিকতার সাথে নিজের সম্পৃক্ততা ও কৃতজ্ঞতার প্রমাণ দেওয়া। আর নিজেকে তাঁর রঙে রঞ্জিত করার নাম হজ্জ। ব্যাখ্যায় বিষয়টির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এরপর হজ্জ ফরয হওয়া, এর ফযীলত এবং হজ্জ অনাদায়কারীদের জন্য সর্তকতার হাদীসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হজ্জের আহ্কাম সম্বন্ধে হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি পাঠক সামান্য মনযোগ দিয়ে তা পড়ে নেন, তবে হজ্জের পূর্ণ নক্শা স্মৃতিতে গেঁথে যাবে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হজ্জ, যাকে বিদায় হজ্জ বলা হয়, সে সম্বন্ধে হাদীসসমূহ রয়েছে। পরিশেষে হারামাইন শরীফাইনের ফযীলতসমূহ এবং রওযা পাকের যিয়ারতের বর্ণনা রয়েছে।

পঞ্চম খণ্ডের বিষয় হচ্ছে যিক্র ও দাও'আত অধ্যায়। এ খণ্ডে যিক্র ও দু'আ, তাওবা ও ইস্তিগ্ফার এবং কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদির হাকীকত, দীন ইসলামে এগুলোর স্থান এবং এগুলোর ফাযাইল ও আদব সম্বন্ধে হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

মোট কথা, যিক্র ও দাও'আতের গুরুত্ব ও প্রভাবের যে হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা এবং দীনের ইবাদত পদ্ধতিতে এর শ্রেষ্ঠত্বের যেরূপ আলোচনা উক্ত কিতাবে রয়েছে, আরবী ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় এরূপ আলোচনা ও পরিচিতি পাওয়া দুষ্কর।

উক্ত খণ্ডের প্রথমে মাওলানা নু'মানী (র)-এর লিখনিতে এক সংক্ষিপ্ত ভূমিকাও রয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দু'আসমূহের এক বিশেষ দিক খুবই সুস্পষ্ট করেছেন যে, তাঁর দু'আসমূহ তাঁর নবুওতের প্রমাণস্বরূপ। যেগুলো অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের দাও'আতের জন্য প্রমাণরূপে পেশ করা যেতে পারে। তাতে মুসলমানদের অন্তরে প্রসন্নতারও বিরাট উপকরণ রয়েছে।

খণ্ডটিতে প্রথমে আল্লাহ্র যিক্রের ফযীলত, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও বরকতসমূহ সম্বন্ধে হাদীসগুলো রয়েছে। এরপর কোন কোন বিশেষ যিক্রের ফযীলত সম্বন্ধে বর্ণনা রয়েছে। এরপর দু'আর হাকীকত, এর আদবসমূহ ও এতদসম্বন্ধে নির্দেশনাবলি সম্বলিত বর্ণনাসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে তাঁর সর্বপ্রকার দু'আসমূহের উল্লেখ রয়েছে। পরিশেষে দরূদ ও সালামের এবং বিভিন্ন শব্দাবলি সম্বলিত দরূদ শরীফের বর্ণনা রয়েছে।

ষষ্ঠ খণ্ডে মু'আশারাত অথার্ৎ পরস্পর সম্পর্ক ও পারিবারিক জীবন, বস্তুত নিজের আত্মীয়, প্রতিবেশী এবং বিভিন্নভাবে সম্পর্ক রক্ষাকারী ব্যক্তিদের অধিকার সম্বন্ধে হাদীসসমূহ উল্লিখিত হয়েছে। এর ভূমিকায় হযরত মাওলানা (র) ইসলামে সামাজিক আহ্কামের গুরুত্ব ও হুকূকুল ইবাদ পূর্ণ করার তাকীদ, আর এ কাজে ক্রটি করার

ওপর আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি এবং আখিরাতে শাস্তির সাবধানবাণীর ওপর এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। সামাজিক অধিকারের এই হাদীসসমূহের অধীনে প্রাণী ও পশু অধিকাব সম্বন্ধে হাদীসসমূহ রয়েছে। এরপর সাক্ষাতের আদব ও মজলিসের আদব শিরোনামের অধীনে সালাম ও মুসাফাহাহ্, মু'আনাকা, ঘরে প্রবেশের আদব ও মজলিস সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশাবলির বর্ণনা রয়েছে। পারস্পরিক আলোচনা, হাসি-ঠাট্টা ইত্যাদি সম্বন্ধে, বস্তুত হাঁচি ও হাইম নেওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কী দিক-নির্দেশনা রয়েছে, তারও উল্লেখ রয়েছে। এরপর পানাহার ও পোশাকের নির্দেশ ও আদব সম্পর্কিত হাদীসগুলোর উল্লেখ রয়েছে, যেগুলোর অধীনে সতর ও পর্দা সম্পর্কিত হাদীসগুলোও এসে যায়।

সপ্তম খণ্ডের প্রথমে কিতাবুল মু'আশারা-এর অবশিষ্ট অংশ (যা ষষ্ঠ খণ্ডে সংকুলান হয়নি) অর্থাৎ বিয়ে-তালাক ইত্যাদি সম্বন্ধে বর্ণনা রয়েছে। এরপর জীবিকা সম্পর্কিত লেন-দেন ও সাংস্কৃতিক জীবনের মৌলিক শাখাগুলো, দৈনন্দিন উদ্ভূত মাসাইল সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীসমূহ কিংবা কার্যসমূহ সবিস্তার বর্ণিত হয়েছে। কিতাবুল মু'আমালাত (লেন-দেন অধ্যায়)-এর গণ্ডি যথেষ্ট প্রশস্ত। এতে প্রথমে হালাল রুযী অর্জন করার ফযীলত (চাই তা ব্যবসার মাধ্যমে হোক অথবা হস্তশিল্প ও কৃষির মাধ্যমে) সম্বন্ধে হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এরপর অবৈধ পন্থায় উপার্জিত মালের মন্দ দিকের আলোচনা রয়েছে। তারপর সুদের বর্ণনা রয়েছে। এরপর ক্রয়-বিক্রয়ের নির্দেশনাবলি সম্বন্ধে বর্ণনা রয়েছে।

এ ধারাবাহিকতায় হাদীয়া আদান-প্রদানের উল্লেখ ও এর ফযীলতের বণর্নাও রয়েছে। আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াক্‌ফ, ওসীয়ত, বিচার, রাষ্ট্র ও খিলাফত ব্যবস্থা ও শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে হাদীসসমূহও এ খণ্ডেই রয়েছে।

এখন মা'আরিফুল হাদীস ধারাবাহিকতার শেষ কড়ি (৮ম খণ্ড) আপনার হাতে রয়েছে। এ খণ্ডে প্রথমে ইল্‌ম অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সেই হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোতে তিনি দীনী ইল্‌মের গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণনা করেছেন। এভাবে সেই বর্ণনাগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোতে পার্থিব উদ্দেশ্যে দীনী ইল্‌ম অর্জনকারী লোক অথবা ইল্‌ম অর্জন সত্ত্বেও আমল না করা ব্যক্তিদের মন্দ পরিণতি এবং তাদের ব্যাপারে দুনিয়া ও আখিরাতে ভীষণ শাস্তির উল্লেখ রয়েছে।

ইল্‌ম অধ্যায়ের পর 'কিতাবুল ই'তিসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ্' রয়েছে। তাতে আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকা এবং বিদ্'আতসমূহ থেকে বেঁচে থাকার ধারাবাহিকতায়

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। সুন্নাত ও বিদ্‘আতের হাকীকত, শরী‘আতে সুন্নাতের স্থান, আল্লাহ্র কিতাবের ন্যায়ই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতও অবশ্য অনুসরণীয় এবং নাজাতের উপায় হাদীসসমূহের ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে।

এ ধারাবাহিকতায় ‘আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার’ সম্বন্ধে বর্ণনাও রয়েছে। আর এ কাজের পুরস্কার ও সাওয়াবের উল্লেখও রয়েছে। বস্তুত শক্তি থাকা সত্ত্বেও ‘আমর বিল মারূফ এবং নাহী আনিল মুনকার’ না করার ওপর দুনিয়া ও আখিরাতে শক্ত পাকড়াও-এর বর্ণনাও রয়েছে। আমর বিল মারূফ-এর অধীনেই আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের ফযীলতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বর্ণনা রয়েছে। এ অধ্যায়ে জিহাদ সম্বন্ধে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক রচনা কুরআন মজীদ ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিক-নির্দেশনার আলোকে হযরত মাওলানার কলম দ্বারা আল্লাহ্ তা‘আলা লিখিয়েছেন।

জিহাদ সম্পর্কিত বর্ণনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং এ সম্বন্ধে আবশ্যকীয় আলোচনার পর ‘কিতাবুল ফিতান’ রয়েছে। তাতে উম্মতের ওপর ভবিষ্যতে আগমনকারী দীনের অবনতি ও পতন এবং ফিত্নাসমূহের উল্লেখ রয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, এগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই উম্মত এগুলো থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করবে। চেষ্টা করবে, যেন এরূপ অবস্থার সৃষ্টি না হয়, যার ফলে ফিত্নাসমূহের দ্বার উন্মুক্ত হয়। আর যদি আল্লাহ্ না করুন ফিত্নাসমূহের সম্মুখীন হতেই হয়, তখন কি কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা হবে এবং এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিক-নির্দেশনা কি, এ আলোচনা রয়েছে। কিতাবুল ফিতানেই আলামতে কিয়ামত সম্বন্ধে হাদীসসমূহের উল্লেখ রয়েছে। সেগুলোতে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বের আলামতগুলো এবং কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়ের আলামতগুলোর উল্লেখ রয়েছে। কিয়ামতের আলামতে দাজ্জালের ফিত্না, হযরত মাহ্দীর আগমন ও হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ সম্বন্ধেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। আর অতি সুন্দরভাবে এগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যাতে এসব বিষয় সম্বন্ধে আহ্লি সুন্নাতের পথ ও মতের বিশ্লেষণ হয়ে যায় এবং এসবের ব্যাপারে যে ভুল আকীদা ও চিন্তাধারা উম্মতের মধ্যে চলে আসছে, তা খণ্ডনও হয়ে যায়। বিশেষভাবে হযরত মাহ্দী (আ) সম্বন্ধে শী‘আ বিশ্বাস ও আহ্লি সুন্নাতের বিশ্বাসের পার্থক্যে খুবই উত্তম ও মূল্যবান আলোচনা এসেছে।

হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণের বর্ণনাসমূহের ব্যাখ্যায় কাদিয়ানীদের ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলিষ্ঠ দলীল ও ব্যাখ্যা দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছে; যা বর্তমানে খুবই আবশ্যক। যেহেতু এ ফিত্না এখন গোটা জগতের বড় ফিত্না, তাই অধমের ধারণা, আলিমগণেরও তা পাঠ করা ইন্শা আল্লাহ্ উপকারী প্রমাণিত হবে।

কিয়ামতের আলামতের পর কিতাবুল মানাকিব ও ফাযাইল রয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সেই সব বাণী উদ্ধৃত করা হয়েছে (এরপর এগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়েছে) যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতক ব্যক্তির কিংবা বিশেষ শ্রেণীর এরূপ প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ওপর প্রতিভাত করেছিলেন। সে সব হাদীসেও উম্মতের জন্য হিদায়াতের বড় উপকরণ রয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় সর্বপ্রথম সায়্যিদিনা মাওলানা (আমার আব্বা-আম্মা তাঁর প্রতি কুরবান) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফযীলত ও উঁচু স্থানসমূহ সম্পর্কিত হাদীসগুলো রয়েছে, যেগুলো তিনি নি'আমতের প্রকাশস্বরূপ অথবা উম্মতকে সঠিক মর্যাদা জ্ঞাতকরণার্থে বর্ণনা করেছেন।

এ ধারাবাহিকতায় তাঁর জন্ম, নবুওত ও তাঁর পবিত্র জীবন সম্বন্ধে বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। আর এ ব্যাপারে যথেষ্ট ইল্‌মী আলোচনা এসেছে, যা ইন্‌শাআল্লাহ্ হাদীস শরীফের উঁচু শ্রেণীর ছাত্র, বরং আলিমগণেরও অতিশয় উপকারী বলে প্রমাণিত হবে।

তাঁর ফযীলতের অধীনে তাঁর উত্তম চরিত্র, মৃত্যু-রোগ ও ওফাত, এরপর ওফাত সম্বন্ধে হাদীসসমূহ উল্লেখপূর্বক এগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ওফাতকালীন তাঁর অতি মূল্যবান ওসীয়তগুলোও ধারাবাহিকতায় উল্লেখ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফাযাইল ও মানাকিবের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ফাযাইল বর্ণনা করে এগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যার মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর খলীফা হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। হযরত আবূ বকর (রা)-এর পর হযরত উমর (রা)-এর ফাযাইল ও মানাকিবের হাদীসগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত উমর ফারূক (রা)-এর ফাযাইল বর্ণনা করার পর সেই বর্ণনাবলিও উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উভয় সাহাবীর ফযীলত একত্রে বর্ণনা করেছেন।

এরপর তাঁর উভয় জামাতা [হযরত উসমান ও হযরত আলী (রা)]-এর ফাযাইল ধারাবাহিক উল্লেখ করা হয়েছে। খুলাফায়ে রাশিদীনের ফাযাইলের বিন্যাস তাঁদের খিলাফতের ক্রমানুযায়ী বর্ণনা করা হয়েছে এবং আহ্‌লি সুন্নাতের নিকট তাঁদের মর্যাদা ও স্থানের যে ক্রমিকধারা বিদ্যমান, তা অনুরূপই। এ উভয় ব্যক্তির ফাযাইলের ধারাবাহিকতায়ও কতক অতি মূল্যবান ইল্‌মী আলোচনা এসে গেছে। বিশেষভাবে সায়্যিদিনা হযরত আলী মুরতাযা (রা)-এর আলোচনায় কতক শী'আ আকীদার সমালোচনা সর্বজন বোধগম্য ভাষায় বর্ণনা করে তা খণ্ডন করা হয়েছে।

খলীফা চতুষ্টয়ের ফযীলত বর্ণনার পর 'আশারা মুবাশ্শারার অবশিষ্ট ছয়জন সাহাবী- হযরত তাল্হা, হযরত যুবাইর, হযরত আবদুর রহ্মান ইব্ন আওফ, হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস, হযরত সাঈদ ইব্ন যায়দ, হযরত আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর ফাযাইল ও মানাকিবের বর্ণনাবলি ও এর ব্যাখ্যা রয়েছে।

'আশারা মুবাশ্শারা-এর ফাযাইল বর্ণনার পর 'ফাযাইলে আহ্লি বায়তে নববী' (সা) শিরোনামে তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ ও পবিত্র কন্যাগণের ফাযাইলের উল্লেখ রয়েছে। লিখক হযরত মাওলানা এ বিষয়ে আহ্লি বায়ত শব্দের ওপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে কেবল উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা), উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা), উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা) ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফ্সা (রা)-এর ফাযাইল ও মানাকিবের বর্ণনা হযরত মাওলানার হাতে হয়েছিল। আর এটাও হয়েছিল দীর্ঘ দীর্ঘ বিরতিসহকারে। বিভিন্ন আনুষঙ্গিক অবস্থা ও রোগসমূহ সত্ত্বেও হযরত মাওলানা (র) একাজ যেভাবে করেছেন, তা তাঁর আল্লাহ্ই জানেন। ইন্শাআল্লাহ্, তিনি তাঁকে নিজের মহান মর্যাদা অনুযায়ী পুরস্কার ও সওয়াব দান করবেন।

এরপর হযরত মাওলানা (র)-এর ধারাবাহিকতার পূর্ণতার জন্য আমি অধমকে নির্দেশ দেন। নিঃসন্দেহে এটা আমার জন্য বড় সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। কিন্তু আক্ষেপ! এ ধারাবাহিকতা হযরত মাওলানার দ্বারাই যদি পূর্ণতা পেত, তবে এই পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হতো না- পাঠকালে পাঠক যা অনুভব করবেন।

কোথায় হযরত মাওলানা (র)-এর ইল্ম ও বোধশক্তি, কঠিন থেকে কঠিন বিষয়াবলি সহজভাবে উপস্থাপনের ব্যাপারে আল্লাহ্ প্রদত্ত যোগ্যতা, মনে হয় যেন আল্লাহ্ তাঁর জন্য লোহাকে অনেকটা নরম করে দিয়েছেন। আর কোথায় এই পুঁজিহীন ব্যক্তি !

প্রথমদিকে তো আমি লিখে লিখে হযরত মাওলানাকে দেখাতাম। এরপর তাঁর রোগ বৃদ্ধির কারণে এটাও কঠিন হয়ে পড়ে। এরপর অবশিষ্ট পবিত্র স্ত্রীগণ ও পবিত্র কন্যাগণ এবং তাঁর অন্যান্য আহ্লি বায়তের ফাযাইলের বর্ণনা এ অধমের কলমে হয়েছে। আহ্লি বায়তের ফাযাইলের উল্লেখের পর আমি, সাহাবা কিরামের ফাযাইল উল্লেখ করেছি।

আমি যে সব সাহাবীর উল্লেখ করেছি এবং যে ক্রমিকে করেছি, তা সেই সব সাহাবা কিরামের প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে এবং নিজের বিবেচনার ভিত্তিতে করেছি। নচেৎ এটা নিশ্চিতভাবে সম্ভব যে, অন্যান্য সাহাবা কিরাম যাদের আলোচনা করা

হয়নি তাঁরা এই সব সাহাবা কিরামের তুলনায় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হবেন, যাদের ফাযাইল ও মানাকিবের বর্ণনা আমি করেছি।

হযরত মাওলানা (র)-এর এই অভ্যাস চালু ছিল যে, মা'আরিফুল হাদীসের খণ্ডগুলোতে ভূমিকা কিংবা মুখবন্ধের পর মা'আরিফুল হাদীসের পাঠকবৃন্দকে এই বলে নসীহত বা ওসীয়ত করতেন যে,

'হাদীসে নববীর পাঠ কেবল ইল্‌মী পরিভ্রমণ হিসেবে কখনো করা উচিত নয়। বরং রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে নিজের ঈমানী সম্বন্ধকে সতেজ করতে ও আমলের জন্য হিদায়াত অর্জনের উদ্দেশ্যে তা করা উচিত। বস্তুত পাঠের সময় রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মহব্বত ও বড়ত্বকে অন্তরে অব্যশই জাগ্রত করা হবে। আর এভাবে আদব ও মনোযোগের সাথে পাঠ করা হবে, যেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র মজলিসে আমি হাযির, আর তিনি বলছেন ও আমি শুনছি। যদি এরূপ করা হয় তবে অন্তর ও রূহে নূর, বরকত ও ঈমানী.অবস্থাদির কিছু না কিছু অংশ ইন্‌শাআল্লাহ্‌ অবশ্যই অর্জনের সৌভাগ্য হবে, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে সেই সৌভাগ্যবানদের অর্জিত হত- যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি রূহানী ও ঈমানী ফায়দা অর্জনের সম্পদ দান করেছিলেন।

এ অক্ষম নিজের শিক্ষকমণ্ডলী ও বুযুর্গদের দেখেছে, আদব হিসেবে তাঁরা হাদীসে নববীর পঠন-পাঠনের জন্য উযূর গুরুত্ব দিয়ে থাকতেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা আমি লিখককে এবং এ কিতাবের পাঠকবৃন্দকেও এ আদবের সৌভাগ্য দান করুন।

যদি হযরত মাওলানা (র) জীবিত থাকতেন আর এ খণ্ডের ভূমিকা লিখতেন তবে আমার ধারণা, তিনি এ খণ্ডেও এ কথা পুনরুল্লেখ করতেন। সুতরাং এ কিতাবের পাঠকবৃন্দের নিকট বিনীত নিবেদন এই, কিতাবখানা পাঠকালে হযরত মাওলানার (র)-এর ওসীয়তের ওপর অবশ্যই আমল করবেন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ —

মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া সাম্ভলী
(হাদীসের শিক্ষক, দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ)

ইল্‌ম অধ্যায়

দীনী পরিভাষা এবং কুরআন ও হাদীসের ভাষায় ইল্‌ম দ্বারা উদ্দেশ্য সেই ইল্‌ম যা নবী (আ) গণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে বান্দাদের হিদায়াতের জন্য এসেছে। আল্লাহ্‌র কোন নবী ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনে এবং তাঁকে নবী ও রাসূল মেনে নেওয়ার পর মানুষের ওপর সর্ব প্রথম অবশ্য কতর্ব্য এটা বর্তায় যে, সে জানবে এবং জানার চেষ্টা করবে, এ নবী আমার জন্য কী শিক্ষা ও উপদেশাবলি নিয়ে এসেছেন? কি করা আর না করা আমার উচিত? ইল্‌মের ওপর দীনের যাবতীয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এ জন্য ইল্‌ম শিক্ষা করা এবং অন্যকে শিক্ষাদান করা ঈমানের পর সর্বপ্রথম অপরিহার্য কর্তব্য।

এই শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া মৌখিক কথা-বার্তা এবং পর্যবেক্ষণ দ্বারাও হতে পারে। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে ও তাঁর পরবর্তী নিকটবর্তী যুগে ছিল। সাহাবা কিরাম (রা)-এর গোটা ইল্‌ম তাই ছিল, যা তাঁদের অর্জিত হয়েছিল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীসমূহ শুনে, তাঁর কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করে, কিংবা এরূপে তাঁর নিকট হতে কোনভাবে উপকৃত হওয়া অন্য সাহাবা কিরাম (রা) থেকে। এভাবে অধিকাংশ তাবিঈনের ইল্‌মও তাই ছিল যা সাহাবা কিরাম-এর সাহচর্য ও তাঁদের থেকে শ্রবণের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল। আর এ ইল্‌ম লিখা-পড়া ও গ্রন্থাদির মাধ্যমেও অর্জিত হতে পারে। যেমন, পরবর্তী যুগসমূহে এর সাধারণ অবলম্বন ছিল গ্রন্থাদি পঠন-পাঠন,যা এখনো প্রচলিত আছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় বাণীসমূহে আবশ্যকীয় দীনী ইল্‌ম অর্জন করা প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্য অবশ্য কর্তব্য বলেছেন, যে ব্যক্তি তাঁকে আল্লাহ্‌র নবী স্বীকার করে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, আল্লাহ্‌র দীন ইসলাম গ্রহণ করবে। এই ইল্‌ম অর্জনে কষ্ট ও পরিশ্রমকে তিনি 'আল্লাহ্‌র পথে' এক প্রকার জিহাদ ও আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভের অতি বিশেষ ওসীলা বলেছেন। আর এ বিষয়ে শৈথিল্য ও অবহেলাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ স্থির করেছেন।

এ ইল্‌ম নবী (আ) গণের, বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মূল্যবান ত্যাজ্যবিত্ত, এবং গোটা জগতের সর্বাধিক প্রিয় ও মূল্যবান সম্পদ। আর যে সব সৌভাগ্যবান বান্দা এ ইল্‌ম অর্জন করে, এর দাবি পূরণ করে, তাঁরা নবীগণের উত্তরাধিকারী। আসমানের ফেরেশ্‌তা থেকে যমিনের পিঁপড়া ও সাগরের মাছ- তথা গোটা সৃষ্টি তাঁদের ভালবাসে, তাঁদের জন্য কল্যাণের দু'আ করে। আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলোর প্রকৃতিতে এ বিষয় রেখে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে যে সব ব্যক্তি নবী (আ) গণের এই পবিত্র ত্যাজ্যবিত্তকে ভুল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে তারা নিকৃষ্টতম অপরাধী এবং আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ ও আযাবের যোগ্য।

نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا —

এ সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর ইল্‌ম শিক্ষা করা ও শিক্ষাদান সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিম্ন বর্ণিত হাদীসসমূহ পাঠ করুন।

প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ইল্‌ম অন্বেষণ ও অর্জন অবশ্য কর্তব্য

١ — عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ (رواه البيهقى فى شعب الايمان وابن عدى فى الكامل ورواه الطبرنى فى الاوسط عن ابن عباس وفى الكبير والاوسط عن ابى مسعود وابى سعيد وفى الصغير عن الحسين) —

১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইল্‌ম অন্বেষণ ও অর্জন প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয।

এ হাদীস হযরত আনাস (রা) থেকে বায়হিকী শু'আবুল ঈমান এবং ইব্‌ন 'আদী কামিলে বর্ণনা করেছেন। আর এ হাদীসই তাবারানী মু'জামে আওসাতে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন্ 'আব্বাস (রা) থেকে এবং সুনানে কবীর ও সুনানে আওসাতে আবূ মাসঊদ ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে এবং মু'জামে সাগীরে হযরত হুসাইন থেকেও বর্ণনা করা হয়েছে।[১]

---

[১] কানযুল 'উম্মাল খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২০০ এবং জামউল ফাওয়াইদ খণ্ড-১ পৃষ্ঠা ৪০, আলোচ্য হাদীস, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ - সম্বন্ধে এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, যদিও হাদীস খানি এরূপ প্রসিদ্ধ যা আলিমগণ ছাড়া অনেক সাধারণ ব্যক্তিরও মুখস্থ আছে এবং হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন সাহাবা কিরাম থেকে বর্ণিত হয়েছে (আর উপলব্ধিগত অর্থ ও বিষয়-বস্তুর দাবির প্রেক্ষিতে এটা বিশুদ্ধ হওয়ার মধ্যে কোন প্রকার সংশয় ও সন্দেহের সুযোগ নেই) কিন্তু এটা আশ্চর্যের বিষয়, মুহাদ্দিসীনের নীতিমালা ও মানদণ্ড অনুযায়ী এর কোন সনদই বিশুদ্ধ নয়। প্রতিটি সনদই দুর্বল। এ জন্য পূর্ববর্তী সব মুহাদ্দিস এটাকে দুর্বলই নির্ধারণ করেছেন। তবে

ব্যাখ্যা ঃ মুসলিম সেই ব্যক্তি,যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, আর নির্ধারণ করে নিয়েছে, আমি ইসলামী শিক্ষা ও উপদেশাবলি অনুযায়ী জীবন যাপন করব। এটা তখনই সম্ভব যখন ইসলাম সম্বন্ধে আবশ্যকীয় জ্ঞান অর্জন করবে। এজন্য প্রত্যেক মু'মিন ও মুসলিমের ওপর ফরয এবং প্রথম ফরয হচ্ছে, প্রয়োজন অনুযায়ী সে ইসলামী শিক্ষা অর্জনের চেষ্টা করবে। আলোচ্য হাদীসের দাবি ও বার্তা এটাই। আর যে রূপে বলা হয়েছে, এ ইল্‌ম কেবল আলাপ-আলোচনা ও সাহচর্য দ্বারাও অর্জিত হতে পারে।

এছাড়া অন্যান্য শিক্ষা-মাধ্যমে অর্জন করা যায়। বস্তুত হাদীসের অর্থ এ নয় যে, প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আলিম ফাযিল হওয়া ফরয। বরং উদ্দেশ্য, ইসলামী জীবন যাপনে যে ব্যক্তির যে পরিমাণ ইল্‌মের প্রয়োজন কেবল ততটুকু ইল্‌ম অর্জন করা তার জন্য আবশ্যক।

কোন কোন কিতাবে হাদীসটি كُلِّ مُسْلِمٍ এর পর مُسْلِمَاتٍ অতিরিক্ত শব্দ সংযোজনে বর্ণিত হয়েছে। তবে যাঁচাইকৃত কথা হচ্ছে, আলোচ্য হাদীসে مُسْلِمَاتٍ সংযোজন প্রমাণিত ও বিশুদ্ধ নয়। কেননা, মৌলিক ভাবে مُسْلِمٍ শব্দে প্রত্যেক মুসলমান নর-নারী অন্তর্ভুক্ত।

দীনে অজ্ঞ ব্যক্তিদের কর্তব্য হচ্ছে, জ্ঞাত ব্যক্তিদের থেকে শিখবে, আর জ্ঞাত ব্যক্তিদের দায়িত্ব হচ্ছে, তাদেরকে শিক্ষা দেবে।

٢. عَنْ اَبْزَى الْخُزَاعِيِّ وَالِدِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَثْنٰى عَلٰى طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ لاَ يُفَقِّهُوْنَ جِيْرَانَهُمْ وَلاَ يُعَلِّمُوْنَهُمْ وَلاَ يَعِظُوْنَهُمْ وَلاَ يَاْمُرُوْنَهُمْ وَلاَ يَنْهَوْنَهُمْ وَمَابَالُ اَقْوَامٍ لاَ يَتَعَلَّمُوْنَ مِنْ جِيْرَانِهِمْ وَلاَ يَتَفَقَّهُوْنَ وَلاَ يَتَّعِظُوْنَ، وَاللّٰهِ

হাফিয সুয়ূতী বলেন, আমি হাদীসের কিতাবসমূহ খোঁজে এর বর্ণনায় প্রায় পঞ্চাশটি অভিমত জেনেছি ও একত্রিত করেছি। এই অধিক অভিমতের ভিত্তিতে আমি হাদীসটিকে 'বিশুদ্ধ' নির্ধারণ করেছি, যদিও আমার পূর্বের সব মুহাদ্দিস এটাকে দুর্বল বলেছেন। আর হাফিয সাখাবী বলেছেন, ইবৃন শাহীন এ হাদীসকে হযরত আনাস (রা) থেকে এরূপ সনদে বর্ণনা করেছেন, যার সব বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। (তাই এ সনদ হিসাবে আলোচ্য হাদীস মুহাদ্দিসীনের নীতিমালা ও মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিশুদ্ধ)

اعذب الموارد فی تخریج جمع الفوائد بجواله فیض القدیر ٨٦٢ ج٤

لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ جِيرَانَهُمْ وَيُفَقِّهُوْنَهُمْ وَيَعِظُوْنَهُمْ وَيَأْمُرُوْنَهُمْ وَيَنْهَوْنَهُمْ وَلَيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ وَيَتَفَقَّهُوْنَ وَيَتَّعِظُوْنَ اَوْلَاُعَاجِلَنَّهُمْ بِالْعُقُوْبَةِ فِيْ دَارِ الدُّنْيَا — ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ بَيْتَهُ. فَقَالَ قَوْمٌ مَنْ تَرَوْنَهُمْ عَنٰى بِهٰؤُلَاءِ؟ فَقَالُوْا نَرَاهُ عَنٰى بِهِ الْاَشْعَرِيِّيْنَ، هُمْ قَوْمٌ فُقَهَاءُ وَلَهُمْ جِيْرَانٌ جُفَاةٌ مِنْ اَهْلِ الْمِيَاهِ وَالْاَعْرَابِ — فَبَلَغَ ذٰلِكَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ فَاَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ذَكَرْتَ قَوْمًا بِخَيْرٍ وَذَكَرْتَنَا بِشَرٍّ فَمَا بَالُنَا؟ فَقَالَ لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ جِيْرَانَهُمْ وَلَيُفَقِّهَنَّهُمْ وَلَيَعِظُنَّهُمْ وَلَيَأْمُرُنَّهُمْ وَلَيَنْهَيَنَّهُمْ وَلَيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ وَيَتَّعِظُوْنَ وَيَتَفَقَّهُوْنَ اَوْلَاُعَاجِلَنَّهُمْ بِالْعُقُوْبَةِ فِيْ دَارِ الدُّنْيَا فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ اَبِطَيْرِ غَيْرِنَا؟ فَاَعَادَ قَوْلَه عَلَيْهِمْ وَاَعَادُوْ قَوْلَهُمْ اَبِطَيْرِ غَيْرِنَا؟ فَقَالَ ذَالِكَ اَيْضًا، فَقَالُوْا اَمْهِلْنَا سَنَةً فَاَمْهَلَهُمْ سَنَةً — لِيُفَقِّهُوْهُمْ وَيُعَلِّمُوْهُمْ وَيَعِظُوْهُمْ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ. كَانُوْا لَايَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَاكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ.

(رواه ابن راهويه والبخاری فی الوحدان وابن السکن وابن مندة والطبرانی فی الکبیر)

২. প্রসিদ্ধ সাহাবী আব্দুর রহমান (রা)-এর পিতা আবযা আল খুযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মসজিদের মিম্বরে) ওয়াজ করেন, তাতে তিনি মুসলমানদের কতক গোত্রের প্রশংসা করেন। (যে, তারা তাদের দায়িত্বসমূহ সঠিক ভাবে পালন করছে) এরপর তিনি (মুসলমানদের অন্যান্য গোত্রকে সতর্ক ও তিরস্কার করে) বলেন, কী ব্যাপার সেই ব্যক্তিদের (এবং কী অজুহাত তাদের নিকট) যারা দীন না জানা মুসলমান প্রতিবেশীকে দীন শিক্ষা দেয় না এবং দীনের জ্ঞান প্রদান করে না। ওয়াজ নসীহত করে না, তাদের প্রতি সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ সম্পর্কীয় দায়িত্ব পালন করে না (এতদসঙ্গে তিনি বলেন) আর কী ব্যাপার সেই লোকদের (এবং কী অজুহাত তাদের নিকট যারা দীন ও আহ্‌কাম সম্বন্ধে জ্ঞাত নয় তা সত্ত্বেও) যারা নিজেদের নিকটে বসবাসকারী দীনী শিক্ষা ও দীনী ইল্‌ম অর্জনকারী মুসলমানদের থেকে দীন শিখতে, দীনী জ্ঞান আহরণ

করতে এবং তাদের ওয়াজ নসীহত থেকে উপকৃত হতে চেষ্টা করে না? (এরপর তিনি শপথসহ জোর দিয়ে বলেন)

বস্তুত সেই ব্যক্তিগণ (যারা দীনের ইল্‌ম রাখে তারা, দীনের ইল্‌ম রাখে না) নিজেদের প্রতিবেশীদেরকে আবশ্যিকভাবে দীন শিক্ষা দিতে এবং তাদের মধ্যে দীনের জ্ঞান সৃষ্টি করতে স্বচেষ্ট হবে। তাদেরকে ওয়াজ নসীহত, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর (যে সব ব্যক্তি দীন ও এর আহ্‌কাম সম্বন্ধে জ্ঞাত নয় তাদের প্রতি) আমার তাকিদ হচ্ছে, তারা (দীনের জ্ঞান ও ইল্‌মধারী প্রতিবেশীদের থেকে দীন শিক্ষা করবে, দীনের জ্ঞান অর্জন করবে, তাদের ওয়াজ নসীহত হতে উপকৃত হবে, না হলে (অর্থাৎ- যদি এ উভয় দল এ উপদেশ অনুযায়ী কাজ না করে তবে) এ জগতেই আমি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করাব।

এরপর (অর্থাৎ এই সতর্কীকরণ ওয়াজের পর) তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করে ঘরে প্রবেশ করেন। তারপর লোকজন পরস্পর বলাবলি করেন, কী ধারণা? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উদ্দেশ্য কারা? (অর্থাৎ এ ওয়াজে তিনি কাদের সতর্ক ও তিরস্কার করেছেন?) কেউ বললেন, আমাদের ধারণা, তাঁর উদ্দেশ্য আশ'আরী সম্প্রদায়, (অর্থাৎ আবূ মূসা আশ'আরীর গোত্রের লোকজন) তাঁদের অবস্থা হচ্ছে, তাঁরা ফকীহ্, দীনের জ্ঞান ও ইল্‌ম রাখে) আর তাঁদের পাশে পানির নালার নিকটে বাসকারী এরূপ বেদুঈন রয়েছে যারা একেবারে নিরক্ষর (এবং দীন সম্বন্ধে বিলকুল অজ্ঞ)।

এসব কথা আশ'আরীদের কানে এলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম-এর সমীপে হাযির হয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (জানতে পারলাম) আপনি প্রশংসার সাথে কতক গোত্রের উল্লেখ করেছেন। আর আমাদের মন্দ বলা হয়েছে। আমাদের বিষয় কী ? (এবং ত্রুটি কি?) তিনি বললেন, (আমার বলা কেবল এই-দীনের ইল্‌ম ও জ্ঞানী) লোকদের দায়িত্ব হচ্ছে, তারা (দীন না জানা) স্বীয় প্রতিবেশীদেরকে দীন শিক্ষা দেবে, তাদের মধ্যে দীনের জ্ঞান সৃষ্টি করবে, তাদের ওয়াজ নসীহত, এবং ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বারণ করবে। আর যারা দীন জানে না, তাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, তারা (দীনের জ্ঞানী) নিজেদের প্রতিবেশী থেকে দীনী শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং তাদের ওয়াজ ও নসীহত দ্বারা নিজেরা উপকৃত হতে থাকবে, এবং তাদের থেকে দীনের জ্ঞান লাভ করবে। কিম্বা এরপর আমি দুনিয়াতেই তাদেরকে শাস্তি দেওয়াব। আশ'আরীগণ নিবেদন করলেন, অন্য লোকদের অপরাধ ও ত্রুটির শাস্তিও কি আমাদের ভোগ করতে হবে? উত্তরে তিনি সেই কথাই পুনরোক্ত করলেন যা পূর্বে বলেছিলেন। আশ'আরীগণ আবার সেই নিবেদন করেন, যা প্রথমে নিবেদন করেছিলেন যে, অন্যদের গাফলত ও ত্রুটির শাস্তিও কি আমরা পাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তা-ও। (অর্থাৎ দীন জানা

ব্যক্তিগণ যদি নিজেদের অজ্ঞ প্রতিবেশীদের দীন শিক্ষা দিতে ত্রুটি করে, তবে তারাও এর শাস্তি পাবে।

আশ'আরীগণ নিবেদন করলেন, এরপর আমাদেরকে এক বছরের অবকাশ দেওয়া হোক। তিনি তাদেরকে এক বছরের অবকাশ দান করেন, যেন নিজেদের প্রতিবেশীদেরকে দীন শিক্ষা দেয়, তাদের মধ্যে জ্ঞান সৃষ্টি করে ও ওয়াজ নসীহত দ্বারা তাদের সংশোধনের চেষ্টা করে। এরপর তিনি (সূরা মায়িদার) এ আয়াত তিলাওয়াত করেন–

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ. كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ —

'বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফ্‌রী করেছিল তারা দাঊদ ও মারয়াম (আ)-এর পুত্র কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। এটা এ জন্য যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী। তারা যে সব মন্দ কাজ করত তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করত না, তারা যা করত তা কতই না নিকৃষ্ট'! (সূরা মায়িদা ৭৮-৭৯)

(মুসনাদে ইব্‌ন রাহ্‌বীয়া, বুখারীর ওয়াহ্‌দান, সহীহ্ ইবনুস্ সিক্কিন, মুন্‌দা ইব্‌ন মুন্‌দাহ্, তাবারানীর মু'জামে কাবীর)[১]

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের অর্থ বুঝার জন্য যতটুকু ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল তা তরজমার সাথে করা হয়েছে। আলোচ্য হাদীস থেকে জানা গেল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীনের সাধারণ শিক্ষা-দীক্ষায় এ নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে, কোন বস্তী বা এলাকার যে ব্যক্তি দীনের ইল্‌ম ও জ্ঞান রাখে, তার দায়িত্ব ও ডিউটি হচ্ছে- সে দীনের ব্যাপারে আশে-পাশের অজ্ঞদেরকে আল্লাহ্‌র জন্য দীন শিক্ষা দেবে, এবং ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে তাদের দীনী লালন-পালন ও সংশোধনের চেষ্টা করে যাবে। আর এই শিক্ষাসেবাকে স্বীয় জীবনের পরিকল্পনার বিশেষ অংশ বানিয়ে নেবে।

আর দীনে অজ্ঞ মুসলমানগণ এ বিষয় নিজেদের কর্তব্য ও জীবনের প্রয়োজন মনে করবে যে, দীনের জ্ঞানীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে দীন শিখবে এবং তাদের ওয়াজ নসীহত দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে গাফলত ও ত্রুটিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাস্তিযোগ্য অপরাধ নির্ধারণ করেছেন।

---

[১] কানযুল উম্মাল খণ্ড-৩ পৃঃ-৩৮৮, জাম'উল ফাওয়াইদ খণ্ড-১ পৃঃ-৫২ (আব্দুর রহমান ইব্‌ন আব্‌যা থেকে তাবারানীর মু'জামুল কবীরের বরাতে)

দীনী শিক্ষা-দীক্ষার এটা এরূপ সাধারণ পদ্ধতি ছিল যে, এর মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তি মক্তব-মাদ্রাসা ছাড়া এবং কিতাব ও কাগজ কলম ছাড়া, অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক লেখা-পড়া ছাড়াই দীনের আবশ্যকীয় ইল্ম অর্জন করতে সক্ষম হত। বরং পরিশ্রম ও যোগ্যতা অনুযায়ী দীনী ইল্মে পূর্ণতাও অর্জন করতে সক্ষম হত। সাহাবা কিরাম (রা) এবং তাবিঈন-এর গরিষ্ঠ সংখ্যকও এভাবেই দীনী ইল্ম অর্জন করেছিলেন। নিঃসন্দেহে তাঁদের ইল্ম আমাদের কিতাবী ইল্ম থেকে অধিক পরিপক্ক ও নির্ভরযোগ্য ছিল। তাঁদের পর উম্মতের মধ্যে দীনী ইল্ম যা ছিল এবং আছে তা সবই তাঁদের ত্যাজ্য।

আক্ষেপ! পরবর্তীকালে উম্মতের মধ্যে এ পদ্ধতি চালু থাকে নি। যদি চালু থাকত তবে উম্মতের কোন শ্রেণী, কোন দল বরং কোন সদস্য দীন সম্বন্ধে অজ্ঞ ও বেখবর থাকত না। এই শিক্ষা নীতির এটাও বিশেষ কল্যাণ ছিল যে, তখন ইল্মের ছাঁচে জীবন অতিবাহিত হত।

হাদীসের শেষে বর্ণিত হয়েছে, আশ'আরী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিবেদন করেন, আমাদেরকে এক বছরের অবকাশ দেওয়া হোক। এ সময়ে ইন্‌শা আল্লাহ্ আমরা এ শিক্ষা অভিযান পূর্ণ করব। তাঁদের এই আবেদন তিনি মঞ্জুর করেন। এটা যেন সেই অঞ্চলের গোটা আবাদীর জন্য এক সালা শিক্ষা পরিকল্পনা ছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই, যদি আজও প্রতিটি দেশ ও প্রতিটি অঞ্চলের সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সব মুসলমান এ কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে, পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যে পৌঁছার প্রচেষ্টা চালায়, তবে উম্মতের সব শ্রেণীর মধ্যে ঈমানী জীবন এবং দীনের প্রয়োজনীয় স্তরের জ্ঞান ব্যাপক হতে পারে।

এ কথার ধারাবাহিকতা শেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা মায়িদার যে দুই আয়াত তিলাওয়াত করেন তাতে বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র মর্যাদাবান নবী দাউদ ও ঈসা (আ)-এর ভাষায় লা'নত করা হয়েছে এবং তাদের অভিশপ্ত হওয়ার ঘোষণা হয়েছে, তাদের অভিশপ্ত হওয়ার বিশেষ অপরাধ এই ছিল যে, একে অন্যকে গোনাহ্ ও মন্দকর্ম হতে বিরত রাখতে এবং দীনী ও চারিত্রিক সংশোধনের কোন চিন্তা ও চেষ্টা তাদের ছিল না। জানা গেল, এ অপরাধ এমন শক্ত যে, এ কারণে মানুষ আল্লাহ্ ও তাঁর নবীগণের লা'নতযোগ্য হয়ে পড়ে।

ভাষণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সতর্কতা ও তিরস্কার করেছিলেন আলোচ্য আয়াত তার কুরআনী প্রমাণ। তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করে যেন বললেন- আমি যা কিছু ভাষণে বলেছি এবং যে বিষয়ে আমার অবিচলতা, সেটা এই, যার নির্দেশ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুরআন মজীদে উক্ত আয়াত সমূহে উল্লেখ করেছেন।

দীনী ইল্‌ম এবং তা শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদানকারীর স্থান ও মর্যাদা

٣. عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ
سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ بِهٖ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ بِهٖ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلٰئِكَةَ
لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَاِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى
الْاَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِىْ جَوْفِ الْمَاءِ وَاِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ
لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا
دِيْنَارًا وَّلَا دِرْهَمًا وَاِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهٗ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ — (رواه احمد
والترمذى وابوداؤد وابن ماجة والدرامى)

৩. হযরত আবূদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি (দীনের) ইল্‌ম অর্জনের জন্য কোন পথে চলে এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতের পথসমূহের একটি পথে পরিচালিত করেন। আর (তিনি বলেন) আল্লাহ্ তা'আলার ফেরেশ্‌তাগণ ইল্‌ম অন্বেষণকারীদের জন্য সন্তুষ্টি প্রকাশ (এবং সম্মান) হিসাবে নিজেদের পাখা অবনত করে দেন। আর (বলেন) দীনী ইল্‌ম বহনকারীর জন্য আসমান যমীনের যাবতীয় সৃষ্টি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। এমনকি পানিতে বসবাসকারী মাছও। আর (তিনি বলেন) আবিদগণের ওপর আলিমের এরূপ মর্যাদা অর্জিত যেমন পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মর্যাদা অন্যান্য নক্ষত্রের ওপর। তিনি এটাও বলেছেন, আলিমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ দীনার ও দিরহাম ছেড়ে যাননি বরং তাঁরা উত্তাধিকার হিসাবে ইল্‌ম ছেড়ে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা অর্জন করল, সে বড় সৌভাগ্য অর্জন করল।

(মুসনাদে আহ্‌মদ, জামি' তিরমিযী, সুনানে আবূ দাঊদ, সুনানে ইব্‌ন মাজাহ্, মুসনাদে দারিমী)।

ব্যাখ্যা ঃ প্রকৃতপক্ষে নবী (আ) গণের ত্যাজ্য হচ্ছে, তাঁদের নিয়ে আসা সেই ইল্‌ম যা বান্দাদের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নিয়ে এসেছিলেন। আর যে রূপে প্রথমে বলা হয়েছে, তা এ জগতের সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ। তাবারানী মু'জামে আওসাতে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একদিন হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। লোকজন নিজেদের ব্যবসায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি তাঁদের বললেন, তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা এখানে রয়েছ আর মসজিদে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ত্যাজ্যবিত্ত বন্টিত হচ্ছে? লোকজন মসজিদের দিকে দৌড়ালেন। এরপর প্রত্যাবর্তন করে বললেন, সেখানে তো কিছুই বন্টিত হচ্ছে

না! কতক ব্যক্তি নামায পড়ছেন, আর কতক কুরআন তিলাওয়াত করছেন, কেউ কেউ হালাল-হারামের অর্থাৎ শরী'আতের আহ্কাম ও মাসাইলের কথা আলোচনা করছেন। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বললেন, এটাই তো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উত্তরাধিকার ও তাঁর ত্যাজ্যবিত্ত।
(জাম'উল ফাওয়াইদ খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৭)

٤. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتّٰى يَرْجِعَ — (رواه الترميذى والضياء المقدسى)

৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ইল্ম অন্বেষণ ও অজর্নের জন্য (ঘর হতে কিংবা দেশ হতে) বের হয়েছে সে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত আল্লাহ্র পথে। (জামি' তিরমিযী, আল-মাকদিসী)

٥. عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَاَهْلَ السَّمٰوتِ وَالْاَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِيْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ — (رواه الترمذى)

৫. হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা রহমত বর্ষণ করেন, এবং তাঁর ফেরেশতাকুল, আসমান যমীনে বসবাসকারী সব সৃষ্টিবস্তু, এমন কি পিঁপড়া তার গর্তে এবং (পানিতে বসবাসকারী) মাছও সেই ব্যক্তির জন্য কল্যাণের দু'আ করে, যে লোকজনকে উত্তম বিষয়-দীন শিক্ষা দান করে। (জামি' তিরমিযী)

٦. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِيْ مَسْجِدِهٖ فَقَالَ كِلَاهُمَا عَلٰى خَيْرٍ وَاَحَدُهُمَا اَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهٖ, اَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَدْعُوْنَ اللهَ وَيَرْغَبُوْنَ اِلَيْهِ فَاِنْ شَاءَ اَعْطَاهُمْ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَاَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْفِقْهَ اَوِ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُوْنَ الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ وَاِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِمْ — (رواه الدارمى)

৬. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় মসজিদে অবস্থানরত দু'টি মজলিসের নিকট দিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, উভয় মজলিসই উত্তম (একটি মজলিসের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন) এসব লোক আল্লাহ্র নিকট দু'আকারী, তাঁর প্রতি আকৃষ্ট। আল্লাহ্

চাইলে দান করবেন, আর চাইলে দান করবেন না। (তিনি মালিক ও ক্ষমতাবান) আর অন্য মজলিস সম্বন্ধে বললেন, এসব লোক ফিক্‌হ অথবা দীনী ইল্‌ম অর্জনের জন্যে এবং অজ্ঞদেরকে শিক্ষাদানের জন্য ব্যস্ত আছে। সুতরাং তারা শ্রেষ্ঠ। আর আমি তো শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি। এরপর তিনি তাঁদের মধ্যে বসে গেলেন। (মুস্‌নাদে দারিমী)

٧. عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَـاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِـي بِهِ الاِسْلاَمَ فَبَيْنَه وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ـــ (رواه الدارمى)

৭. হযরত হাসান বসরী[১] ইরসালরূপে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তির মৃত্যু এমতাবস্থায় আসে যে, সে এ উদ্দেশ্যে দীনী ইল্‌ম অন্বেষণ ও অর্জনে নিয়োজিত, যা দ্বারা ইসলামকে জীবন্ত করবে, তবে জান্নাতে তার ও নবীগণের মধ্যে কেবল এক স্তর পার্থক্য হবে। (মুস্‌নাদে দারিমী)

٨. عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ عَـنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّـمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَالْاٰخَرُ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ اَيُّهُمَا اَفْضَلُ؟ قَـــالَ رَسُـــوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ هٰذَا الْعَالِمِ الَّذِىْ يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ ثُـــمَّ يَجْلِـسُ فَيُعَلِّـمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِىْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ كَفَضْلِيْ عَلَى اَدْنَـــاكُمْ ـــ (رواه الدارمى)

৮. হযরত হাসান বসরী (র) ইরসালরূপে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বনী ইসরাঈলের এরূপ দু'ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হল, যাদের একজনের অভ্যাস ছিল, তিনি ফরয নামায আদায় করতেন এরপর বসে

---

[১] যেমন জানা আছে, হযরত হাসান বসরী (র) একজন তাবিঈ'। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাননি। বিভিন্ন সাহাবা কিরামের মাধ্যমে তাঁর নিকট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসসমূহ পৌঁছেছে। আলোচ্য হাদীস এবং পরবর্তী লিপিবদ্ধাধীন হাদীসও তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। যাদের মাধ্যমে তাঁর নিকট এই সব হাদীস পৌঁছেছে সেই সব সাহাবীদের বরাত তিনি দেন নি। তাবি'ঈগণের এইরূপ বর্ণনা পদ্ধতিকে 'ইরসাল' আর এরূপ হাদীসকে 'মুরসাল' বলা হয়।

লোকজনকে উত্তম ও নেকীর কথা বলতেন ও দীনের শিক্ষাদান করতেন। অন্যজনের অবস্থা ছিল, সারা দিন রোযা রাখতেন আর রাতে দাঁড়িয়ে নফল নামায আদায় করতেন। (তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল) এ দু'ব্যক্তির মধ্যে কে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, এই আলিম, যে ফরয নামায পূর্ণ করে পুনরায় লোকজনকে দীন ও নেকীর কথা শিক্ষাদানের জন্য বসে যায়। দিনে রোযা পালনকারী ও রাতজাগা আবিদের তুলনায় তাঁর এরূপ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত, যে রূপ তোমাদের কোন সাধারণ ব্যক্তির ওপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত। (মুসনাদে দারিমী)

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীসসমূহে 'ইল্ম', 'তালিবীনে ইল্ম', 'উলামা', ও 'মু'আল্লিমীন'-এর অসাধারণ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এর মুদ্দাকথা ও রহস্য এই যে, এ ইল্ম আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত হিদায়াতের আলো, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে এসেছে। আর দুনিয়া থেকে তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর আনীত ওহীর ইল্ম (যা কুরআন মজীদে রয়েছে) উম্মতের জন্য তাঁর নবুওতীর অস্তিত্বের স্থলবর্তী। আর এটা বহনকারী উলামা ও উস্তাদবৃন্দ জীবন্ত মানুষের আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্থলবর্তী। তাঁরা নবী তো নন, তবে নবীগণের উত্তরাধীকারী হিসাবে নবুওতের কাজ সামনে রেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাজই আঞ্জাম দিচ্ছেন তাঁর সাহায্যকারী ও সহায়ক শক্তি হিসাবে। এ বৈশিষ্ট্যই তাঁদেরকে সেই স্থানে ও মর্যাদায় উপনীত করে আল্লাহ্র অসাধারণ দানের যোগ্য করেছে। উপরোক্ত হাদীসগুলোর মাধ্যমে এ ঘোষণাই করা হয়েছে যা সামনে লিপিবদ্ধাধীন বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যাবে। তবে শর্ত হচ্ছে, ইল্মে দীন অন্বেষণ ও অর্জন এবং পঠন-পাঠন কেবল আল্লাহ্র জন্য এবং আখিরাতের পুরস্কারের জন্য হতে হবে। আল্লাহ্ না করুন যদি পার্থিব উদ্দেশ্য হয়, তবে তা নিকৃষ্টতম গুনাহ্। বিশুদ্ধ হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনানুযায়ী এ জাতীয় লোকদের ঠিকানা জাহান্নাম। আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন।

একটি জরুরি ব্যাখ্যা

এ ধারাবাহিকতায় এখানে একটি বিষয়ের ব্যাখ্যা আবশ্যক। আমাদের এ যুগে দীনী মাদ্রাসা ও দারুল উলূমগুলোর আকৃতিতে দীনী ইল্ম শিক্ষা করার যে পদ্ধতি চালু রয়েছে এ প্রেক্ষিতে যখন আমাদের দীনী মাহ্ফিলসমূহে তালিব ইল্ম শব্দ বলা হয়, তখন মস্তিষ্ক এই দীনী মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষাগ্রহণকারী তালিব ইল্মদের প্রতিই ধাবিত হয়। এভাবে দীনের 'আলিম' অথবা দীনের 'মু'আল্লিম' শব্দ শুনে মস্তিষ্ক পরিভাষা ও সাধারণে পরিচিত উলামা ও দীনী মাদ্রাসাসমূহে অধ্যাপনাকারী শিক্ষকদের প্রতি ধাবিত হয়। এরপর এর স্বাভাবিক পরিণাম এই যে, উপরে

উল্লেখিত হাদীসসমূহে, এভাবে এ অনুচ্ছেদের অন্যান্য হাদীসসমূহে দীনী ইল্‌ম অন্বেষণ ও অর্জন কিংবা ইল্‌মে দীনের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকমণ্ডলীর যে সব মর্যাদা ও প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে, আর তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে আগমনকারী যে সব অসাধারণ নি'আমতরাজির সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, সে গুলোর প্রয়োগস্থল এই মাদ্‌রাসাগুলোরই শিক্ষা ধারাবাহিকতা-এর ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলীকে মনে করা হয়। অথচ যেমন প্রথমে উল্লিখিত হয়েছে, নবীযুগে, এরূপর সাহাবা কিরাম বরং তাবিঈনের যুগেও এ জাতীয় কোন পঠন-পাঠনের ধারাবাহিকতা ছিল না। না মাদ্‌রাসা ও দারুল উলূম ছিল, না কিতাব পাঠকারী ও পাঠদানকারী ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলীর কোন শ্রেণী ছিল। বরং শুরুতে কিতাবের অস্তিত্ব ছিল না। কেবল সাহচর্য ও শ্রবণই পঠন-পাঠনের অবলম্বন ছিল। সাহাবা কিরাম (রা) (তাঁদের প্রথম শ্রেণীর আলিম ও ফকীহ্‌গণ যেমন- খুলাফায়ে রাশিদীন, মু'আয ইব্‌ন জাবল (রা), আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা), উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা), যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)) প্রমুখও যা কিছু অর্জন করেছিলেন কেবল সাহচর্য ও শ্রবণের মাধ্যমে অর্জন করেছিলেন। এরপর সাহাবা কিরাম থেকে তাবিঈন, তাঁদের থেকে আলিম ও ফকীহ্‌গণ যে ইল্‌ম অর্জন করেছিলেন তা অনুরূপ সাহচর্য ও শ্রবণ মাধ্যমে অর্জন করেছিলেন। নিঃসন্দেহে সেই সব ব্যক্তিত্ব এ হাদীসগুলোর সুসংবাদের প্রাথমিক প্রয়োগস্থল ছিলেন।

লিখক বলেন, আজও আল্লাহ্‌র যে সব বান্দা কোন অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে যেমন, সাহচর্য ও শ্রবণের মাধ্যমে নিষ্ঠার সাথে দীন শিখতে ও শিক্ষা দিতে ব্যবস্থাপনা করেন, নিঃসন্দেহে তাঁরাও এ সব হাদীসের প্রয়োগস্থল। আর সন্দেহাতীতভাবে তাঁদের জন্যেও এ সব সুসংবাদ প্রযোজ্য। বরং ভাষাগত ও সাধারণে পরিচিত ছাত্র ও শিক্ষক মণ্ডলীর ওপর তাঁদের এক প্রকার মর্যাদা ও প্রধান্য অর্জিত। কারণ আমাদের বর্তমান মাদ্‌রাসা ও দারুল উলূম গুলোতে পাঠকারী ও পাঠদানকারী ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলীর সামনে এই ইল্‌ম অন্বেষণ ও শিক্ষার কতক পার্থিব লাভও থাকতে পারে। (এ হিসাবে কেবল আল্লাহ্ই জানেন আমাদের ভাইদের কি অবস্থা?) কিন্তু যে ব্যক্তি সংশোধন ও ওয়াজের মাহ্‌ফিলে অথবা কোন দীনী হালকায় নিজের সংশোধন ও দীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে শরীক হয় অথবা দীন শিক্ষাকারী ও শিক্ষাদানকারী কোন জামাআতের সাথে এই উদ্দেশ্যে কিছু সময় কাটায়, স্পষ্টত সে এ থেকে কোন পার্থিক লাভের আশা করতে পারে না। এজন্য তার এ অনানুষ্ঠানিক 'ছাত্রত্ব' 'শিক্ষকত্ব' ধান্ধা ছাড়া কেবল আল্লাহ্‌র এবং আখিরাতের জন্যই হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র নিকট এরূপ কাজের কদর ও মূল্যায়ন হয়ে থাকে, যা কেবল আল্লাহ্‌র জন্য হয়।

এ অক্ষম এ যুগেই আল্লাহ্‌র এরূপ বান্দা দেখেছে, তাদের মধ্যে এরূপ বহু লোকও পেয়েছে যাদের নিকট থেকে আমাদের মত ব্যক্তি (যাদেরকে দুনিয়াবাসী আলিম, ফাযিল মনে করে) প্রকৃত দীনের পাঠ নিতে পারে।

এখানে এ ব্যাখ্যা এজন্য আবশ্যক মনে করছি যে, আমাদের এ যুগে আলিম মু'আল্লিম ও তালিবে ইল্‌ম-এর প্রয়োগস্থল হিসাবে উপরে উল্লিখিত ভুল উপলব্ধি ব্যাপক। যদিও অজ্ঞাতসারে।

পার্থিব উদ্দেশ্যে দীনী ইল্‌ম অর্জনকারীদের ঠিকানা জাহান্নাম, তারা জান্নাতের সুগন্ধি থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত

٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللهِ لاَ يَتَعَلَّمُهُ اِلاَّ لِيُصِيْبَ بِه عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَـرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِـيٰمَةِ يَعْنِى رِيْحَهَا — (رواه احمد وابوداود وابن ماجة)

৯. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ইল্‌ম দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা হয় (অর্থাৎ দীন, কিতাব ও সুন্নাতের ইল্‌ম) যদি কোন ব্যক্তি দুনিয়ার সম্পদ লাভের জন্য এটা অর্জন করে তবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধি থেকেও বঞ্চিত থাকবে।

(আহ্‌মদ, আবূ দাউদ, ইব্‌ন মাজাহ্)

١٠. عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْـمَ لِغَيْرِ اللهِ وَاَرَادَ بِهٖ غَيْرَ اللهِ فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ — (رواه الترمذى)

১০. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি দীনী ইল্‌ম আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নয় বরং গাইরুল্লাহ্‌র জন্য (অর্থাৎ নিজের পার্থিব ও আত্মার উদ্দেশ্যে) অর্জন করে জাহান্নামে সে তার ঠিকানা নির্ধারণ করুক। (জামি' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা দীনের ইল্‌ম নবী (আ) গণের মাধ্যমে এবং সর্বশেষে সায়্যিদিনা হযরত মুহাম্মদ খাতিমুন্নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর স্বীয় শেষ পবিত্র কিতাব কুরআন মজীদের মাধ্যমে এজন্য নাযিল করেছেন যে, এর আলোকে ও পথ প্রদর্শনে তাঁর বান্দাগণ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথে চলে তাঁর রহমতের ঘর-জান্নাতে পৌঁছে যাবে। এখন যে হতভাগা এই পবিত্র ইল্‌মকে আল্লাহ্ তা'আলার

সন্তুষ্টি ও রহমতের পরিবর্তে নিজের আত্মার প্রবৃত্তি পূর্ণ করা ও পার্থিব সম্পদ অর্জনের হেতু বানায় আর এজন্য তা অর্জন করে, সে আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনীত এই পবিত্র ইল্‌মের ওপর বিরাট যুল্‌ম করে। এটা নিকৃষ্টতম গুনাহ্। এ সব হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন যে, এর শাস্তি হচ্ছে- জান্নাতের সুগন্ধি থেকে বঞ্চনা ও জাহান্নামের ভয়ানক আযাব। (আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন)

আমলহীন আলিম ও উস্তাদের দৃষ্টান্ত এবং আখিরাতে তাদের অবস্থা

١١. عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِىْ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسٰى نَفْسَه كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيْئُ النَّاسَ وَيُحَرِّقُ نَفْسَه — (رواه الطبرانى والضياء)

১১. হযরত জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে আলিম অন্য লোকজনকে নেকীর শিক্ষা দান করে আর নিজে ভুলে থাকে তার দৃষ্টান্ত সেই বাতির ন্যায়, যে বাতি লোকজনকে আলো পৌঁছায় আর নিজে জ্বলতে থাকে। (তাবারানী, আয্‌যিয়া)

١٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهٗ — (رواه الطيالسى فى مسنده وسعيد بن منصور فى سننه وابن عدى فى الكامل والبيهقى فى شعب الايمان)

১২. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন সর্বাধিক শাস্তি সেই আলিমের হবে যাকে তার ইল্‌ম ফায়দা পৌঁছায়নি (অর্থাৎ সে তার কর্মজীবন ইল্‌মের অধীনে তৈরি করেনি)

(মুস্‌নাদে আবূ দাঊদ তায়ালিসি, সুনানে সাঈদ ইব্‌ন মানসূর, কামিল ইব্‌ন 'আদী, শু'আবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ কতক গুনাহ্ এরূপ, মু'মিন কাফির নির্বিশেষে সবাই যাকে ভয়ানক শক্ত অপরাধ ও কঠিন শাস্তির অপরিহার্য বিষয় মনে করে থাকে। যেমন-ডাকাতি, অন্যায় হত্যা, ধর্ষণ, চুরি, ঘুষ, এতীম, বিধবা ও দুর্বলের ওপর অত্যাচার, তাদের অধিকার গ্রাসের ন্যায় যুল্‌ম জাতীয় গুনাহ্। কিন্তু অনেক গুনাহ্ এরূপ, যে গুলো সাধারণ মনুষ্যদৃষ্টি তেমন মারাত্মক ও ভয়াবহ মনে করে না। অথচ আল্লাহ্‌র নিকট এবং প্রকৃতপক্ষে সে গুলো ঐ কবীরা ও অশ্লীলতার ন্যায়ই অথবা সেগুলো থেকেও

অধিক শক্ত ও ভয়াবহ। শির্ক ও কুফ্র এরূপ গুনাহ্ই। আর দীনী ইল্ম (যা নবুওতের উত্তরাধীকার) দীনী উদ্দেশ্য ছাড়া পার্থিব উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা ও দুনিয়া অর্জনের অবলম্বন বানানো, এভাবে নিজের কর্ম জীবনকে এর অনুগত না করা এবং এর বিপরীত জীবন যাপন করা এটাও সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত। প্রথম প্রকার গুনাহ্সমূহের মধ্যে সৃষ্টির প্রতি সৃষ্টির অত্যাচার হয়ে থাকে। এজন্য আল্লাহ্র পরিচয়হীন কাফিরও তা অনুভব করে থাকে। আর এটাকে অত্যাচার ও পাপ মনে করে। কিন্তু অন্য প্রকার গুনাহ্, আল্লাহ্ ও রাসূল এবং তাঁদের হিদায়াত, শরী'আত ও পবিত্র ইল্মের দাবি নষ্ট করা। এগুলো এক প্রকার যুল্ম। এর ভয়াবহতা সেই বান্দাগণই অনুভব করতে সক্ষম যাদের হৃদয় আল্লাহ্ ও রাসূল, দীন ও শরী'আত এবং ইল্মের মর্যাদার সাথে পরিচিত।

প্রকৃতপক্ষে দীনী ইল্মকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও আখিরাতের পুরস্কারের পরিবর্তে পার্থিব উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা ও তা দুনিয়া অর্জনের অবলম্বন বানানো, অনুরূপ ভাবে নিজে এর বিপরীত জীবন যাপন করা, শির্ক, কুফ্র ও নিফাকের অন্তর্ভুক্ত গুনাহ্। এজন্য এর শাস্তি তাই যা উপরিল্লিখিত হাদীসসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ জান্নাতের সুগন্ধি থেকে বঞ্চিত থাকা ও জাহান্নামের শাস্তিতে পতিত হওয়া। আল্লাহ্ তা'আলা দীনী ইল্ম বহনকারীদের তাওফীক দিন যেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীসমূহ ও সতর্কতা সবর্দা তাদের দৃষ্টিতে থাকে।

অধ্যায়

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা সম্পর্কিত

আল্লাহ্‌র কিতাব ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষাবলির পাবন্দী এবং বিদ্‌'আত থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ ও তাকীদ

এ জগত থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিদায় হওয়ার পর তাঁর আনীত আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন মজীদ ও সুন্নাত নামে পরিচিত তাঁর শিক্ষাবলি ইহজগতে হিদায়াতের কেন্দ্র ও উৎস। এগুলো যেন তাঁর পবিত্র সত্তার স্থলবর্তী। আর উম্মতের কল্যাণ ও সফলতা কুরআন ও সুন্নাতের সঠিক অনুসরণের সাথে সম্পৃক্ত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে উম্মতকে বিভিন্ন শিরোনামে দিক নির্দেশ দিয়েছেন ও অবগত করেছেন এবং বিদ্‌'আত থেকে বেঁচে থাকার তাকীদ করেছেন। পূর্ববর্তী উম্মতগণ বিদ্‌'আতকে নিজেদের দীন বানানোর কারণে গোমরাহ্ হয়েছিল। এ ধারাবাহিকতায় তাঁর কতক গুরুত্বপূর্ণবাণী নিম্নে লিপিবদ্ধ হচ্ছে-

١٣. عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَشَرُّ اَلْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ — (رواه مسلم)

১৩. হযরত জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম (ওয়াজের মধ্যে) বললেন, আম্মাবা'আদ ! সর্বাধিক উত্তম বিষয় ও সর্বাধিক উত্তম কথা আল্লাহ্‌র কিতাব। আর সর্বাধিক উত্তম পথ আল্লাহ্‌র রাসূল (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পথ। আর নিকৃষ্টতম কাজ হচ্ছে, যা দীনে (নব) উদ্ভাবন করা হয় এবং প্রত্যেকটি বিদ্‌'আত গোমরাহী।

(সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত জাবির (রা)-এর হাদীস সহীহ্ মুসলিমে জুমু'আর পরিচ্ছেদে বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনার শব্দাবলি থেকে জানা যায়, হাদীসের

বর্ণনাকারী হযরত জাবির রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র মুখ থেকে জুমু'আর খুতবায় এ কথা বার বার শুনেছিলেন।

তাঁর এ বাণী জাওয়ামিউল কালিম (অল্প শব্দ বেশী অর্থবোধক)-এর অন্তর্ভুক্ত। অতি সংক্ষিপ্ত শব্দাবলিতে উম্মতকে সেই দিকনির্দেশনাবলি দেওয়া হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত সরল পথে প্রতিষ্ঠিত রাখতে ও সর্বপ্রকার গোমরাহী থেকে বাঁচাবার জন্যে যথেষ্ট। ই'তিকাদ, আমল, আখ্লাক ও আবেগ ইত্যাদির ব্যাপারে মানুষের ইতিবাচক ও নেতিবাচক হিদায়াত (উত্তম কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ) এর প্রয়োজন পড়ে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র কিতাব, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত এর পূর্ণ প্রতিভূ। এরপর গোমরাহীর এক দ্বার থেকে যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সব বিষয়কে দীন স্থির করেননি সে গুলোকে দীনের রংগে রঙ্গীন করে দীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের সফলতার অবলম্বন মনে করে তা আপন করে নেওয়া হয়।

দীনের দস্যু-শয়তানের সর্বাধিক বিপদসঙ্কুল ফাঁদ এটাই। পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে সে অধিক হারে এপথেই গোমরাহ্ করে ছিল। বিভিন্ন জাতির মুশ্রিকদের মধ্যে দেবতা পূজা, খ্রিস্টানদের মধ্যে ত্রিত্ববাদ ও হযরত ঈসা (আ)-এর পিতৃত্ব-পুত্রত্ব এবং কাফিরদের আকীদা আর আহ্বার ও রুহ্বানকে أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ (আল্লাহ্ ছেড়ে প্রভু) গ্রহণ করার গোমরাহী, সব এ পথেই এসেছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি উদ্ভাসিত করা হয়েছিল যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে যে সব গোমরাহী এসেছিল তা সবই তাঁর উম্মতের মধ্যে আসবে। আর এ পথেই আসবে, যে পথে পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে এসেছিল। এজন্য তিনি স্বীয় ওয়াজ ও ভাষণসমূহে বার বার এ সংবাদ দিতেন যে, কেবল আল্লাহ্র কিতাব ও আমার সুন্নাতের অনুসরণ করা হবে। আর বিদ্'আত থেকে নিজের ও দীনের হিফাযত করা হবে। বিদ্'আত বাহ্য দৃষ্টিতে যতই উত্তম ও সুন্দর মনে করা হোক প্রকৃতপক্ষে তা কেবল গোমরাহী ও ধ্বংস। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বাণী যা হযরত জাবির (রা)-এর কথায়, তিনি জুমু'আর খুতবায় বার বার বলতেন তার বার্তা এটাই। আর এতে এ সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

বিদ্'আত কি?

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেষ বাক্য كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (প্রত্যেক বিদ্'আত গোমরাহী) প্রথম সারির কতক আলিম ও হাদীসের ভাষ্যকার বিদ্'আতের মূল অভিধানিক অর্থ সামনে রেখে এটা বুঝেছেন ও লিখেছেন যে, প্রত্যেক সেই কাজ বিদ্'আত, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে ছিল না। আর কুরআন হাদীসেও এর উল্লেখ নেই। কিন্তু দীনের প্রেক্ষিতে তা অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য এবং উম্মতের আলিম ও ফকীহ্গণের মধ্যে কেউই তা বিদ'আত ও নাজায়িয স্থির করেন নি। বরং দীনের আবশ্যকীয় খিদমত আর পুরস্কার ও পারিশ্রমিকের কারণ মনে করেছেন। যেমন, কুরআন মজীদে স্বরচিহ্ন দেওয়া, ফসল, ওসল ও বিরাম চিহ্ন দেওয়া, যেন সাধারণও কুরআন মজীদের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত করতে সক্ষম হয়। এভাবে হাদীস ও ফিক্হর সংকলন এবং কিতাবসমূহ রচনা, প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ভাষায় দীনী বিষয়াবলির ওপর পুস্তক রচনা, সেগুলো প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা এবং দীনী শিক্ষার জন্য মক্তব-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি ইত্যাদি এসব বিষয় সম্পষ্টত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র যুগে ছিল না। আর কুরআন ও হাদীসেও এসবের উল্লেখ নেই। তাই বিদ্'আতের উল্লেখিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিদ্'আত হওয়া চাই। এভাবে যাবতীয় নতুন উদ্ভাবন-রেল, বাস, উড়োজাহাজ, টেলিগ্রাম ও টেলিফোন, মোবাইল ইত্যাদির ব্যবহারও এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিদ্'আত ও নাজায়িয হওয়া চাই। অথচ এ কথা সম্পূর্ণ ভুল।

এই জটিলতা নিরসনের জন্য উলামা ও হাদীসের ভাষ্যকারগণ বলেন, বিদ'আত দুই প্রকার- সেই বিদ্'আত যা কুরআন -সুন্নাহ্ ও শরী'আতের নীতি মালার পরিপন্থী। সেটা বিদ্'আতে 'সায়্যিয়া'। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এ সম্বন্ধেই বলেছেন, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ অর্থাৎ প্রত্যেক বিদ্'আতে সায়্যিয়াই গোমরাহী। আর অন্য প্রকার বিদ্'আত এই, যা কুরআন সুন্নাত ও শরীআতের নীতিমালার পরিপন্থী নয়, বরং অনুকূলে। তা বিদ্'আতে 'হাসানা'। আর নিজের প্রকার হিসাবে বিদ্'আতে হাসানা কখনো ওয়াজিব, কখনো মুস্তাহাব, আর কখনো মুবাহ্ ও জায়িয। সুতরাং কুরআন মজীদে স্বরচিহ্ন, ফসল ও ওসল ইত্যাদি আলামত প্রদান, এবং হাদীস ও ফিকহ্র সংকলন, এবং প্রয়োজনের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ভাষায় দীনী বিষয়াবলির ওপর গ্রন্থাবলি রচনা ও প্রচার, মাদ্রাসা স্থাপন ইত্যাদি সব বিদ্'আতে হাসানার অন্তর্গত। এভাবে নতুন আবিষ্কৃত জিনিসের ব্যবহারও বিদ্'আতে হাসানার অন্তর্গত। নাজায়িয নয় বরং জায়িয ও মুবাহ্।

কিন্তু তত্ত্ববিদ আলিমগণ বিদ্'আতের উপরোক্ত ব্যাখ্যা এবং উত্তম ও মন্দ হিসাবে এর বিভক্তি মতবাদের সাথে ঐকমত্য নন। তাঁরা বলেন, ঈমান, কুফ্র এবং সালাত ও যাকাত ইত্যাদির ন্যায় বিদ'আত এক বিশেষ দীনী পরিভাষা। আর এ দ্বারা উদ্দেশ্য সেই কাজ যা দীনী রং দিয়ে দীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর যদি তা কোন কাজজাতীয় হয় তবে দীনী আমল হিসাবে তা করা হয়। আর ইবাদত ইত্যাদি দীনী বিষয়ের ন্যায় এটাকে আখিরাতের সাওয়াব ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির ওসীলা মনে করা হয়। শরী'আতে এর কোন দলীল নেই। না কিতাব ও সুন্নাতের দলীল, না কিয়াস এবং ইজ্তিহাদ ও ইসতিহ্সান, যা শরী'আতে গ্রহণযোগ্য।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, বিদ্'আতের এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এই আবিষ্কৃত জিনিসের ব্যবহার এবং সেই নতুন বিষয় যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে ছিল না এবং যাকে দীনী কাজ মনে করা হত না তা বিদ্'আতের গণ্ডির মধ্যেই পড়বে না। যেমন- রেল, বাস, উড়োজাহাজ ইত্যাদিতে ভ্রমণ করা। এ জাতীয় অন্যান্য নতুন জিনিসের ব্যবহার। এভাবে এ যুগে দীনী উদ্দেশ্য অর্জন ও পূর্ণতা এবং দীনী আহ্কাম পালনের জন্য যে সব নতুন অবলম্বনের ব্যবহার প্রয়োজন তাও এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বিদ্'আতের গণ্ডিতে পড়বে না। যেমন-কুরআন মজীদে স্বরচিহ্ন ইত্যাদি লাগানো, যাতে সর্ব সাধারণও বিশুদ্ধ তিলাওয়াত করতে পারে। আর হাদীসের কিতাবসমূহ লিখা ও এর ভাষ্য লিখা, ফিকহ্র সংকলন এবং বিভিন্ন ভাষায় প্রয়োজনানুসারে দীনী বিষয়াবলির ওপর কিতাব প্রণয়ন ও প্রচারের ব্যবস্থাপনা, দীনী মাদ্রাসা ও কুতুবখানা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সব বিষয়ও বিদ্'আতের এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এর গণ্ডির মধ্যে আসবে না। কেননা, যদিও এগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে ছিল না কিন্তু যখন গুরুত্বপূর্ণ দীনী উদ্দেশ্য অর্জন ও পূর্ণতায় এবং দীনী আহ্কাম পালনের জন্য এটা অপরিহার্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, তখন এটা শরী'আতের উদ্দেশ্য ও আদিষ্ট হয়ে গেছে। যে ভাবে, অজু করা শরী'আতের নির্দেশ। কিন্তু যখন এজন্যে পানি অন্বেষণ করা কিংবা কূয়া থেকে বের করা প্রয়োজন পড়ে, তখন তাও শরী'আতের দৃষ্টিতে ওয়াজিব হবে।

দীনী ও শরী'আতের স্বীকৃত নীতি হচ্ছে, কোন ফরয, ওয়াজিব পূর্ণ করার জন্য যা কিছু আবশ্যক ও অপরিহার্য তাও ওয়াজিব। সুতরাং উপরে বর্ণিত এ জাতীয় সব বিষয় বিদ্'আতের এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এর গণ্ডির মধ্যেই আসে না বরং এসব শরী'আতী উদ্দেশ্য ওয়াজিব।

বিদ্'আতের এ ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞাই সঠিক। আর এ ভিত্তিতে প্রত্যেক বিদ্'আত গোমরাহী। যে ভাবে ব্যাখ্যাধীন হাদীসে বলা হয়েছে, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী। এই বিষয়ের ওপর হিজরী নবম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আলিম তত্ত্ববিদ ইমাম আবূ ইস্হাক ইব্রাহীম শাতিবী (রহ) স্বীয় কিতাব আল ই'তিসামে খুবই ইল্মী ও তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। বিদ্'আতের প্রথমোক্ত ব্যাখ্যা ভাল ও মন্দ হিসাবে বিভক্তি মতবাদকে বলিষ্ঠ দলীল দ্বারা বাতিল করেছেন। তাঁর বিরাট কিতাবের আলোচ্য বিষয় এটাই।

আমাদের এদেশীয় সর্বাধিক বড় ওলী ও সংস্কারক ইমাম রব্বাণী হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ)ও স্বীয় বহু পত্রাবলিতে এ বিষয়ে আলোচনা রেখেছেন। আর বলিষ্ঠভাবে এ অভিমতও ব্যক্ত করেছেন যে, যে সব আলিম বিদ্'আতকে দু'ভাগে- হাসানা ও সায়্যিয়া- বিভক্ত করেছেন, তাদের থেকে বিরাট ইল্মী ভুল হয়েছে। বিদ্'আতে হাসানা বলে কোন জিনিস নেই। বিদ্'আত সর্বদা মন্দ ও গোমরাহীই হয়ে থাকে। যদি কারো কোন বিদ'আত নূরাণী অনুভূত হয়, তবে এটা তার অনুভূতি ও উপলব্ধিগত ভুল। বিদ্'আত কেবল অন্ধকার হয়ে থাকে। সহীহ্ মুসলিমের শরাহ্ ফাত্হুল মুলহিমে হযরত মাওলানা শিব্বির আহ্মদ উসমানী (রহ্)ও এ বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন। তাঁর এ ভাষ্যগ্রন্থ আলিমদের জন্য পাঠকরা কল্যাণ কর।

١٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ — (رواه البخارى ومسلم)

১৪. হযরত 'আইশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনে এরূপ বিষয় প্রবর্তন করে যা তাতে নেই তবে তা বাতিল। (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ বিদ্'আত ও নব আবিষ্কৃত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ বাণী মৌলিক গুরুত্ব রাখে। এতে দীনের নামে নব আবিষ্কৃত ও নব উদ্ভাবিত বিষয়গুলোকে, আমলের দিক থেকে হোক কিংবা আকাইদের দিক থেকে হোক, বাতিল ও পরিত্যাগযোগ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে, যে গুলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাওয়াবের ওসীলা মনে করে পালন করা হয়। অথচ বাস্তবে তা এরূপ নয়। না আল্লাহ্ ও রাসূলের পক্ষ থেকে সুস্পষ্টভাবে, কিংবা ইঙ্গিতে এর নির্দেশ

দেওয়া হয়েছে, না শরী'আতী ইজ্‌তিহাদ ও ইসতিহ্‌সান এবং শরী'আতের নীতিমালার ওপর এর ভিত্তি। হাদীসের শব্দ "فِى اَمْرِنَا هٰذَا" এবং مَالَيْسَ مِنْهُ এর ফায়দা ও উদ্দেশ্য এটাই।

সুতরাং জগতের সেই সব আবিষ্কার ও সেই সব নতুন জিনিস, যে গুলোকে দীনী কাজ ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির ওসীলা এবং আখিরাতের সাওয়াব মনে করা হয় না, সে গুলোর সাথে আলোচ্য হাদীসের কোন সম্পর্ক নেই। আর শরী'আতের পরিভাষায় সে গুলোকে বিদ্'আত বলা হয় না। যেমন নতুন নতুন খাবার, নতুন কাটিং-এর পোশাক, নতুন ডিজাইনের ঘরবাড়ি এবং ভ্রমণের উন্নত নতুন বাহন ব্যবহার করা। এভাবে বিয়ে ইত্যাদি সংযোগ ধারাবাহিকতার সেই সব মন্দ প্রথা এবং ক্রীড়া-কৌতুক ও ভ্রমণের সেই প্রোগ্রাম যাকে কেউই দীনী কাজ মনে করে না, এগুলোর সাথেও আলোচ্য হাদীসের কোন সম্পর্ক নেই। তবে যে সব প্রথাকে দীনী বিষয় মনে করা হয়, আর তা দ্বারা আখিরাতে সাওয়াবের আশা করা হয়, তাই আলোচ্য হাদীসের প্রয়োগস্থল। তা বাতিলযোগ্য ও বিদ্'আত। মৃত্যু ও শোক বিষয়ক অধিকাংশ রসূম এর অন্তর্গত। যেমন, তিজাহ্ (মৃত্যুর তৃতীয় দিনে কুরআন খানী) দশা, বিশা, চল্লিশা, বার্ষিকী, প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে মৃতদের ফাতিহা, বড়পীর সাহেবের এগার শরীফ, বার শরীফ, বুযুর্গদের কবরসমূহে চাদর, ফুল ইত্যাদি দেওয়া আর উরুসের মেলা এসবকে দীনী কাজ মনে করা হয় এবং আখিরাতে সাওয়াবের আশা পোষণ করা হয়। এ জন্য এ গুলো হযরত 'আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর হাদীস مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ এর প্রয়োগস্থল। বিদ্'আত হিসাবে পরিত্যক্ত।

এরপর এই কর্মগত বিদ্'আত থেকে আকীদাগত বিদ্'আত অধিক ধ্বংসকারক। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আল্লাহ্‌র ওলীগণকে আলিমুল গায়ব ও হাযির নাযির মনে করা। এই আকীদা রাখা যে, তাঁরা দূর-দূরান্ত হতে আহ্বানকারীদের আহ্বান ও অভিযোগ শুনেন। তাঁরা তাদের সাহায্য ও প্রয়োজন পূর্ণ করেন, এই আকীদা বিদ'আত হওয়ার সাথে শিরকও। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালা ও তাঁর পবিত্র কিতাবের ঘোষণা হচ্ছে, এই অপরাধের অপরাধী আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও পুরস্কার হতে নিশ্চিত বঞ্চিত। চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে-

اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

١٥. عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللهِ كَاَنَّ هٰذِهٖ مَوْعِظَةُ مُــــوَدِّعٍ فَاَوْصِنَـــا فَقَـــالَ اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا فَاِنَّهٗ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُـــمْ بَعْدِىْ فَسَيَرٰى اِخْتِلاَفًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَـــاءِ الرَّاشِـــدِيْنَ الْمَــــهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ـ (رواه احمد وابو داؤد والترمذى وابن ماجه اِلاَّ اَنَّهُمَالَمْ يَذْكُرِ الصَّلٰوةَ)

১৫. হযরত ইরবায ইব্ন সারীয়া (রা) বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে (ভোরের নামায) পড়ালেন। এরপর আমাদের প্রতি ফিরে ওয়াজ করলেন, যা এত বলিষ্ঠ ছিল যে, শ্রোতাদের চোখ থেকে অশ্রু নির্গত হতে লাগল। ভয়ে অন্তর কেঁপে উঠলো। জনৈক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা এমন ওয়াজ যেন বিদায়ী (আখিরী ওয়াজ)। (সুতরাং যদি বিষয় তাই হয়) তবে এরপর আপনি আমাদেরকে আবশ্যকীয় বিষয়ের উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক আর তাঁর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাক, নির্দেশদাতা (খলীফা কিংবা শাসক)-এর নির্দেশ শুন এবং পালন কর যদিও সে কোন হাব্শী দাসই হোক। এজন্য যে, আমার পর তোমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকবে সে বিরাট মতভেদ দেখতে পাবে, তখন (এরূপ অবস্থায়) তোমরা নিজেদের জন্য আমার তরীকার অনুসরণ আবশ্যক করে নেবে। এবং আমার সঠিক পথের পথ প্রদর্শনকারী খলীফাগণের তরীকার অনুসরণ ও পাবন্দীকে শক্তভাবে ধরা ও দাঁত দ্বারা আঁকড়ে থাকা। আর (দীনে) নতুন উদ্ভাবিত বিষয় থেকে নিজেকে পৃথক রাখা। কেননা, দীনে উদ্ভাবিত প্রতিটি বিষয় বিদ্'আত। আর প্রতিটি বিদ্'আত গোমরাহী।

(মুসনাদে আহ্মদ, সুনানে আবূ দাউদ, জামি' তিরমিযী, সুনানে ইব্ন মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ এ কথা সুস্পষ্ট যে, আলোচ্য হাদীস কোন প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী নয়। বিষয় বস্তু থেকে অনুমিত হয় যে, এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেষ জীবনের। নামাযের পর তিনি ওয়ায করলেন, ওয়াযের অস্বাভাবিক ধরণ থেকে এবং এতে তিনি যে সব দিকদর্শন ও সংবাদ দিয়েছেন, তা থেকে সাহাবা কিরাম অনুমান করলেন যে, সম্ভবত তাঁর ওপর উন্মুক্ত হয়েছে যে, এ দুনিয়া থেকে তাঁর বিদায়ের সময় নিকটবর্তী। এ হিসাবে তাঁকে নিবেদন করলেন, আপনি আমাদেরকে পরবর্তীকালের জন্য উপদেশ প্রদান করুন। তিনি এ আবেদন মঞ্জুর করে সর্ব প্রথম তাক্‌ওয়ার উপদেশ প্রদান করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে ভয় করার ও নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ প্রদান করেন।

সর্বাবস্থায় খলীফা ও শাসকদের নির্দেশ পালন ও আনুগত্য করা হবে। যদিও সে কোন নিম্ন শ্রেণীর লোক হোক। দীনে তাক্‌ওয়ার গুরুত্ব তো সুস্পষ্ট। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সফলতা এর উপর সীমাবদ্ধ। আর এটাও সুস্পষ্ট যে, জগতে জাতির সামষ্টিক পদ্ধতি সঠিক ও মজবুত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য প্রয়োজন খলীফা ও শাসকের আনুগত্য করা। যদি এরূপ করা না হয় তবে বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি সৃষ্টি হবে, নৈরাজ্য বিস্তার লাভ করবে। শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধের উপক্রম হবে। তবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন স্থানে বারবার বিশদভাবে এটা বলেছেন যে, যদি শাসক ও খলীফা এবং উঁচু পর্যায়ের লোক এমন কোন কাজের নির্দেশ দেন, যা আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশের পরিপন্থী তখন তার আনুগত্য করা যাবে না। لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ তাক্‌ওয়া ও নির্দেশদাতার আনুগত্যের দিকনির্দেশ ও উপদেশের পর তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ আমার পর জীবিত থাকবে সে উম্মতের মধ্যে বিরাট মতভেদ দেখতে পাবে। তখন মুক্তির পথ এটাই যে, আমার তরীকা ও আমার সঠিক পথের দিশারী খলীফাগণের তরীকাকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকা, কেবল তারই অনুসরণ করা হবে। আর দীনে সৃষ্ট নতুন নতুন বিষয় ও বিদ্‌'আতসমূহ থেকে বেঁচে থাকা। কেননা, প্রত্যেক বিদ্‌'আত গোমরাহী এবং কেবলই গোমরাহী।

আলোচ্য হাদীস শরীফ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মু'জিযা সমূহের মধ্যে গণ্য। যখন তাঁর জীবিতকালে উম্মতের মধ্যে কেউই মতভেদ ও বিভক্তির কল্পনা করতে পারতেন না, তখন তিনি বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে যে সব লোক আমার পর জীবিত থাকবে তারা বিরাট বিরাট মতভেদ দেখতে পাবে, তা-ই বাস্তবরূপ লাভ করেছে। তাঁর সেই সব সাথী ও প্রিয়জন তাঁর ইন্তিকালের পর পঁচিশ-ত্রিশ বছরও জীবিত রয়েছেন তাঁরা উম্মতের এসব মতভেদ দর্শন করেছিলেন। এরপর মতভেদসমূহ বৃদ্ধিই পেতে থাকে। আজ যখন চৌদ্দ'শ হিজরী শেষ ও পনের'শ সাল শুরু হয়ে চলছে। (বর্তমানে ১৪২৬ হিজরী- অনুবাদক) উম্মতের মতভেদ সমূহের যে অবস্থা আমরা প্রত্যক্ষ করছি আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে হক

ও হিদায়াতে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক দিন।

আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষাবলির নিয়মানুবর্তীতা

١٦. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِّمَاجِئْتُ بِهِ — (رواه فى شرح السنة وقال النووى فى اربعينه هذا حديث صحيح رويناه فى كتاب الحجة باسناد صحيح مشكوة المصابيح)

১৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রবৃত্তি আমার আনীত হিদায়াত ও শিক্ষার অনুগত না হয়। (এই হাদীস ইমাম মুহিউস্ সুন্নাহ্ বাগাবী (রহ) শরহে সুন্নাহ্ কিতাবে বর্ণনা করেছেন, আর ইমাম নববী (রহ) স্বীয় কিতাব 'আরবাঈনে' লিখেছেন, সনদের দিক থেকে এ হাদীস বিশুদ্ধ। আমি এটা কিতাবুল হুজ্জাতে সহীহ্ সনদসমূহে বর্ণনা করেছি।–মিশ্কাতুল মসাবীহ্)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের বার্তা ও দাবি হচ্ছে, প্রকৃত মু'মিন সেই ব্যক্তি যার অন্তর, মস্তিষ্ক, প্রবৃত্তি ও প্রবণতাসমূহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনীত হিদায়াত ও শিক্ষা (কিতাব ও সুন্নাত)-এর অনুগত হয়ে যাবে। এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান গ্রহণ ও তাঁকে আল্লাহ্র রাসূল মেনে নেওয়ার অপরিহার্য ও যৌক্তিক চাহিদা। যদি কারো এরূপ অবস্থা না হয় তবে বুঝতে হবে তখন পর্যন্ত তার সত্যিকার সৌভাগ্য হয়নি, সে নিজেকে এই চিন্তা ও এই মানদণ্ডের ওপর স্থাপন করবে।

١٧. عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْتَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِهِ - (رواه المؤطا)

১৭. ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রহ) থেকে ইরসাল রূপে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে আমি দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত এ দু'টিকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকবে কখনো গোমরাহ্ হবে না (তা এই) আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত। (মু'আত্তা ইমাম মালিক)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের দাবি হচ্ছে, আমার পর আমার আনীত আল্লাহ্র কিতাব ও আমার সুন্নাত আমার স্থলবর্তী হবে। উম্মত যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়টিকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকবে, গোমরাহী থেকে নিরাপদ এবং হিদায়াতের পথে দৃঢ় থাকবে।

এ ধারাবাহিকতায় মা'আরিফুল হাদীসে এ কথা বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন তাবিঈ কিংবা তাবে-তাবিঈ তাঁর পূর্ববর্তী রাবীর নামোল্লেখ না করে সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোন হাদীস বর্ণনা করাকে মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায় 'ইরসাল' বলা হয়। আর এরূপ হাদীসকে 'মুরসাল' বলে।

আলোচ্য হাদীস ইমাম মালিক (রহ) স্বীয় কিতাব মুআত্তায় এরূপই বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বয়ং তাবে-তাবিঈনের অন্তর্ভুক্ত। তিনি কোন সাহাবীকে পাননি। হ্যাঁ, তাবিঈনকে পেয়েছেন এবং তাঁদেরই মাধ্যমে তাঁর নিকট হাদীসসমূহ পৌঁছেছে। মধ্যবর্তী বর্ণনাকারীদের উল্লেখ না করে আলোচ্য হাদীস তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা তখনই এরূপ করেন, যখন তাঁদের নিকট হাদীসটি বর্ণনা হিসেবে বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। তবে হাদীসের অন্যান্য কিতাবে এ বিষয়ই প্রায় একই শব্দাবলিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পূর্ণ সনদে বর্ণনা করা হয়েছে। কানযুল উম্মালে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় বায়হিকির সুনানের বরাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ বাণী উদ্ধৃত করা হয়েছে–

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ تَارِكٌ فِيْكُمْ مَا اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوْا اَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ —

হে লোক সকল! আমি সেই (হিদায়াতের সামগ্রী) ছেড়ে যাব, এর সাথে যদি তোমরা সম্পৃক্ত থাক তবে কখনো গোমরাহ্ হবে না। তা হল-আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত।[১]

বস্তুত হযরত আবূ হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনায় হাকিমের মুস্তাদরাকের বরাতে এ বিষয়ক কানযুল উম্মালে প্রায় অনুরূপ শব্দাবলিতে বর্ণনা করা হয়েছে।[২]

আল্লাহ্র কিতাবের ন্যায় 'সুন্নাতও' অবশ্য অনুসরণযোগ্য

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর প্রতিভাত করা হয়েছিল যে, খাওয়া দাওয়া করে উদরভর্তি চিন্তাহীন ফিত্নাকারী কিছু লোক এক সময় উম্মতের মধ্যে এ গোমরাহী চিন্তাধারা প্রসারের চেষ্টা করবে যে, দীনী দলীল ও অবশ্য অনুসরণীয় কেবল আল্লাহ্র কিতাব। এছাড়া কোন জিনিস এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোন শিক্ষা ও হিদায়াতও অবশ্য অনুসরণীয় নয়। এই ফিত্না সম্বন্ধে তিনি উম্মতকে সুস্পষ্ট সংবাদ ও হিদায়াত দান করেছেন।

---

১. কানযুল উম্মাল খণ্ড ১ম পৃষ্ঠা-১৮৭।

২. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-১৭৩।

١٨. عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِب قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اِنِّى اُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَه مَعَه اَلاَ يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى اَرِيْكَتِه يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَلاَلٍ فَاَحِلُّوْهُ وَمَا وَجَدْتُّمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ وَاِنَّ مَاحَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ كَمَا حَرَّمَ اللهُ — (رواه ابوداؤد والدارمى وابن ماجه)

১৮. হযরত নিকদাম ইব্ন মা'দিকারিবা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সাবধান! শুনে রেখ, আমাকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে (হিদায়াতের জন্য) কুরআন দেওয়া হয়েছে। আর এর সাথে এর ন্যায় আরো। সাবধান! অতিসত্তর কতক উদরপূর্তি লোক (পয়দা) হবে; যারা নিজেদের জাঁকজমক আসন (অথবা পালং-এর ওপর আরাম করে) লোকজনকে বলবে-ব্যস, এ কুরআনকেই গ্রহণ কর, এতে যা হালাল করা হয়েছে তা হালাল মনে কর। আর যা হারাম করা হয়েছে তা হারাম মনে কর। (অর্থাৎ হালাল ও হারাম কেবল তা-ই যা কুরআনে হালাল বা হারাম বলা হয়েছে। এ ছাড়া কিছু নেই।) সামনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই গোমরাহী চিন্তাধারা বাতিলপূর্বক বলেন, আর বিষয় হচ্ছে, যে সব জিনিস আল্লাহ্র রাসূল হারাম করেছেন, সেগুলোও এসব জিনিসের ন্যায় হারাম যে গুলো আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে হারাম করেছেন।
(সুনানে আবূ দাঊদ, মুসনাদে দারিমী, ইবনু মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে এ কথা বুঝা চাই যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট যে ওহী আসত তার দু'টি পদ্ধতি ছিল। ১. নির্দিষ্ট শব্দাবলি ও রচনার আকৃতিতে। এটাকে 'ওহী মাতলু' বলা হয়। (অর্থাৎ সেই ওহী যা তিলাওয়াত করা হয়) এটা কুরআন মজীদের অবস্থা। ২. সেই ওহী যা তাঁর প্রতি বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে ইল্কা ও ইল্হাম হত। তিনি সেগুলো তাঁর ভাষায় বলতেন, কিংবা কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন। এটাকে 'ওহী গায়রে মাতলূ' বলে। (অর্থাৎ যে ওহী তিলাওয়াত করা হয় না) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাধারণ দীনী দিকনির্দেশ ও বাণীসমূহের গুরুত্ব এটাই। বস্তুত এর ভিত্তি তো আল্লাহ্র ওহীর ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর এটা কুরআনের ন্যায়ই অপরিহার্য অনুসরণীয়।

যেমন-উপরে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর এ বিষয় প্রতিভাত করে ছিলেন যে, তাঁর উম্মতের মধ্যে এরূপ লোক জন্ম লাভ করবে, যারা এ কথা বলে লোকজনকে গোমরাহ্ ও ইসলামী শরী'আতকে অকেজো করবে যে, দীনের আহ্কাম কেবল তাই যা কুরআনে রয়েছে। আর যা কুরআনে নেই তা দীনী হুকুমই নয়। আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে এ ফিত্না থেকে সাবধান করেছেন। বলেছেন, হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাকে কুরআন দেওয়া হয়েছে। এতদসাথে এ ছাড়াও ওহী গায়রে মাতলূর মাধ্যমে আহ্‌কাম দেওয়া হয়েছে। আর তা কুরআনের ন্যায়ই অপরিহার্য অনুসরণীয়।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, যে সব লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসসমূহকে দীনের দলীল হতে অস্বীকার করে, তারা ইসলামী শরী'আতের পূর্ণ শিকল থেকে স্বাধীন হতে চায়। কুরআন মজীদের ব্যাপার হচ্ছে, তাতে মৌলিক শিক্ষা ও আহ্‌কাম রয়েছে। এর জন্য সেই প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা যে গুলো ছাড়া এ আহ্‌কামের ওপর আমলই করা যেতে পারে না, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কার্য কিংবা বাণী সম্পর্কিত হাদীসসমূহ থেকেই জানা যায়। যেমন কুরআন মজীদে নামাযের নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু নামায কিভাবে আদায় করা হবে? কোন্ কোন্ সময়ে আদায় করা হবে? এবং কোন্ ওয়াক্তে কত রাকাআত নামায আদায় করা হবে? এটা কুরআনের কোথাও নেই। হাদীসসমূহ থেকেই এসব বিস্তারিত জানা যায়।

এভাবে কুরআন মজীদে যাকাতের নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু এটা বলা হয়নি কোন্ হিসাবে যাকাত বের করা হবে। সারা জীবনে একবার দেওয়া হবে অথবা প্রতি বছর, কিংবা প্রতি মাসে দেওয়া হবে? এভাবে কুরআনের অধিকাংশ আহ্‌কামের অবস্থা এরূপই। বস্তুত দলীল হওয়ার ব্যাপারে হাদীস অস্বীকারের পরিণতি হচ্ছে গোটা দীনী শৃঙ্খলাকে অস্বীকার করা। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে উম্মতকে বিশেষভাবে সাবধান করেছেন। এ হিসাবে আলোচ্য হাদীস হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জিযা বিশেষ। উম্মতের মধ্যে সেই ফিত্না সৃষ্টি হবে বলে (হাদীস অস্বীকার)-এর সংবাদ দিয়েছেন, যা তাঁর যুগে এবং সাহাবা ও তাবিঈনের যুগে বরং তাবে তাবিঈনের যুগসমূহেও কল্পনা করা যেত না।

١٩. عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلٰى اَرِيْكَتِهٖ يَأْتِيْهِ الْاَمْرُ مِنْ اَمْرِىْ مِمَّا اَمَرْتُ بِهٖ اَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ لَا اَدْرِىْ مَاوَجَدْنَاهُ فِىْ كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ — (رواه احمد وابو داؤد والترمذى وابن ماجة والبيهقى فى دلائل النبوة)

১৯. হযরত আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কাউকে যেন এরূপ না পাই (অর্থাৎ তার এই অবস্থা) যে, সে তার মর্যাদাবান আসনে ঠ্যাস দিয়ে (অহংকারী চালে) বসবে। আর তার নিকট

আমার কোন কথা পৌঁছবে যাতে আমি কোন কাজ করার বা না করার নির্দেশ দিয়েছি তখন সে বলে, আমি জানি না। আমি তো কেবল সেই হুকুম পালন করব যা আমি কুরআনে পাব।

(মুসনাদে আহ্মদ, সুনানে আবূ দাঊদ, জামি' তিরমিযী, ইব্ন মাজাহ্, দালাইলুন নুবুওয়াত বায়হিকী)।

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসের বার্তাও তাই যা হযরত মিকদাম ইব্ন মা'দিকারিবা (রা)-এর উল্লিখিত হাদীসের বার্তা। উভয় হাদীসের শব্দাবলি ও ভাষ্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এই গোমরাহীর (হাদীস অস্বীকারের) মূল নেতা এরূপ লোক হবে যাদের নিকট দুনিয়ার উপকরণের প্রাচুর্য হবে। আর তাদের অহংকার ভঙ্গি হবে, যা এ কথার চিহ্ন হবে যে, দুনিয়ার সুখ তাদেরকে আল্লাহ্ থেকে গাফিল ও আখিরাত থেকে চিন্তাহীন করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি ফিত্না ও গোমরাহী থেকে হিফাযত করুন।

উম্মতের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কর্ম পদ্ধতিই আদর্শ নমুনা।

٢٠. عَنْ اَنَسٍ قَالَ جَاءَ ثَلٰثَةُ رَهْطٍ اِلٰى اَزْوَاجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْئَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اُخْبِرُوْا بِهَا كَاَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه وَمَا تَاَخَّرَ فَقَالَ اَحَدُ اَمَّا اَنَا فَاُصَلِّى اللَّيْلَ اَبَدًا وَقَالَ الْاٰخَرُ اَنَا اَصُوْمُ النَّهَارَ اَبَدًا وَلَا اُفْطِرُ وَقَالَ الْاٰخَرُ اَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا اَتَزَوَّجُ اَبَدًا فَجَاءَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهُ لٰكِنِّىْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِّىْ وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ —(رواه البخارى ومسلم)

২০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, (সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে) তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রীগণের নিকট এসে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। (অর্থাৎ তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদতের ব্যাপারে) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অভ্যাস কিরূপ? যখন তাঁদেরকে তা বলা হল, তখন (অনুভূত হল যে) যেন তারা তা খুব কম মনে করলেন। আর পরস্পর বলাবলি করলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে আমাদের কি তুলনা? আল্লাহ্ তা'আলা তো তাঁর পূর্বাপর সব গুনাহ্

মাফ করে দিয়েছেন।[1] (আর কুরআন মজীদে সংবাদ ও দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তাঁর অধিক ইবাদত ও সাধনার প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ আমরা গুনাহ্গারদের প্রয়োজন আছে, যথাসম্ভব অধিক ইবাদত করব) সুতরাং একজন বললেন, এখন তো আমি সারারাত নামায আদায় করতে থাকব। অপরজন বললেন, আমি সর্বদা বিরতিহীনভাবে দিনে রোযা রাখব। আর একজন বললেন, আমি শপথ করছি-সর্বদা স্ত্রীলোক থেকে সম্পর্কহীন ও দূরত্বে থাকব, কখনো বিয়ে করব না। (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছল) তখন তিনি এই তিন ব্যক্তির নিকট এসে বললেন, তোমরা এই কথা বলেছ ? (আর নিজেদের ব্যাপারে এই এই ফায়সালা করেছ?) শুন, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের থেকে আল্লাহ্কে অধিক ভয় করি। আর তাঁর নাফরমানী ও অসন্তুষ্টির বিষয়ে তোমাদের থেকে অধিক বেঁচে থাকি। কিন্তু (এতদসত্ত্বে) আমার অবস্থা হচ্ছে- সর্বদা রোযা রাখি না, বরং রোযাও রাখি আর রোযা ছেড়েও দেই। (আর সারারাত নামায আদায় করি না) বরং নামাযও আদায় করি আর নিদ্রাও যাই। (আর আমি কৌমার্য জীবনও গ্রহণ করি নি) আমি নারীদের বিয়ে করি আর তাদের সাথে দাম্পত্য জীবন যাপন করি (এটা আমার তরীকা) এখন যে কেউ আমার এ তরীকা থেকে সরে চলে সে আমার নয়।
(সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে যে তিন সাহাবীর কথা উল্লিখিত হয়েছে, স্পষ্টত তাঁদের এ ভুল উপলব্ধি ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও আখিরাতে ক্ষমা ও জান্নাত লাভের পথ এই যে, মানুষ দুনিয়া ও এর স্বাদ থেকে সম্পূর্ণ দূরত্ব গ্রহণ করে কেবল ইবাদতে লেগে থাকবে। নিজেদের এই ভুল উপলব্ধির ভিত্তিতে তাঁরা মনে করতেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অবস্থানও তাই হবে। কিন্তু যখন পবিত্র স্ত্রীগণ থেকে ইবাদত (নামায, রোযা ইত্যাদি)-এর ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অভ্যাস তাঁরা অবগত হলেন, তখন তাঁরা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী তা খুবই কম মনে করলেন। কিন্তু আকীদা ও আদব হিসাবে তার ব্যাখ্যা এটা করা হয়েছে যে, তাঁর জন্য তো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও জান্নাতে উঁচু মর্যাদার ফায়সালা প্রথমে হয়ে গেছে। এজন্য তাঁকে ইবাদতে অধিক ব্যস্ত থাকার প্রয়োজন নেই। আমাদের বিষয় হচ্ছে ভিন্ন। এটা (ইবাদত) আমাদের প্রয়োজন। আর এ ভিত্তিতে তারা নিজেদের জন্য সেই ফায়সালা করেন, যা হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে তাদের ভুল উপলব্ধির সংশোধন ও সতর্ক করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র অধিক ভয় ও আখিরাতের চিন্তা তোমাদের চেয়ে আমার

---

[1] কুরআন মজীদে আল্লাহ্ বলেন, لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ যেন আল্লাহ্ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেন। (৪৮ঃ২) -অনুবাদক।

অধিক রয়েছে। এতদসত্ত্বেও আমার অবস্থা হচ্ছে, আমি রাতে নামাযও পড়ি নিদ্রাও যাই। দিনগুলোতে রোযাও রাখি, রোযা ছাড়াও থাকি। আর আমার স্ত্রীগণ রয়েছেন এবং তাদের সাথে দাম্পত্য জীবন যাপন করি। এটাই জীবনের সেই তরীকা যা আমি নবী ও রাসূল হিসাবে আল্লাহ্র পক্ষ হতে নিয়ে এসেছি। এখন যে কেউ এই তরীকা হতে সরে চলে আর এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে আমার নয়।

কেবল ইবাদত এবং যিক্র ও তাসবীহ্তে ব্যস্ত থাকা ফেরেশতাদের কাজ। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এরূপই সৃষ্টি করেছেন যে, তাদের আত্মার প্রবৃত্তি নেই। তাদের যিক্র ও ইবাদত প্রায় এরূপই যেমন আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের আগমন নির্গমন। কিন্তু আমরা আদম সন্তানকে পানাহারের ন্যায় বহু প্রয়োজন ও আত্মার বিভিন্ন চাহিদা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর নবী (আ) গণের মাধ্যমে আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করব। তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা ও আহ্কাম যথা নিয়মে পালন করে নিজেদের পার্থিব প্রয়োজনাবলি ও আত্মিক চাহিদাসমূহ পূর্ণ করব। পারস্পারিক অধিকারসমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করব। এটা বড় কঠিন পরীক্ষা। নবী (আ) গণের তরীকা এটাই। এতেই রয়েছে পূর্ণতা। এজন্য তাঁরা ফেরেশতাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ।

মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম নমুনা-খাতিমুন্নাবিয়্যিন সায়্যিদিনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উত্তম আদর্শ। বস্তুত হাদীসের উদ্দেশ্য এই নয় যে, বেশি ইবাদত কোন ভুল বিষয়। বরং এর দাবি ও বার্তা হচ্ছে, এই তিন ব্যক্তি যে ভিত্তিতে নিজেদের ব্যাপারে ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, তা চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিভ্রান্তি এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তরীকার পরিপন্থী। সম্ভবত তাঁরা এটাও বুঝেননি যে, রাত সমূহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আরাম করা এবং সর্বদা রোযা না রাখা ও দাম্পত্য জীবন গ্রহণ করা, এভাবে অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হওয়া নিজের কর্ম পদ্ধতিতে উম্মতের জন্য শিক্ষা ছিল। আর এটা নবুওতী কর্মের অংশ ছিল এবং নিঃসন্দেহে তাঁর জন্য এটা নফল ইবাদত থেকে উত্তম ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি কখনো কখনো এত ইবাদত করতেন, পা মুবারক ফুলে যেত। আর যখন তাঁকে নিবেদন করা হত, এত ইবাদতের আপনার কি প্রয়োজন? তিনি বলতেন, أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا (আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?) এভাবে কখনো কখনো তিনি ধারাবাহিক কয়েক দিন ইফ্তার ও সাহ্রী ছাড়া রোযা রাখতেন। যাকে 'সাওমে বিসাল' বলা হয়। বস্তুত হযরত আনাস (রা)-এর হাদীস বা এ বিষয়ক অন্যান্য হাদীস থেকে এ ফলাফল বের করা সঠিক হবে না যে, ইবাদতের আধিক্য কোন অপসন্দনীয় বিষয়। হ্যাঁ, সন্যাসবাদ ও এ জাতীয় চিন্তাধারা নিঃসন্দেহে অপসন্দনীয় এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তরীকা ও শিক্ষার পরিপন্থী।

এ যুগে মুক্তির একমাত্র পথ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য

٢١. عَنْ جَابِرٍ رض اَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَتٰى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُسْخَةٍ مِنَ التَّوْرَاةِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ هٰذِهِ نُسْخَةٌ مِنَ التَّوْرَاةِ ، فَسَكَتَ ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَوَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ مَا تَرٰى مَابِوَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ عُمَرُ اِلٰى وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهٖ رَضِيْنَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْبَدَاَ لَكُمْ مُوْسٰى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِىْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَاَدْرَكَ نُبُوَّتِىْ لَاتَّبَعَنِىْ ــ (رواه الدارمى)

২১. হযরত জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, (একদিন) হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) তাওরাতের এক কপি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সমীপে হাযির হলেন। তিনি নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এটা তাওরাতের এক কপি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চুপ রইলেন। (যবান মুবারক দ্বারা কিছু বললেন না) হযরত উমর (রা) তা পড়া (এবং হুযূরকে শুনানো) শুরু করলেন, আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র চেহেরা পরিবর্তীত হতে লাগলো। (হযরত উমর (রা) পড়তে থাকেন, হুযূরের চেহারা মুবারকের পরিবর্তন লক্ষ্য করেননি) হযরত আবূ বকর (রা) (যিনি মজলিসে উপস্থিত ছিলেন. হযরত উমর (রা) কে শাসালেন এবং) বললেন- ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ (তোমার মরণ হোক) দেখছ না, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেহারা মুবারক ! তখন হযরত উমর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেহারা মুবারকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তৎক্ষণাৎ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ক্রোধ থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই।) আমি (মনে প্রাণে) সন্তুষ্ট আল্লাহ্কে নিজের রব মেনে, আর ইসলামকে নিজের দীন বানিয়ে এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী ও রাসূল মেনে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেই আল্লাহ্র শপথ, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! যদি (আল্লাহ্র নবী) মূসা (এ জগতে) তোমাদের সামনে আসেন আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁর অনুসরণ কর, তবে সত্য ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গোমরাহ্ হয়ে যাবে। আর (শোন)

যদি (আল্লাহ্‌র নবী) মূসা যিন্দা থাকতেন আর আমার নবুওতী যুগ পেতেন তবে তিনিও আমার অনুসরণ করতেন। (আর আমার আনীত শরী'আতের ওপর চলতেন।) (মুসনাদে দারিমী)

ব্যাখ্যা ঃ نُسْخَةٌ مِّنَ التَّوْرَاةِ এর অর্থ তাওয়াতের আরবী তরজমার কোন অংশ ও কতক পৃষ্ঠা। হযরত আবূ বকর (রা) হযরত উমর (রা) কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসন্তুষ্টি ও চেহারা মুবারকের ওপর এর প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে এই বাক্য বলেছেন ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'ক্রন্দন কারীনীগণ তোমার প্রতি ক্রন্দন করুক'। যখন অসন্তুষ্টি প্রকাশের স্থলে এ বাক্য বলা হয় তখন এর অর্থ কেবলই অসন্তুষ্টি প্রকাশ বুঝায়। শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য হয় না। প্রত্যেক ভাষায়ই এরূপ পরিভাষা রয়েছে। আমাদের উর্দূ ভাষায় মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে শাসিয়ে مرو। বলেন, (যার শাব্দিক অর্থ মরে যাওয়া) উদ্দেশ্য কেবল অসন্তুষ্টি ও রাগ প্রকাশ করা।

হযরত উমর (রা)-এর এ কাজে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসন্তুষ্টি ও বিরক্তির বিশেষ কারণ এই ছিল যে, এতে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে, خَاتَمُ الْكُتُبِ কুরআন মজীদ এবং خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশাবলির পরও তাওরাত বা কোন প্রাচীন পুস্তিকা থেকে আলো ও পথ প্রদশর্ন অর্জনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অথচ কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্‌র শিক্ষা আল্লাহ্‌র পরিচয় ও হিদায়াতের ব্যাপারে অন্য সব জিনিস থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ ও পূর্ববর্তী নবীগণের সহীফাসমূহে যে এরূপ বিষয়-বস্তু ও আহ্‌কাম ছিল যা মানুষের সর্বদা প্রয়োজন পড়বে, তা সব কুরআন মজীদে সংরক্ষিত করে দেওয়া হয়েছে। – مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ যা কুরআন মজীদের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য।

বস্তুত তাওরাত ও অন্যান্য পূর্ববর্তী সহীফাসমূহের যুগ শেষ হয়েছিল। কুরআন নাযিল ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের পর নাজাত ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন তাঁরই আনুগত্যের ওপর সীমাবদ্ধ। এ সত্যকে প্রকাশ করার জন্য তিনি শপথ করে বললেন, যদি ধরে নেওয়া হয়, তাওরাতের অধিকারী মূসা (আ) জীবিত হয়ে এ জগতে তোমাদের সামনে এসেছেন, আর আমাকে ও আমার আনীত হিদায়াত ও তালিম ছেড়ে তোমরা তাঁর অনুসরণ কর তবে তোমরা পথ প্রাপ্ত হবে না। বরং গোমরাহ্ ও সত্য পথ হতে দূর হয়ে যাবে। এ মূল তথ্যের ওপর আরো অধিক আলোকপাত করে তিনি বলেন, যদি আজ হযরত মূসা (আ) জীবিত থাকতেন, আর আমার নবুওত ও রিসালাতের এ যুগ পেতেন তবে স্বয়ং তিনিও এই এলাহী হিদায়াত এবং এই শরী'আতের আনুগত্য করতেন যা আমার মাধ্যমে আল্লাহ্

তা'আলার নিকট থেকে এসেছে। এভাবে আমার অনুকরণ ও অনুসরণ করতেন। হযরত উমর (রা) যেহেতু তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সাহাবীগণের মধ্যে ছিলেন এজন্য তাঁর এই সামান্য স্খলনও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম-এর জন্য অসন্তুষ্টির কারণ হয়েছিল।

جن کے رتبے هیں سوا ان کو سوا مشکل هے

٢٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ كَانَ اَهْـــلُ الْكِتَـابِ يَقْرَئُـوْنَ التَّـوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لاَهْلِ الاِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّـــى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ لاَتُصَدِّقُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا الاية ــ

(رواه البخارى)

২২. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আহ্লি কিতাবগণ মুসলমানদের সামনে ইবরানী ভাষায় তাওরাত পাঠ করত আর আরবী ভাষায় তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করত। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিক নির্দেশ প্রদান করলেন, কিতাবধারীদের (এসব কথা যা তাওরাতের বরাতে তোমাদেরকে শুনায় ও বলে) না সত্য বল, না মিথ্যা বল। কেবল আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মুতাবিক কুরআন মজীদের শব্দাবলিতে এটা বলে দাও-

اٰمَنَّا بِاللهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُـوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ – (سورة البقره : ١٣٦)

'আমরা আল্লাহ্তে ঈমান রাখি এবং যা আমাদের প্রতি আমাদের হিদায়াতের জন্য নাযিল হয়েছে। এবং যা ইব্রাহীম, ইস্মাইল, ইস্হাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধর গণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর যা তাঁদের প্রতিপালকের নিকট হতে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেওয়া হয়েছে। আমরা নবী রাসূল হওয়া হিসাবে তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। (আমরা সবাইকে মানি) এবং আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পনকারী।' (সূরা বাকারা- ১৩৬)

ব্যাখ্যা ঃ ঘটনা এই যে, তাওরাতে এবং অনুরূপভাবে ইঞ্জিলে বিভিন্ন পরিবর্তন হয়েছিল। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দিক নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, তাদের এসব কথা না সত্যায়ন কর, না মিথ্যা বল। এ আকীদা রাখ এবং অন্যদের সামনেও নিজের এ অবস্থান প্রকাশ করে দাও যে, আল্লাহ্‌র সব নবীগণের প্রতি ও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে নাযিলকৃত সব হিদায়াতনামার প্রতি আমাদের ঈমান আছে। আমরা এ সবকে সত্য বলে মানি। এ হিসাবে আল্লাহ্‌র নবীদের মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য করি না। আর আমরা আল্লাহ্‌র বান্দা। তাঁরই নির্দেশসমূহের ওপর চলি। আর এ যুগের জন্য তাঁর নির্দেশ এই যে, তাঁর শেষ কিতাব কুরআন ও তা বহনকারী শেষ নবী ও রাসূলের তা'লিম ও হিদায়াতের অনুসরণ করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ এটাই। আর বুদ্ধি বিবেকের চাহিদাও এটাই যে, আল্লাহ্‌র সব নবীর প্রতি এবং তাঁর নাযিলকৃত সব কিতাবের প্রতি ঈমান আনা হবে। সবার সম্মান ও মর্যাদার স্বীকৃতি দেওয়া হবে। কিন্তু অনুসরণ করা হবে স্বীয় যুগের নবী ও রাসূলের এবং তাঁর আনীত শরী'আতের।

٢٣. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَاتِيَنَّ عَلَى اُمَّتِىْ كَمَا اَتٰى عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتّٰى اِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ اَتٰى اُمَّهٗ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِىْ اُمَّتِىْ مَنْ يَّصْنَعُ ذَالِكَ وَاِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلٰثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَّاحِدَةً، قَالُوْا مَنْ هِىَ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ مَااَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ — (رواه الترمذى)

২৩. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে সেই সব মন্দ সম্পূর্ণ সমান তালে আসবে যা বনী ইসরাঈলের মধ্যে এসেছিল। এমনকি যদি বনী ইসরাঈলে এমন কোন হতভাগা হয়ে থাকে, যে প্রকাশ্যে তার মা এর সাথে অশ্লীল কাজ করে ছিল তবে আমার উম্মতের মধ্যে কোন হতভাগা হবে, যে এরূপ করবে। বনী ইসরাঈল বাহাত্তর ফির্‌কায় (শ্রেণী) বিভক্ত হয়েছিল আর আমার উম্মত তিয়াত্তর ফির্‌কায় বিভক্ত হবে। আর এক ফির্‌কা ছাড়া সবাই জাহান্নামী। (তারাই হবে জান্নাতী) সাহাবা কিরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা কোন ফির্‌কা হবে? তিনি বললেন, যারা আমার পথে ও আমার আসহাবের পথে হবে।
(জামি' তিরমিযী)

প্রায় অনুরূপ বিষয়েরই এক হাদীস মুসনাদে আহ্‌মদ ও সুনানে আবূ দাউদে হযরত মু'আবীয়া (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু বলেছেন, তা কেবল এক ভবিষ্যতবাণী নয় বরং উম্মতের জন্য অনেক বড় সংবাদ। উদ্দেশ্য এই যে, উম্মত সেই আকাইদ ও চিন্তাধারা এবং সেই পথে দৃঢ় থাকার প্রতি চিন্তা ও লক্ষ্য রাখবে যার ওপর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবা কিরাম ছিলেন। নাজাত ও জান্নাত তাঁদেরই জন্যে।

এই শ্রেণী নিজেদের জন্য أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ -এর শিরোনাম গ্রহণ করেছে। (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা জামা'আতের তরীকার সাথে সম্পৃক্তকারীগণ। দ্বিতীয়ত আলোচ্য হাদীসে যে বাহাত্তর ফির্‌কা সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'كُلُّهُمْ فِي النَّارِ' নির্দিষ্টভাবে সবাইকে চিহ্নিত করা যায় না। বস্তুত যাদের দীনী চিন্তাধারা ও আকীদাগত পথ হচ্ছে "مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي' এর সাথে মৌলিক ভাবে ভিন্ন, তারা ঐ সব ফির্‌কার অন্তর্ভুক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যেমন যায়দিয়া, মু'তাযিলা, জাহ্‌মিয়া। আর আমাদের যুগের হাদীস অস্বীকারকারীগণ এবং সেই বিদ্'আতীগণ যাদের আকীদার অনিষ্টতা কুফ্‌র পর্যন্ত পৌঁছেনি।

এস্থলে এ কথা প্রণিধানযোগ্য যে, সে সব ব্যক্তি এরূপ আকীদা গ্রহণ করেছে যার ফলে তারা ইসলামের গণ্ডি থেকেই বের হয়ে গেছে, যেমন অতীতে মুসাইলমা কায্‌যাব ইত্যাদি নবুওতের দাবিদারদেরকে নবী স্বীকৃতি দানকারীরা কিংবা আমাদের যুগের কাদিয়ানী সম্প্রদায়। সুতরাং এরূপ লোক উম্মতের গণ্ডি থেকেই বের হয়ে গেছে। এজন্য তারা এই বাহাত্তর ফির্‌কার অন্তর্ভুক্ত নয়। এই বাহাত্তর ফির্‌কার অন্তর্ভুক্ত তারা যারা উম্মতের গণ্ডির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা "مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي এর পথ থেকে সরে আকীদাগত ভিন্ন মতবাদ ও দীনী চিন্তা ধারা গ্রহণ করেছে। তবে দীনের আবশ্যকীয় বিষয়ালির মধ্যে কোন বিষয় অস্বীকার কিংবা এমন কোন আকীদা গ্রহণ করেনি, যে কারণে ইসলাম ও উম্মতের গণ্ডি থেকেই নির্গত হয়ে গেছে। তাদের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে 'كُلُّهُمْ فِي النَّارِ' (তারা সবাই জাহান্নামে যাবে) এর উদ্দেশ্য এই যে, আকীদার ভ্রষ্টতা ও গোমরাহীর কারণে জাহান্নামের শাস্তির যোগ্য হবে। এভাবে "مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي এর সাথে সম্পৃক্ততা রক্ষাকারীগণ তিয়াত্তরতম ফির্‌কার জান্নাতী হওয়ার অর্থ এই যে, তাঁরা নিজেদের আকীদাগত দৃঢ়তার কারণে নাজাত ও জান্নাতের যোগ্য হবে। বস্তুত হাদীসে যে تَفَرُّق (বিভিন্ন ফির্‌কায় বিভক্ত

হওয়ার) উল্লেখ করা হয়েছে আমলের পাপপুণ্য ও ভাল মন্দের সাথে এর সম্পর্ক নেই। ফিরকাবাজীর সম্পর্ক আকাইদ ও চিন্তাধারার সাথে। আমলের কারণে সওয়াব কিংবা আযাবের যোগ্য হওয়াও সত্য। তবে এর সাথে আলোচ্য হাদীসের কোন সম্পর্ক নেই।

উম্মতের মধ্যে সাধারণ ফাসাদ ও অনৈক্যের সময় সুন্নাত ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তরীকার সাথে সম্পৃক্ততা

٢٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ لَهُ اَجْرُ شَهِيْدٍ — (رواه الطبرانى فى الاوسط)

২৪. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের ফাসাদের সময় যে আমার সুন্নাত ও তরীকা শক্ত ভাবে আঁকড়ে থাকবে, তাঁর জন্য রয়েছে শহীদের সাওয়াব। (তাবারানীর আওসাত)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (রা)-এর উপরে উল্লেখিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর প্রতিভাত করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের ন্যায় তাঁর উম্মতে ফাসাদ এবং অনৈক্য আসবে। আর এমন যুগও আসবে যখন উম্মতের পথ ভ্রষ্টতা আর প্রবৃত্তি ও শয়তানের অনুসরণ অতি সাধারণ হয়ে যাবে। তখন তাদের অধিকাংশ তাঁর হিদায়াত ও তা'লিম ছেড়ে দেবে এবং তাঁর তরীকায় প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। প্রকাশ থাকে, এরূপ মন্দ পরিবেশ ও এরূপ প্রতিকূল অবস্থায় তাঁর হিদায়াত, সুন্নাত ও শরী'আতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে জীবন-যাপন করা খুবই দৃঢ়তার কাজ হবে। আর এরূপ বান্দাদের বিরাট বাধার সম্মুখীন হতে হবে এবং বড় ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। হযরত আবূ হুরাইরা (রা)-এর আলোচ্য হাদীসে সুন্নাতের ওপর দৃঢ়চেতা ব্যক্তিবর্গকে সুসংবাদ শোনানো হয়েছে যে, আখিরাতে আল্লাহ্র নিকট থেকে তাদেরকে আল্লাহ্র পথে শাহাদত বরণকারীদের মর্যাদা ও সাওয়াব দান করা হবে। এখানে এ কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে,আমাদের পরিভাষায় ' سُنَّةٌ ' শব্দ এক বিশেষ ও সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু হাদীসে 'سُنَّةٌ' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাঁর তরীকা ও তাঁর হিদায়াত। যার মধ্যে আকীদা, ফরয, ওয়াজিবসমূহও অন্তর্ভুক্ত।

ফায়দাঃ মিশকাতুল মাসাবীহ্ কিতাবে হযরত আবূ হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনায় এই শব্দাবলিতে হাদীসটি উদ্ধৃত করা হয়েছে مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهٗ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ আর এর উৎসের জন্য হাদীসের কোন কিতাবের বরাতও দেওয়া

হয়নি। স্পষ্টত তাবারানীর মু'জামে আওসাতের সেই বর্ণনাই অধিক নির্ভরযোগ্য বরাত, যা এখানে জামউল ফাওয়াইদ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আর তাতে فَلَهُ اَجْرُ شَهِيْدٍ বলা হয়েছে।

সুন্নাত জীবন্ত করা ও উম্মতের দীনী সংশোধনের প্রচেষ্টা করা

٢٥. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحْيٰى سُنَّةً مِنْ سُنَّتِيْ اُمِيْتَتْ بَعْدِىْ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَحَبَّنِىْ كَانَ مَعِىْ — (رواه الترمذى)

২৫. হযরত আলী মুরতাযা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমার পর মৃত (বিলুপ্ত) হয়ে যাওয়া আমার কোন সুন্নাতকে জীবিত করে সে আমাকে ভালবাসে। আর যে আমাকে ভালবাসে সে আমার সাথী হবে। (জামি' তিরমিযী)

ব্যাখ্যাঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোন হিদায়াত ও কোন সুন্নাতের ওপর যতক্ষণ পর্যন্ত আমল হতে থাকে এবং তা প্রচলিত থাকে ততক্ষণ তা জীবিত বলে ধরে নিতে হবে। আর যখন এর ওপর আমল করা বন্ধ হয়ে যায় এবং তা প্রচলিত থাকে না, তখন যেন এর জীবন শেষ করে দেওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় তার যে ভক্ত উম্মত উক্ত সুন্নাত ও হিদায়াতকে পুনরায় আমলে নিয়ে আসতে ও প্রচলন করতে চেষ্টা করে, আলোচ্য হাদীসে তার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে আমাকে ভালবাসে এবং ভালবাসার দাবি পূরণ করেছে। আখিরাতে ও জান্নাতে সে আমার সঙ্গী ও প্রিয়ভাজন হবে।

٢٦. عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحْيٰى سُنَّةً مِنْ سُنَّتِيْ قَدْ اُمِيْتَتْ بَعْدِىْ كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يُنْقَصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا — (رواه الترمذى)

২৬. হযরত বিলাল ইব্ন হারিস মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমার পর মৃত (বিলুপ্ত) হয়ে যাওয়া আমার কোন সুন্নাত (যা পরিত্যক্ত হয়েছিল) জীবিত করে সে ঐসব লোকদের সমান সাওয়াব পাবে যারা এর ওপর আমল করবে। অথচ সেই আমলকারীর সাওয়াবে কোন কম হবে না। (জামি' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসের বিষয়-বস্তু নিম্ন বর্ণিত দৃষ্টান্ত দ্বারা উত্তম রূপে বুঝা যেতে পারে যে, মনে করুন কোন অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে যাকাত আদায় করা অথবা যেমন পিতার ত্যাজ্য বিত্তে কন্যাদের অংশ দেওয়ার প্রথা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ অবস্থায় আল্লাহ্‌র কোন বান্দার চেষ্টা ও পরিশ্রমে এই গোমরাহী ও দীনী অনিষ্টতার সংশোধন হল। এরপর মানুষ যাকাত দিতে শুরু করল এবং কন্যাদেরকে শরী'আতী অংশ দিতে লাগল, এরপর ঐ অঞ্চলের যত মানুষই যাকাত প্রদান করবে আর বোনদেরকে সম্পত্তি থেকে তাদের শরী'আতী অংশ দেবে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে একাজের জন্য তারা যত সাওয়াব পাবে, সব কাজের একত্রিত সাওয়াব সেই বান্দাকে দেওয়া হবে, যে এই দীনী আহ্‌কাম ও আমলকে পুনরায় জীবন্ত ও প্রচলনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছিল। আর এই বিরাট কাজের পারিশ্রমিক আল্লাহ্ তা'আলারই নিকট হতে বিশেষ পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করা হবে। আমলকারীদের পারিশ্রমিক থেকে কিছু কেটে নেওয়া হবে না এবং তাদের কমও দেওয়া হবে না। আমাদের যুগেরই এর এক বাস্তব দৃষ্টান্ত হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের দীনী শিক্ষা-দীক্ষার জন্য এ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে, প্রত্যেক মুসলমান যুবক হোক বা বৃদ্ধ, ধনী হোক বা দরিদ্র, বিদ্বান হোক বা মূর্খ, দীনের আবশ্যকীয় জ্ঞান অর্জন করবে এবং দীনের ওপর চলবে। আর নিজের অবস্থা ও শক্তি অনুযায়ী অন্যদেরকেও শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানের জন্য পরিশ্রম ও চেষ্টা করবে। কিন্তু কতক ঐতিহাসিক কারণে যুগের বিবর্তনের সাথে এ পদ্ধতি দুর্বল হতে থাকে। কয়েক শতাব্দী থেকে অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, নিষ্ঠাবান উলামা ও দীনের বিশেষ লোকদের হালকা ও পরিধিতে দীনের চিন্তা অবশিষ্ট রয়েছে।

এমতাবস্থায় আমাদের যুগেরই আল্লাহ্‌র এক অকপট বান্দা ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এক ভক্ত উম্মত দীনের চিন্তা ও মেহ্‌নতের সেই সাধারণ পদ্ধতিকে পুনরায় চালু করতে ও এ পদ্ধতি বাস্তবায়িত করার জন্যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছেন। এজন্য নিজের জীবন ওয়াকফ ও কুরবান করেছেন। যার এই ফল আমাদের চোখের সামনে যে, এখন (যখন চৌদ্দ'শ হিজরী শেষ হয়ে পনের'শ হিজরী শুরু হয়েছে) (বর্তমানে ১৪২৬ হিজরী–অনুবাদক) দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণীর সেই লাখো লোক যাদের না দীনের সাথে সম্পর্ক ছিল, না আমলের সাথে, তাদের অন্তর আখিরাতের চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল, তারা দীনের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। এখন তারা আখিরাতকেই সামনে রেখে স্বয়ং নিজেদের জীবনকে আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আহ্‌কাম মুতাবিক তৈরি করার এবং অন্যদের মধ্যেও এ চিন্তা জাগ্রত ও পয়দা করতে মেহনত ও চেষ্টা করছেন। এ পথে কুরবানি দিচ্ছেন ও কষ্টসমূহ সহ্য করছেন। নিঃসন্দেহে এটা সুন্নাত

জীবন্ত করার মহান দৃষ্টান্ত। আল্লাহ্ তা'আলা এ কুরবানি কবূল করুন। আর এর মাধ্যমে উম্মতের মধ্যে, এরপর গোটা মনুষ্য জগতে হিদায়াতকে ব্যাপক করুন।

'وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزٍ'

٢٧. عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الدِّيْنَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ وَهُمُ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَاافْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِىْ مِنْ سُنَّتِىْ — (رواه الترمذى)

২৭. হযরত 'আমর ইব্ন 'আওফ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দীন (ইসলাম) যখন শুরু হয়েছিল তখন তা গরীব (অর্থাৎ মানুষের জন্য অভিনব ও অস্থিরতার অবস্থায়) ছিল। আর (এক সময় আসবে) তা পুনরায় সেই অবস্থায় যাবে সেরূপে শুরু হওয়ার কালে ছিল। সুতরাং আনন্দ সেই গরীবদের জন্য। আর (গুরাবা দ্বারা উদ্দেশ্য) সেই লোক যারা ফাসাদ ও অনৈক্যে সংশোধনের চেষ্টা করবে যা আমার পর আমার সুন্নাতে (আমার তরীকায়) লোকজন বিগড়াবে। (জামি' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আমাদের উর্দূ ভাষায় তো নিঃস্ব ও দরিদ্র ব্যক্তিকে গরীব বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এ শব্দের প্রকৃত অর্থ এরূপ বিদেশী যার কোন সিনাক্ত ও পরিচয়কারী নেই।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বাণীর মোটকথা এই- যখন ইসলামের দাওআতের সূচনা হয়েছিল আর আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে তিনি মক্কাবাসীর সামনে ইসলাম পেশ করেছিলেন, তখন এর শিক্ষা, এর আকাইদ, এর আমলসমূহ ও এর জীবনপদ্ধতি মানুষের জন্য সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অভিনব ছিল। এমন অপরিচিত বিদেশীর ন্যায় ছিল যার কোন পরিচয়কারী ও জিজ্ঞাসাকারী নেই। এরপর ক্রমান্বয়ে এ অবস্থা পরিবর্তীত হতে থাকে। মানুষ ইসলামের সাথে পরিচিত হতে থাকে এবং এর সাথে মিশতে থাকে। এমনকি এক সময় এল যে, প্রথমে মদীনা মনাওয়ারায় লোকজন সমষ্টিগতভাবে এটা বক্ষে ধারণ করেন।

এরপর রাতারাতি প্রায় গোটা আরব উপদ্বীপবাসী এটা গ্রহণ করেন। তারপর দুনিয়ার অন্যান্য দেশও এটাকে স্বাগতম জানায় এবং এটা ব্যাপক আকারে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। তবে যেভাবে উপরেও বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর প্রতিভাত করা হয়েছিল যে, যেভাবে পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে স্খলন এসেছিল, তাঁর উম্মতেও

অনুরূপভাবে স্খলন আসবে। আর অধিকাংশ লোক রুসূম, প্রথা ও ভুল রীতি নীতি গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে প্রকৃত ইসলাম-যার দাওআত ও শিক্ষা তিনি দিয়েছিলেন তা নগণ্য সংখ্যক লোকদের মধ্যে চালু থাকবে।

এভাবে ইসলাম স্বীয় প্রাথমিক যুগের ন্যায় অপরিচিত বিদেশীর মত হয়ে যাবে। তাই আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে সেই পরিবর্তনের সংবাদ দিয়েছেন। এতদসঙ্গে তিনি বলেন, উম্মতের এই সাধারণ বিপর্যয়ের সময় সঠিক ইসলামের ওপর অবস্থানকারী যে সব উম্মত সেই ফাসাদের সময় নষ্ট হওয়া উম্মতকে সঠিক ইসলামে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে তাদেরকে মুবারকবাদ। আলোচ্য হাদীস শরীফে এরূপ ভক্ত খাদিমদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ' غُرَبَاء ' উপাধী দিয়েছেন।

নিঃসন্দেহে আমাদের এ যুগে মুসলমান পরিচয়ধারী উম্মতের যে অবস্থা তার ওপর আলোচ্য হাদীস পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত। উম্মতের অধিক সংখ্যক লোক দীনের মৌলিক শিক্ষাবলি থেকে অনবিহিত। কবর পূজার ন্যায় সুস্পষ্ট শির্কে জড়িত। আর নামায ও যাকাতের ন্যায় মৌলিক স্তম্ভসমূহ পরিত্যাগকারী। দিন বা রাতের লেন-দেন, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদিতে হালাল ও হারামের কোন ভয় নেই। মিথ্যা মুকাদ্দমা ও মিথ্যা সাক্ষীর ন্যায় লা'নতযোগ্য গুনাহ্সমূহ থেকে কেবল আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশের প্রেক্ষিতে বেঁচে থাকা ব্যক্তি খুবই কম রয়েছে। উলামা ও দরবেশদের বিরাট অংশের মধ্যে আত্ম পূজা, ধন ও মর্যাদার আসক্তি জন্ম লাভকারী অনিষ্ট দেখা যেতে পারে, যা ইয়াহুদী ও নাসারাদের আলিম উলামাদের মধ্যে সৃষ্ট হয়েছিল, যে কারণে তাদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে লা'নত হয়েছিল।

এরূপ সাধারণ ফাসাদের সময় যে সব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি প্রকৃত ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হিদায়াত ও সুন্নাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং উম্মতের সংশোধনের চিন্তা ও চেষ্টায় অংশ গ্রহণ করে, তারা মুহাম্মদী সেনাদলের সিপাহী। আলোচ্য হাদীসে তাদেরকেই ' غُرَبَاء ' বলা হয়েছে। আর নবুওতী ভাষায় তাদেরকে সাবাশ ও মুবারকবাদ জানানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এই অক্ষম লেখককে এবং এর পাঠকদেরকেও তাওফীক দিন যেন তারা নিজেদের এই দলে অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা করে। اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاحْشُرْنَا فِىْ زُمْرَتِهِمْ

পার্থিব বিষয়ে হুযূর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যক্তিগত অভিমতের স্তর

আল্লাহ্র নবী, নবী ও রাসূল হিসাবে যে নির্দেশই দিয়েছেন তা অপরিহার্য আনুগত্যের বিষয়। এর সম্পর্ক আল্লাহ্র অধিকারের সাথে হোক অথবা বান্দার অধিকারের সাথে, ইবাদতের সাথে, লেন-দেনের সাথে, চরিত্রের সাথে হোক কিংবা সামাজিকতার সাথে অথবা জীবনের কোন শাখার সাথে হোক। তবে আল্লাহ্র নবী কখনো নিছক কোন পার্থিব বিষয়ে স্বীয় ব্যক্তিগত অভিমতের পরামর্শ দিয়ে থাকতেন। এ ব্যাপারে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, তা উম্মতের জন্য অবশ্য আনুগত্যযোগ্য নয়। বরং এটাও প্রয়োজন নয় যে, তা সর্বদা সঠিক হবে। তাতে ভুলও হতে পারে। নিম্নের হাদীসের দাবি এটাই।

٢٨. عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَدِمَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يَأْبِرُوْنَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُوْنَ؟ قَالُوْا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْلَمْ تَفْعَلُوْا لَكَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوْهُ فَنَقَصَتْ فَذَكَرُوْا ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْئٍ مِنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْهُ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْئٍ مِنْ رَأْيٍ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ — (رواه مسلم)

২৮. হযরত রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (হিজরত করে) মদীনা এলেন। তখন তিনি দেখলেন, মদীনাবাসী খেজুর বৃক্ষের ওপর তা'বীর (পুংকেশর গর্ভকেশরে স্থাপন–অনুবাদক) এর কাজ করে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এটা কি করছ? (আর কি জন্য করছ?) তারা নিবেদন করলেন, এটা আমরা পূর্ব থেকে করে আসছি। তিনি বললেন, সম্ভবত তোমরা এটা না করলে উত্তম হবে। তখন তারা তা ছেড়ে দেন। সুতরাং ফলন কম হল। তাঁরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট একথা উল্লেখ করলেন। তখন তিনি বললেন, আমি (স্বীয় প্রকৃতি হিসেবে) কেবল একজন মানুষ। যখন আমি তোমাদেরকে দীনের ব্যাপারে কোন বিষয়ের নির্দেশ দেই, তখন তা অবশ্য কর্তব্য ধরে নাও (আর এর ওপর আমল কর)। আর যখন আমি আমার ব্যক্তিগত অভিমতে কোন বিষয়ে তোমাদেরকে বলি তবে আমি কেবল একজন মানুষ। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ মদীনা তাইয়্যিবা খেজুর ফলনের বিশেষ অঞ্চল ছিল। আর এখনও এরকমই আছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরত করে সেখানে পৌছালেন তখন তিনি দেখলেন, সেখানের লোকজন খেজুর গাছগুলোর

মধ্যে একটি গাছকে নর ও অন্য গাছটিকে মাদা নির্ধারণ করে সেগুলোর ফুলের কলিতে এক বিশেষ পদ্ধতিতে সংযোগ স্থাপন করছে। যাকে তা'বীর বলা হত। যেহেতু মক্কা মুকাররমা ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খেজুর ফলত না, এজন্য এ তা'বীরের কাজ তাঁর জন্য একটি নতুন বিষয় ছিল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এটা কী করছ এবং কি জন্য করছ? তারা এর কোন বিশেষ রহস্য ও উপকারিতা বলতে পারেননি। তারা কেবল এই বলেন যে, প্রথম থেকেই আমরা তা করে আসছি। অর্থাৎ আমাদের বাপ-দাদাকে করতে দেখেছি এজন্য আমরাও করছি।

এটাকে তিনি জাহিলী যুগের অন্যান্য বহু অনর্থক বিষয়ের ন্যায় এক অতিরিক্ত ও ফায়দাহীন কাজ মনে করলেন এবং বললেন, সম্ভবত যদি এটা না কর ভাল হবে। তারা তাঁর এ কথা শুনে তা'বীরের কাজ ছেড়ে দিলেন। কিন্তু ফল দাঁড়ালো যে, খেজুরের ফলন কমে গেল। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এটা উল্লেখ করা হল। তিনি বললেন, اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ الـخ (অর্থাৎ আপন সত্তাগতভাবে আমি একজন মানুষ) আমার সব কথা দীনী হিদায়াত ও ওহীর ভিত্তিতে নয় বরং একজন মানুষ হিসাবেও কথা বলি। তবে যখন আমি নবী ও রাসূল হিসাবে দীনের লাইনে কোন নির্দেশ দেই, তা অবশ্য পালনীয়। আর যখন আমি কোন পার্থিব ব্যাপারে নিজের ব্যক্তিগত অভিমতে কিছু বলি, তবে এর মর্যাদা একজন মানুষের অভিমত। এতে ভুলও হতে পারে। আর তা'বীরের ব্যাপারে যে কথা আমি বলেছি, তা আমার ব্যক্তিগত ধারণা ও আমার ব্যক্তিগত অভিমত ছিল।

ঘটনা এই যে, বহু জিনিসে আল্লাহ্ তা'আলা আশ্চর্যজনক ও অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যাবলি রেখেছেন, যার পূর্ণ জ্ঞানও কেবল তাঁরই রয়েছে। তা'বীরের কাজে আল্লাহ্ তা'আলা বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, এর দ্বারা ফলন বেশি হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু বলা হয়নি। আর তাঁর এটা জানার প্রয়োজনও ছিল না। তিনি উদ্যান কাজের রহস্য বলার জন্য আসেননি। বরং মনুষ্য জগতের হিদায়াত এবং এ জগতকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাতের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। আর এজন্য যে ইল্‌মের প্রয়োজন ছিল তা তাঁকে পরিপূর্ণ দান করা হয়েছিল।

আলোচ্য হাদীস থেকে এটাও জানা গেল যে, এ দুনিয়ার প্রত্যেক বিষয় ও প্রত্যেক জিনিসের ইল্‌ম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ছিল, এ ধারণা ও আকীদা পোষণ করা ভুল। যারা এরূপ আকীদা পোষণ করে তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উচ্চাসন সম্পর্কে একেবারে অপরিচিত।

আলোচ্য হাদীসের ওপর كِتَابُ الْاِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ শেষ হল।

কল্যাণের দিকে আহ্বান, সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে নবী (আ) গণ এজন্য প্রেরিত হতেন যে, তাঁর বান্দাদেরকে নেকী ও উত্তম কাজের দাওআত দেবেন, পসন্দনীয় কাজ ও চরিত্র এবং সর্ব প্রকার উত্তম কাজের প্রতি তাদের পথ প্রদর্শন করবেন, আর সর্ব প্রকার মন্দ হতে তাদের বারণ ও বাঁচাবার চেষ্টা করবেন। যাতে দুনিয়া ও আখিরাতে তারা আল্লাহ্র রহমত ও সন্তুষ্টির যোগ্য হয়। আর তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি হতে নিরাপদ থাকে। এর সামষ্টিক শিরোনাম-دعوت الی الخیر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

যখন শেষ নবী সায়্যিদিনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর নবুওতের ধারাবাহিকতা শেষ করা হয় তখন কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য এই নবীসুলভ কাজের পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর উম্মতের প্রতি অর্পিত হয়। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে-

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ —

'তোমাদের মধ্যে এমন দল হোক যারা (লোকজনকে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে এরাই সফলকাম।' (সূরা আল্ ইমরান -১০৪)

এর কয়েক আয়াত পর এ সূরায়ই বলা হয়েছে-

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ —

তোমরাই (সব উম্মতের মধ্যে) শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির (সংশোধন ও হিদায়াতের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান কর; অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আন। (সূরা আল্ ইমরান -১১০)

বস্তুত নবুওতের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই নবীসুলভ কাজের পূর্ণ দায়িত্ব সর্বদার জন্য মুহাম্মদী উম্মতের প্রতি অর্পিত হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় বাণীসমূহে স্পষ্ট বলেছেন যে, তাঁর যে উম্মত এই দায়িত্ব যথাযত পূর্ণ করবে সে আল্লাহ্ তা'আলার কী রূপ মহান পুরস্কারসমূহের যোগ্য হবে। পক্ষান্তরে যারা এতে ত্রুটি করবে তারা নিজেদের আত্মার প্রতি কত বড় যুল্ম করবে আর তাদের পরিণাম ও পরিণতি কী রূপ হবে। এ ভূমিকার পর এ সম্বন্ধে নিম্ন বর্ণিত হাদীসসমূহ পড়া যেতে পারে।

হিদায়াত ও ইরশাদ এবং উত্তম কাজের প্রতি আহ্বানের পুরস্কার ও সাওয়াব

٢٩. عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ الاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهٖ ـ (رواه مسلم)

২৯. হযরত আবূ মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের (কোন লোককে) পথ প্রদর্শন করে তবে সে ব্যক্তি সেই ভাল কাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তির পুরস্কারের সমানই পুরস্কার পাবে। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসের উদ্দেশ্য ও দাবি এ দৃষ্টান্ত দ্বারা উত্তমরূপে বুঝা যেতে পারে যে, এক ব্যক্তি নামাযে অভ্যস্ত ছিল না। আপনার দাওআত, উৎসাহ ও মেহনতের ফলস্বরূপ সে নিয়মিত নামায পড়তে থাকে। সে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত ও আল্লাহ্র যিক্র থেকে গাফিল ছিল, আপনার দাওআত ও চেষ্টার ফল স্বরূপ সে কুরআন মজীদ দৈনন্দিন তিলাওয়াত করতে থাকে, যিক্র ও তাসবীহেও অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সে যাকাতও প্রদান করত না, আপনার আন্তরিক দাওআত ও তাবলীগের প্রভাবে সে যাকাতও প্রদান করতে থাকে, এভাবে অন্যান্য সৎকাজে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন সে সারা জীবনের নামায, যিক্র, তিলাওয়াত, যাকাত ও সাদ্কাহ্ এবং অন্যান্য ভাল কাজের যত পুরস্কার ও সাওয়াব আখিরাতে পাবে, (আলোচ্য হাদীসের সুসংবাদ মুতাবিক) পুরস্কার হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের অফুরন্ত করুণার ভাণ্ডার থেকে ততটুকু সাওয়াব সেই আহ্বানকারী বান্দাকে দান করবেন যার দাওআত ও তাবলীগে সে এই উত্তম কাজের প্রতি আগ্রহান্বিত ও অভ্যস্ত হয়েছে।

ঘটনা এই যে, এ পথে যত পুরস্কার ও সাওয়াব এবং আখিরাতে যে মর্যাদা অর্জন করা যায় তা অন্য কোন পথে অর্জন করা যায় না। বুযুর্গানে দীনের পরিভাষায় এটা নবুওতের পথের রীতিনীতি। তবে শর্ত হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ্র জন্য ও কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অন্বেষণের জন্য হতে হবে।

٣٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَعٰى اِلٰى هُدًى كَانَ لَهٗ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهٗ لَايَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعٰى اِلٰى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ تَبِعَهٗ لَايَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا ـــ (رواه مسلم)

৩০. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোন উত্তম কাজের দিকে লোকজনকে আহ্বান করল, তবে সেই আহ্বানকারী সে সব ব্যক্তির পুরস্কারের সমান পুরস্কার পাবে যারা তার কথা মেনে নেকীর সেই পথে চলবে ও আমল করবে। আর একারণে সেই আমলকারীদের পুরস্কারে কোন কমৃতি হবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি (লোকজনকে) কোন গোমরাহী (এবং মন্দ কাজ)-এর প্রতি আহ্বান করল, তবে সেই আহ্বানকারীর, সেই সব লোকদের গুনাহ সমূহের সমান গুনাহ্ হবে, যারা তার আহ্বানে সেই গোমরাহী ও মন্দ কাজের দোষী হয়েছিল। আর এ কারণে সেই মন্দ কাজে লিপ্ত লোকদের গুনাহ্ ও তাদের শাস্তিতে কোন কমৃতি হবে না। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে হক ও হিদায়াতের আহ্বানকারীদেরকে সুসংবাদ শুনানোর সাথে সাথে গোমরাহীর প্রতি আহ্বানকারীদের মন্দ পরিণতিও বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যে সব সৌভাগ্যবান ব্যক্তির উত্তম কাজের প্রতি আহ্বান ও হিদায়াতের সৌভাগ্য অর্জিত হয়, তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বরং সব নবী (আ) গণের মিশনের খাদিম ও তাঁদের সেনাবাহিনীর সিপাহী। আর যাদের দুর্ভাগ্য তাদেরকে গোমরাহী ও মন্দ কাজের আহ্বানকারী বানিয়েছে তারা শয়তানের এজেন্ট এবং সৈন্য। এ উভয়ের পরিণতি তাই যা হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে।

٣١. عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنْ يُّهْدِىَ اللهُ
عَلٰى يَدَيْكَ رَجُلاً، خَيْرٌلَّكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرُبَتْ (رواه الطبرانى فى الكبير)

৩১. হযরত আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমার হাতে ও তোমার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা কোন এক ব্যক্তিকে হিদায়াত দিয়েছেন, এটা তোমার জন্য সারা জগতের সেই জিনিসগুলো থেকে উত্তম যেগুলোর ওপর সূর্য উদিত হয়, অস্ত যায়। (তাবারানী মু'জামে কবীর)

ব্যাখ্যা ঃ প্রকাশ থাকে যে, দুনিয়ার কোন অংশই এরূপ নয় যার প্রতি সূর্য উদয় ও অস্তমিত হয় না। সুতরাং হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমার মাধ্যমে কোন এক ব্যক্তিকেও হিদায়াত দেন তবে এটা তোমার জন্য এ থেকে উত্তম ও অধিক লাভজনক যে, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সারা জগত তুমি পেয়ে যাও। আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রকৃত অবস্থার ইয়াকীন ও আমলের তাওফীক দিন।

সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের তাকীদ আর এ কাজে ত্রুটির ওপর শক্ত হুঁশিয়ারী ঃ

٣٢. عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْلَيُوْشِكَنَّ اللهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَايُسْتَجَابُ لَكُمْ ــ (رواه الترمذى)

৩২. হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে উম্মতগণ! সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কর্তব্য 'আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার-এর দায়িত্ব পালন করতে থাকা। (অর্থাৎ উত্তম কথা ও নেকীর কাজে লোকজনকে হিদায়াত ও তাকীদ দিতে থাক আর মন্দ কথা ও মন্দ কাজ হতে তাদেরকে বিরত রাখ) অথবা এরপর এরূপ হবে যে, (এ ব্যাপারে তোমাদের ত্রুটির কারণে) আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি তাঁর কোন শাস্তি প্রেরিত করবেন, তোমরা দু'আ করবে আর তোমাদের দু'আ কবূল করা হবে না। (জামি' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে স্পষ্ট শব্দাবলিতে সংবাদ দিয়েছেন যে, 'আমর বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুন্‌কার' আমার উম্মতের এরূপ গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য, যখন এটা পালন করতে গাফ্‌লত ও ত্রুটি হবে তখন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে তাকে কোন ফিত্‌না ও আযাবে নিয়োজিত করা হবে। এরপর যখন দু'আকারী এই শাস্তি ও ফিত্‌না থেকে মুক্তির দু'আ করবে তখন তার দু'আও কবূল হবে না।

এই অধমের নিকট এতে মোটেই সন্দেহের অবকাশ নেই যে, শতাব্দী থেকে এই উম্মত রকমারী যে ফিত্‌না ও শাস্তিতে লিপ্ত এবং উম্মতের উত্তম লোকদের দু'আ, অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যাচ্ছে না, এর বড় কারণ এটাই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে উম্মতকে 'আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার-এর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, আর এ ব্যাপারে যে তাকীদপূর্ণ নির্দেশাবলি দিয়েছিলেন, এর যে সাধারণ নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা শতাব্দী থেকে প্রায় অকেজো। উম্মতের সামগ্রিক সংখ্যায় এই অপরিহার্য দায়িত্ব পালনকারী হাজারে একজনও নেই। বস্তুত এটা সেই অবস্থার নমুনা যে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় বাণীসমূহের মাধ্যমে স্পষ্ট সংবাদ দিয়েছিলেন।

٣٣. عَنْ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ اِنَّكُمْ تَقْرَؤُنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ "يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ" فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَاَوْا مُنْكَرًا فَلَمْ يُغَيِّرُوْا يُوْشِكُ اَنْ يَّعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهٖ —

(رواه ابن ماجه والترمذى)

৩৩. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কুরআন মজীদের এ আয়াত তিলাওয়াত কর يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ হে মুমিনগণ! আত্ম সংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে, যে ব্যক্তি পথ ভ্রষ্ট হয়েছে, সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

(হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা) এ আয়াতের বরাত দিয়ে বলেন, আয়াত থেকে কেউ যেন ভুল না বুঝে) আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি তিনি বলতেন, যখন মানুষের এ অবস্থা দাঁড়ায় যে, সে শরী'আতের পরিপন্থী কাজ হতে দেখে আর এর সংশোধন ও পরিবর্তনের কোন চেষ্টা করে না, তবে আসন্ন ভয় রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে তাদের সবার ওপর আযাব এসে যাবে। (সুনানে ইবন্ মাজাহ্, জামি' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এটা সূরা মায়িদায় ১০৫ নং আয়াত যার বরাত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) দিয়েছেন। এ আয়াতের প্রকাশ্য শব্দাবলি থেকে কারো এ ভুল উপলব্ধি হতে পারে যে, ঈমানদারদের দায়িত্ব কেবল এই- সে এই চিন্তা করবে, সে স্বয়ং আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রদর্শিত পথে থাকবে। অন্যদের সংশোধন ও হিদায়াতের যেন দায়িত্ব নেই। যদি অন্যান্য লোক আল্লাহ ও রাসূলের আহকামের পরিপন্থী চলে তবে চলতে থাকবে। তাদের গোমরাহী ও ভ্রান্ত কাজের দ্বারা আমার কোন ক্ষতি হবে না।

সিদ্দীকে আকবর (রা) এই ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য বলেন, আয়াত থেকে এটা বুঝা ভুল হবে। আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, যখন লোকদের রীতি এরূপ হবে যে, তারা অন্য লোকদেরকে শরী'আতের পরিপন্থী কাজ করতে দেখে, আর তাদের সংশোধনের চেষ্টা করে না বরং তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেয় তবে এ কথার আসন্ন ভয় রয়েছে যে, আল্লাহ্র নিকট হতে এমন আযাব আসবে যা সবাইকে তার আওতায় আবদ্ধ করবে।

আবূ বকর (রা)-এর আলোচ্য হাদীস এবং কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য দলীলের আলোকে সূরা মায়িদার উক্ত আয়াতের ফায়দা ও দাবি এই হবে, হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা হিদায়াতের পথে থাকবে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আহ্কাম পালন করে চলবে (যার মধ্যে 'আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার এবং যথা সাধ্য আল্লাহ্র বান্দাদের সংশোধন ও হিদায়াতের চেষ্টাও অন্তর্ভুক্ত) সুতরাং এরপর আল্লাহ্ থেকে নির্ভীক যে সব লোক হিদায়াত গ্রহণ করে না বরং গোমরাহীর অবস্থায় থাকে তখন তোমাদের ওপর তাদের এই গোমরাহী ও নাফরমানীর ব্যাপারে কোন দায়িত্ব নেই। তোমরা আল্লাহ্র নিকট মুক্ত। হযরত আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) -এর হাদীস مَنْ رَاى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ...... الحدي এই মা'আরিফুল হাদীসের ধারাবাহিকতায় ঈমান অধ্যয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে। যার মুদ্দা কথা এই, যে ব্যক্তি শরী'আতের পরিপন্থী কোন কাজ হতে দেখে, তখন যদি সে শক্তি ব্যবহার ও বাধা দিতে সক্ষম হয় তবে তা প্রয়োগ করে উক্ত মন্দ কাজে বাধা দেবে। আর যদি এ সামর্থ না থাকে তবে মুখ দ্বারাই উপদেশ দেবে ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। যদি এ শক্তিও না থাকে তবে অন্তর দ্বারা তা মন্দ জানবে ও অন্তরে এর বিপরীত অনুভূতি রাখবে।

٣٤. عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَامِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُغَيِّرُوْا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُوْنَ اِلاَّ اَصَابَهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتُوْا — (رواه ابو داؤد وابن ماجه)

৩৪. হযরত জারীর ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি-কোন জাতির (এবং দলের) মধ্যে এমন কোন মানুষ থাকে যে শরী'আতের পরিপন্থী ও গুনাহ্র কাজ করে আর সেই জাতি ও দল তাকে সংশোধনের শক্তি রাখে, তা সত্ত্বেও সংশোধন করে না (এ অবস্থায়ই তাকে ছেড়ে দেয়) তবে সেই লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যুর পূর্বে কোন শাস্তিতে নিয়োজিত করবেন (সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে ইব্ন মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ উদ্দেশ্য এই যে, শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ভ্রান্ত ও বিগড়ানো লোকদের সংশোধনের চেষ্টা না করা এবং উদ্বেগহীন কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করা আল্লাহ্র নিকট এরূপ গুনাহ্ যার শাস্তি আখিরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই দেওয়া হবে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَلَا تُعَذِّبْنَا!

٣٥. عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلٰى جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ اَقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِاَهْلِهَا فَقَالَ يَارَبِّ اِنَّ فِيْهِمْ عَبْدُكَ فُلَانًا لَمْ يَعْصِيْكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ تَعَالٰى اَقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَاِنَّ وَجْهَه لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ — (رواه البيهقى في شعب الايمان)

৩৫. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা জিব্রাইল (আ) কে নির্দেশ দিলেন, অমুক শহরকে বাসিন্দাসহ উল্টিয়ে দাও। জিব্রাইল (আ) নিবেদন করলেন, আল্লাহ্! এই শহরে আপনার অমুক বান্দা রয়েছে, যে চোখের পাতি পড়া সমানও আপনার আবাধ্যতা করেনি। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, সেই বান্দাসহ অন্যান্য বাসিন্দাদের ওপর বস্তি উল্টে দাও। কেননা, আমার কারণে সেই বান্দার চেহারায় পরিবর্তন আসেনি। (শু'আবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ব যুগের এ ঘটনা বর্ণনা করেন যে, কোন এক বস্তি ছিল, যার অধিবাসী সাধারণভাবে ভীষণ ফাসিক ও ফাজির ছিল। আর এরূপ মন্দ কাজসমূহ করত, যা আল্লাহ্‌র গযব ও ক্রোধের কারণ হয়ে যেত। তবে সেই বস্তিতে এরূপ এক বান্দাও ছিল, ব্যক্তিগত জীবনে যে আল্লাহ্‌র পূর্ণ অনুগত ছিল। তার থেকে কখনো গুনাহ্ প্রকাশ পায়নি। তবে তার অবস্থা এই ছিল যে, বস্তিবাসীদের গর্হিত কাজসমূহের প্রতি কখনো তার কোন প্রকার ক্রোধ আসেনি। আর চেহারার ওপর রেখাও পড়েনি। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এটাও সেই স্তরের অপরাধ ছিল যে, জিব্রাইল (আ) নির্দেশিত হলেন, বস্তির ফাসিক ফাজির অধিবাসীদের সাথে সেই বান্দার ওপরও বস্তি উল্টিয়ে দাও। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য হাদীস থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের তাওফীক দিন। আমীন!

٣٦. عَنِ الْعُرْسِ بْنِ عَمِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيْئَةُ فِى الْاَرْضِ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا — (رواه ابوداؤد)

৩৬. হযরত 'উর্‌স ইব্‌ন আমীরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন কোন স্থানে গুনাহ্‌র কাজ করা হয় তখন যে সব লোক সেখানে উপস্থিত থাকে অথচ সেই গুনাহে অসন্তুষ্ট হয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তারা অনুপস্থিত লোকের ন্যায় (অর্থাৎ তাদেরকে এই গুনাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না) আর যে ব্যক্তি এই গুনাহ্‌র স্থানে উপস্থিত নয়, কিন্তু সেই গুনাহ্‌র প্রতি

সন্তুষ্ট, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে যারা সেখানে উপস্থিত ছিল। (আর যেন গুনাহে শরীক ছিল)। (সুনানে আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ বিষয়ের অন্যান্য হাদীসের আলোকে হুযূর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীর উদ্দেশ্য এই হবে যে, যে সব লোকের সামনে আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশাবলি ও শরী'আতের পরিপন্থী কাজ করা হয়, তারা যদি তা থেকে অসন্তুষ্ট হয় এবং সামর্থ অনুযায়ী সংশোধন ও পরিবর্তের চেষ্টা করে, কিংবা কমপক্ষে অন্তরে এর বিরুদ্ধে অনুভূতি রাখে, যদিও তাদের অসন্তুষ্টি ও চেষ্টার কোন প্রভাব পড়েনি, আর গুনাহ্র ধারাবাহিকতা এভাবেই চালু থাকে, তাদের কোন জিজ্ঞাসা করা হবে না। (বরং তারা ইন্শাআল্লাহ্ অপরাগ হবে) আর যেসব লোক শরী'আতের পরিপন্থী কাজে অসন্তুষ্ট নয়, তারা যদিও গুনাহ্র স্থান হতে দূরে থাকে তবু তারা অপরাধী হবে এবং গুনাহে শরীক মনে করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাওফীক দিন যেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এসব বাণীসমূহের আলোকে আমরা নিজেদের হিসাব নিতে পারি।

٣٧. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِيْ حُدُوْدِ اللهِ وَالْوَاقِعُ فِيْهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا سَفِيْنَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِيْ اَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِيْ اَعْلاَهَا فَكَانَ الَّذِىْ فِيْ اَسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِيْنَ فِيْ اَعْلاَهَا، فَتَاَذَّوْا بِهِ فَاَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ اَسْفَلَ السَّفِيْنَةِ فَاَتَوْهُ فَقَالُوْا مَالَكَ؟ قَالَ تَاَذَّيْتُمْ بِيْ وَلاَ بُدَّ لِيْ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ اَخَذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ نَجَّوْهُ وَنَجَّوْا اَنْفُسَهُمْ وَاِنْ تَرَكُوْهُ اَهْلَكُوْهُ وَاَهْلَكُوْا اَنْفُسَهُمْ — (رواه البخارى)

৩৭. হযরত নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যারা আল্লাহ্র সীমা ও আহ্কামের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শনকারী এবং যারা আল্লাহ্র সীমা অতিক্রমকারী (অর্থাৎ আহ্কামের বিপরীত কাজ করে) তাদের দৃষ্টান্ত এমন এক দলের ন্যায় যারা পরস্পর লটারী করে এক নৌকায় আরোহন করেছে। তখন কিছু লোক নৌকার নিম্ন অংশে স্থান পেলো, আর কিছু লোক স্থান পেলো উপর অংশে। নিম্ন অংশের লোকেরা পানি নিয়ে উপর অংশের লোকদের নিকট দিয়ে যাতায়াত করছিল। এতে তারা কষ্ট অনুভব করল (আর এ বিষয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করল) তখন নিচের অংশের লোকেরা কুঠার নিয়ে নৌকার নিচু অংশে ছিদ্র করতে লাগল, (যেন নিচু থেকে সমুদ্রের পানি লাভ করতে পারে, আর পানির জন্য উপরে যাতায়াত করতে না হয়) উপরের অংশের লোকজন সেখানে এসে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের কি হল? (এটা কি করছ?) তারা বলল, (আমাদের

যাতায়াতে) তোমাদের কষ্ট হচ্ছে (আর তোমরা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছ) অথচ পানি তো (জীবনের) অপরিহার্য আবশ্যকীয়। আমরা সমুদ্র থেকে পানি লাভের জন্য এই ছিদ্র করছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তখন যদি এই নৌকারোহীরা সেই ব্যক্তিদের হাত ধরে (তাদের নৌকা ছিদ্র করতে না দেয়) তবে তাদেরকেও ধ্বংস থেকে বাঁচাবে এবং নিজেদেরকেও। আর যদি তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেয় (আর নৌকা ছিদ্র করতে দেয়) তবে তাদেরকেও মৃত্যু মুখে পতিত করবে এবং নিজেদেরও (সবাই পানিতে ডুবে যাবে।) (সহীহ্ বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা তরজমার অধীনে করা হয়েছে। দৃষ্টান্তটি সাধারণের সহজবোধ্য। হাদীসের বার্তা-যখন কোন বস্তি অথবা কোন দলে আল্লাহ্র সীমারেখা লংঘিত হয়, আর তারা প্রকাশ্যে আহ্কামের পরিপন্থী কাজ করতে থাকে এবং সেই মন্দ কাজ হতে থাকে যা আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ ও শাস্তিকে আহ্বান করে, তখন যদি তাদের ভাল ও উত্তম লোক সংশোধন ও হিদায়াতের চেষ্টা না করে তবে যখন আল্লাহ্র আযাব নাযিল হবে তখন তারাও তাতে জড়িয়ে যাবে। আর কারো ব্যক্তিগত নেকী ও পরহেযগারী তাকে বাঁচাবে না। কুরআন মজীদেও বলা হয়েছে وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَاتُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً اعْلَمُــوْا اَنَّ اللّٰهَ شَــدِيْدُ الْعِقَــابِ 'তোমরা এমন ফিত্নাকে ভয় কর যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালিম কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না, এবং মনে রেখ, আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।' (সূরা আনফাল -২৫)

কোন্ অবস্থায় সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের দায়িত্ব রহিত হয়

٣٨. عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ قَالَ اَمَا وَاللّٰهِ سَاَلْتُ عَنْهَا خَبِيْرًا سَــاَلْتُ عَنْــهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلِ ائْتَمِرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتّٰى اِذَا رَاَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَاِعْجَــابَ كُــلِّ ذِىْ رَاْىٍ بِرَاْيِهٖ فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعِ الْعَوَامَّ فَاِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ اَيَّامًا اَلصَّبْرُ فِيْهِنَّ مِثْــلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمَرِ لِلْعَامِلِ فِيْهِنَّ مِثْلُ اَجْرِ خَمْسِيْنَ رَجُلًا يَعْمَلُوْنَ مِثْلَ عَمَلِكُــمْ —

(رواه الترمذى)

৩৮. হযরত আবূ সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র বাণী "يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا هْتَدَيْتُــمْ" সম্পর্কে (এক ব্যক্তির

জিজ্ঞাসার উত্তরে) তিনি বললেন, আমি এই আয়াত সম্পর্কে সেই সত্তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যিনি (এর অর্থ ও দাবি এবং আল্লাহ্র হুকুম সম্বন্ধে) সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন (অর্থাৎ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি বললেন, (এ আয়াত সম্পর্কে ভুল বুঝ না) বরং তুমি 'আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার' সর্বদা করতে থাক। এমনকি যখন (সেই সময় এসে যায় যে) তুমি দেখবে, কৃপণতা ও ধন সঞ্চয়ের আবেগের আনুগত্য করা হচ্ছে, (আর আল্লাহ্ ও রাসূলের হুকুমের মুকাবিলায়) নিজের আত্মার প্রবৃত্তির আনুগত্য করা হচ্ছে, আর (আখিরাত ভুলে) কেবল দুনিয়াই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ মতে চলে ও অহংকারের রোগী হয়ে যায় (যখন সাধারণ মানুষের অবস্থা এই হয়ে যাবে) তখন কেবল নিজের সত্তার কথাই চিন্তা কর। সাধারণ মানুষকে ছেড়ে দাও (তাদের ব্যাপার আল্লাহ্র নিকট সমর্পণ করে দাও) কেননা, তোমাদের পর এরূপ সময়ও আসবে যে, ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে দীনের ওপর স্থির থাকা (ও শরী'আতের ওপর চলা) এমন (কঠিন ও ধৈর্যের ব্যাপার) হবে যেমন হাতের মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লওয়া। সেই দিনগুলোতে তোমাদের ন্যায় শরী'আতের ওপর আমলকারী পঞ্চাশ ব্যক্তির আমলের সমান পুরস্কার ও সাওয়াব তারা পাবে। (জামি' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবূ সা'আলাবা খুশানী (রা) কে আবূ উমাইয়া শা'বানী নামক এক তাবিঈ সূরা মায়িদার সেই ১০৫নং আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, যে আয়াত সম্বন্ধে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর কথা উপরে আলোচিত হয়েছে। তিনি এই উত্তর দেন যে, আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই আয়াত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। (কেননা, এর প্রকাশ্য শব্দাবলিতে এ সন্দেহ জাগ্রত হতে পারে যে, যদি আমরা স্বয়ং আল্লাহ্ ও রাসূলের হিদায়াত অনুযায়ী চলি তবে অন্য লোকদের দীনের চিন্তা এবং 'আমর বিল মা'আরূফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকার' আমাদের জিম্মায় নয়) তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে উত্তর দিয়েছিলেন তা হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে।

মোট কথা, নিজের দীনের চিন্তার সাথে আল্লাহ্র অন্যান্য বান্দাদের দীনের চিন্তা এবং এ ধারাবাহিকতায় 'আমর বিল মা'আরূফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকারও দীনী দায়িত্ব এবং আল্লাহ্র অভিপ্রায়। তাই সর্বদা তা করতে থাক। হ্যাঁ, যখন উম্মতের অবস্থা এই দাঁড়াবে যে, বখিলী ও কৃপণতা স্বভাবে পরিণত হয়ে দাঁড়াবে, সম্পদের পূজা হতে থাকবে এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের আহ্কামের স্থলে কেবল আত্ম প্রবৃত্তির আনুগত্য হতে থাকবে এবং আখিরাতকে ভুলে দুনিয়াকেই উদ্দেশ্য বানিয়ে নেবে, আত্মগর্ব ও স্বেচ্ছাধীন চলার মহামারি ব্যাপক হবে, এই মন্দ পরিবেশে যেহেতু

'আমর বিল মা'আরূফ ও নাহি 'আনিল মুনকারের প্রভাব ও ফায়দা এবং জনগণের সংশোধনের আশা থাকে না তখন জনগণের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে কেবল নিজের সংশোধন ও গুনাহ্ থেকে হিফাযতের চিন্তা করাই উচিত। শেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এমন যুগ আসবে যখন দীনে স্থির থাকা, আল্লাহ্ ও রাসূলের আহ্কামের ওপর চলা, হাতে আগুন লওয়ার মত কষ্টদায়ক ও ধৈর্য পরীক্ষার বিষয় হবে। প্রকাশ থাকে যে, এরূপ অবস্থায় নিজের দীনের ওপর স্থির থাকাই বিরাট জিহাদ হবে। আর অন্যদের সংশোধনের চিন্তা ও এ ধারাবাহিকতায় আমর বিল মা'আরূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের দায়িত্ব বাকি থাকবে না।

এরূপ প্রতিকূল পরিবেশ ও কঠিন অবস্থায় আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশাবলির ওপর ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে আমলকারীদের সম্বন্ধে তিনি বলেন, তারা তোমাদের ন্যায় পঞ্চাশ আমলকারীর সমান পুরস্কার ও সাওয়াব পাবে।

আল্লাহ্র পথে জিহাদ, হত্যা ও শাহাদত

যেরূপ জানা আছে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে সব নবী ও রাসূল এজন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন যে, তাঁর বান্দাদের 'সত্য-দীন' অর্থাৎ জীবনের সেই ইবাদত ও উত্তম পথের দাওআত ও শিক্ষা দেবেন এবং এ পথে পরিচালনার চেষ্টা করবেন যা তাঁদের সৃষ্টিকর্তা প্রভু তাঁদের জন্য স্থির করেছেন। এতেই রয়েছে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও সফলতা। এর ওপর যারা চলে তাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, রহমত ও জান্নাতের জিম্মাদারী।

কুরআন মজীদের বর্ণনা এবং আমাদের বিশ্বাস যে, সব নবী ও রাসূল (আ)ই স্ব-স্ব যুগে ও গণ্ডীতে এ পথেই আহ্বান করেছেন এবং এ জন্যই চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রায় সবার সাথেই এরূপ ব্যবহার করা হয়েছে যে, তাঁদের যুগে তাঁদের জাতির মন্দ ও দুরাত্মা ব্যক্তিরা তাঁদের সত্য আহ্বানকে কেবল কবূল করেনি নয় বরং প্রচণ্ড বিরোধিতা ও বাধা দান করেছে। অন্যদের পথেও বাধা দিয়েছে। যখন তারা শক্তির অধিকারী হয় তখন তারা আল্লাহ্র নবীগণ ও তাঁদের প্রতি ঈমান গ্রহণকারীদের অত্যাচার ও আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করে। নিঃসন্দেহে নবী (আ) গণের সত্য আহ্বানের এসব দুশ্মন, মানব ও মানবতার অধিকারে সাপ থেকে অধিক বিষাক্ত ও বিপদজনক ছিল। এজন্য প্রায়ই এরূপ হয়েছে যে, এ জাতীয় ব্যক্তিবর্গ ও এরূপ জাতিগুলোর প্রতি আল্লাহ্র আযাব নাযিল হয়েছে। ফলে ধরার বুক থেকে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। তারা ছিল وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ আয়াতের যোগ্য। নবী (আ) গণ ও তাঁদের মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের এ অবস্থাদি কুরআন মজীদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সর্বশেষে শেষ নবী সায়্যিদিনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হলেন। পূর্ববর্তী নবীগণের ন্যায় তিনিও দীনে হকের দাওআত দিলেন। কতক উত্তমস্বভাব বান্দা তাঁর দাওআত গ্রহণ করেন। কুফ্র, শির্ক; ফিস্ক, পাপাচার ও সীমা লংঘনের জাহিলী জীবন ছেড়ে তারা আল্লাহ্র ইবাদত সম্পর্কীয় পবিত্র জীবন গ্রহণ করেন, যে জীবনের প্রতি তিনি আহ্বান করতেন। কিন্তু জাতির অধিকাংশ প্রধান ও নেতাগণ প্রচণ্ড বিরোধিতা ও বাধার নীতি অবলম্বন করে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উত্যক্ত করে। তাঁর প্রতি ঈমান গ্রহণকারীদেরকেও উত্যক্ত করে। বিশেষ করে দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তিবর্গের প্রতি অত্যাচার ও বিপদের পাহাড় পতিত হয়।

মক্কার হতভাগা আবূ জাহ্ল, আবূ লাহাব প্রমুখ নিঃসন্দেহে এরূপই ছিল যে, পূর্ববর্তী শাস্তিপ্রাপ্ত লোকদের ন্যায় তাদের প্রতিও আসমানী আযাব আসত, আর তাদের অস্তিত্ব থেকে ধরা পৃষ্ঠকে পবিত্র করা হত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্ তা'আলা 'সায়্যিদুল মুরসালীন' ও 'খাতিমুন্নাবিয়্যীন' ছাড়াও 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' করে পাঠিয়ে ছিলেন। এর ভিত্তিতে তাঁর জন্য ফায়সালা করা হয় যে, তাঁর বিরোধী ও তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী এবং উত্যক্তকারী নিকৃষ্ঠতম শত্রুদের প্রতিও আসমানী শাস্তি অবতীর্ণ করা হবে না। এর পরিবর্তে তাঁর প্রতি ঈমান গ্রহণকারীদের মাধ্যমেই তাদের শক্তি খর্ব করে দেওয়া হবে এবং 'দীনে হক'-এর দাওআতের পথ নিষ্কণ্ঠক করা হবে। আর তাঁদের হাতেই এ সব অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে। এ কাজে তাঁদের ভূমিকা হবে আল্লাহ্র সৈন্য ও কর্মী বাহিনীরূপে। সুতরাং এজন্য যখন আল্লাহ্র নির্ধারিত সময় এসে গেল তখন নবুওতের এয়োদশ সালে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর প্রতি ঈমান গ্রহণকারীদের মক্কা মুয়ায্যমা থেকে হিজরতের নির্দেশ দেওয়া হল।

এই হিজরত প্রকৃতপক্ষে 'দীনে হক'-এর দাওআতের সেই দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা ছিল, যে জন্য ঈমান গ্রহণকারী দাওআত বহনকারীদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ ছিল যে, মু'মিনদের বাধাদানকারী, অত্যাচার ও উত্যক্তকারী দুষ্ট নিচাশয়দের প্রতিপত্তি খর্ব ও দাওআতে হকের পথ নিষ্কণ্ঠক করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের জান ও নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে মাঠে নামবে। এরই শিরোনাম 'আল্লাহ্র পথে জিহাদ ও কিতাল'। আর এই পথে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করার নাম শাহাদত। সম্মানিত পাঠক! এ ভূমিকা দ্বারা হয় তো বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে, কুফ্র ও কাফিরের বিরুদ্ধে মু'মিনদের সশস্ত্র চেষ্টা-প্রচেষ্টা (আক্রমণাত্মক হোক অথবা প্রতিরক্ষামূলক, আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট এবং শরী'আতের পরিভাষায় যখনই 'জিহাদ ও কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ্' বলা হয়, তখন এর উদ্দেশ্য সত্য দীনের হিফাযত ও সাহায্য) কিংবা দীনের পথ নিষ্কণ্ঠক করা ও আল্লাহ্র বান্দাদের তাঁর রহমতের যোগ্য ও জান্নাতী করা। কিন্তু শক্তি পরীক্ষার

উদ্দেশ্য যদি রাষ্ট্র ও সম্পদ লাভ হয় অথবা নিজের ব্যক্তিগত কিংবা দেশের পতাকা সমুন্নত রাখা হয়, তবে তা কখনো জিহাদ ও কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ্ হয় না।

উপরোক্ত লাইনগুলোতে যা নিবেদন করা হয়েছে, তা থেকে পাঠকবর্গ হয় তো এটাও অবগত হয়ে থাকবেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শরী'আতে জিহাদের নির্দেশ ও নীতি এ দৃষ্টিকোণ থেকে 'বিরাট রহমত'। নবী (আ) গণের সত্য দাওআতের মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ও বাধাদানকারীদের প্রতি যেরূপ আসমানী শাস্তি পূর্বে এসে থাকত , এখন কিয়ামত পযর্ন্ত কখনো তা আসবে না। যেন জিহাদ এক পর্যায়ে সেই শাস্তির স্থলবর্তী। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

এ ভূমিকার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিম্ন বর্ণিত বাণী সমূহ পাঠ করা যেতে পারে, যে গুলোতে বিভিন্ন শিরোনামে আল্লাহ্র পথে জিহাদ ও শাহাদতের ফযীলতসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

٣٩. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَضِىَ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَّجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَعَجِبَ لَهَا اَبُوْ سَعِيْدٍ فَقَالَ اَعِدْهَا عَلَىَّ يَارَسُوْلَ اللهِ فَاَعَادَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَاُخْرٰى يَرْفَعُ اللهُ بِهَا الْعَبْدَ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِى الْجَنَّةِ بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ قَالَ وَمَاهِىَ يَارَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ (رواه مسلم)

৩৯. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদিন) বলেন, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহ্কে নিজের রব, ইসলামকে নিজের দীন ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্র রাসূল ও পথ প্রদর্শক জেনেছে তাঁর জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যবান মুবারক থেকে এ সু-সংবাদ শুনে হাদীসের বর্ণনাকারী) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) অতিশয় আনন্দিত হলেন (তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ কথা পুনরায় বলুন। সুতরাং তিনি পুনরায় বললেন। (এর সাথে অতিরিক্ত এটাও) তিনি বললেন যে, আরেকটি দীনী কাজ (যা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বিরাট) সেই কাজ সম্পাদনকারীকে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের শত উঁচু দরজা দান করবেন, যেগুলোর পরস্পরের মধ্যে আসমান যমীনের দূরত্ব হবে। (এ কথা শুনে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) নিবেদন করলেন) হুযূর! সেটা কোন্ কাজ? তিনি বললেন, সেটা আল্লাহ্র পথে জিহাদ, আল্লাহ্র পথে জিহাদ, আল্লাহর পথে জিহাদ। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ প্রকাশ থাকে, যে ব্যক্তি মনে প্রাণে আল্লাহ্ তা'আলাকে নিজের রব এবং সায়্যিদিনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের রাসূল ও ইসলামকে নিজের দীন বানাবে, তাঁর জীবনও ইসলামী হবে। সে স্বীয় প্রভুর নির্দেশ পালনকারী এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত হবে। এ রূপ বান্দাদেরকে তিনি সুসংবাদ প্রদান করেছেন যে, তাঁদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জান্নাতের ফায়সালা হয়ে গেছে, জান্নাত তাঁদের জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যবান মুবারক থেকে এ সুসংবাদ শুনে সীমাহীন খুশী হন। (সম্ভবত এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও করুণায় এ সম্পদ তাঁর অর্জিত হয়েছিল)। তিনি (আনন্দে ও আবেগের অবস্থায়) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট নিবেদন করলেন, হুযূর! পুনরায় বলুন। তিনি পুনরায় বলেছিলেন এবং এতদসঙ্গে অতিরিক্ত বললেন, আরেকটি কাজ এরূপ যার সম্পাদনকারীকে শত উঁচু দরজা দান করবেন। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, এটা আল্লাহ্র পথে জিহাদ, আল্লাহ্র পথে জিহাদ, আল্লাহ্র পথে জিহাদ।

উত্তরে তিনি তিনবার বললেন, اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ এতে প্রত্যেক আগ্রহান্বিত ব্যক্তি বুঝতে সক্ষম হবেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হৃদয় মুবারকে জিহাদের কীরূপ মর্যাদা, ভালবাসা ও আগ্রহ ছিল। সামনে লিপিবদ্ধাধীন হাদীস দ্বারা বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। প্রকাশ থাকে যে, আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্বন্ধে কুরআন ও হাদীসে যা কিছু বলা হয়েছে, তাঁর পূর্ণ রহস্য সেখানে পৌঁছেই জানা যাবে। আমাদের এ জগতে এর কোন উপমা ও দৃষ্টান্ত বিদ্যমান নেই। কেবল অন্তর দিয়ে আমাদের মেনে নেওয়া ও বিশ্বাস করে নেওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন তা সত্য ও সঠিক। যথা সময়ে তা প্রকাশ পাবে। ইন্‌শা আল্লাহ্ এটা আমরাও দেখব।

٤٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْلاَ اَنَّ رِجَالاً مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ تَطِيْبُ اَنْفُسُهُمْ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنِّىْ وَلاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَاتَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْا فِى سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُ اَنْ اُقْتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ — (رواه البخارى ومسلم)

৪০. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, যদি বিষয় এরূপ না হত যে, আমার সাথে জিহাদে না যাওয়ার কারণে বহু মু'মিনের অন্তর অসন্তুষ্ট, পক্ষান্তরে তাদের জন্য আমার যানবাহনের ব্যবস্থা নেই(যদি এ অক্ষমতা ও প্রতিবন্ধকতা না হত) তবে আমি আল্লাহ্র পথে জিহাদে গমনকারী প্রত্যেক দলের সাথে যেতাম (জিহাদের প্রতিটি অভিযানে অংশ গ্রহণ করতাম) কসম সেই সত্তার যার আয়ত্বে আমার প্রাণ! আমার আন্তরিক বাসনা, আমি আল্লাহ্র পথে শহীদ হই। পুনরায় আমাকে জীবিত করা হয়, এরপর আমাকে শহীদ করা হয়। পুনরায় আমাকে জীবিত করা হয়, তারপর আমাকে শহীদ করা হয়। পুনরায় আমাকে জীবন দান করা হয়, তারপর আমাকে শহীদ করা হয়। (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের উদ্দেশ্য ও দাবি আল্লাহ্র পথে জিহাদ ও শাহাদতের মর্যাদা এবং ভালবাসা বর্ণনা করা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীর মোটকথা, আমার অন্তরের দাবি ও উত্তাপ হচ্ছে, আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য যাত্রাকারী প্রত্যেক সেনা দলের সাথে আমি যাব। আর প্রত্যেকটি জিহাদী অভিযানে আমার অংশগ্রহণ হবে। কিন্তু অপরাগতা এরূপ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, মুসলমানদের মধ্যে এরূপ প্রাণ উৎসর্গকারী রয়েছে, যারা এতে সম্মত হতে পারে না যে, আমি যাব আর তারা আমার সাথে যাবে না। পক্ষান্তরে আমার নিকটও তাদের সবার জন্য যান বাহনের ব্যবস্থা নেই। তাই তাদের জন্য আমি নিজের উত্তাপকে প্রশমিত রাখি অন্তরের চূড়ান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও প্রতিটি জিহাদের অভিযানে আমি যাই না।

এ ধারাবাহিকতায় তিনি নিজের আন্তরিক দাবি ও উত্তাপের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে শপথসহ বলেন, আমার ঐকান্তিক বাসনা এই যে, দীনের শত্রুদের হাতে জিহাদের মাঠে আমি শহীদ হই। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে জীবিত করবেন, তারপর আমি তাঁর পথে এভাবে শহীদ হই, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে জীবন দান করবেন, তারপর এভাবে শহীদ হই। পুনরায় আমি জীবিত হই, এরপর আমি শহীদ হয়ে যাই।

٤١. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ اَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَلَهٗ مَافِى الْاَرْضِ مِنْ شَيْئٍ اِلاَّ الشَّهِيْدُ يَتَمَنّٰى اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ — (رواه البخارى ومسلم)

৪১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জান্নাতে পৌঁছার পর কোন ব্যক্তি পসন্দ করবে না, তাকে এমতাবস্থায় দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করা হোক যে, দুনিয়ার সব জিনিস তার। (সব কিছুর মালিক সে) তবে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়ে জান্নাতে পৌঁছবে সে এই কামনা করবে যে, তাকে দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করা হবে, আর সে পুনরায় (একবার নয়) দশবার আল্লাহ্র পথে শহীদ হবে। এ কামনা সে এজন্য করবে যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে জান্নাতে শহীদের বিরাট সম্মান ও মর্যাদা সে দেখতে পাবে। আর দেখতে পাবে সেখানে তাদের উঁচু স্থান ও মর্যাদা। (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

٤٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ اَلْقَتْلُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْئٍ اِلاَّ الدَّيْنَ ـ (رواه مسلم)

৪২. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইব্নুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ্র পথে শহীদ হওয়া ঋণ ছাড়া সব গুনাহ্র কাফ্ফারা। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশসমূহ পালন ও তাঁর অধিকার পূরণে বান্দা থেকে যে ক্রটি ও গুনাহ্ হয়ে থাকে আল্লাহ্র পথে নিষ্ঠার সাথে প্রাণ বিসর্জন ও আল্লাহ্র পথে শাহাদত সেই সব গুনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যাবে। শাহাদতের ওসীলায় সব মাফ হয়ে যাবে। তবে তার ওপর কোন বান্দার ঋণ থাকলে অথবা বান্দাদের কোন হক থাকলে তা শাহাদতেও ক্ষমা হবে না। আলোচ্য হাদীস দ্বারা আল্লাহ্র পথে শাহাদতের মর্যাদা জানা গেল এবং ঋণ ইত্যাদি বান্দার হক সম্পর্কীয় বিরাট কঠিন বিষয়ও জানা গেল। আল্লাহ্ তা'আলা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাওফীক দিন।

٤٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْــــهِ وَسَـلَّمَ
اَلشَّهِيْدُ لاَيَجِدُ اَلَمَ الْقَتْلِ اِلاَّ كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمْ اَلَمَ الْقَرْصَةِ (رواه الترمذى والمنسائ والــدامى)

৪৩. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ্র পথে শাহাদত বরণকারী ব্যক্তি নিহত হওয়ার ফলে কেবল এতটুকু কষ্ট অনুভব করে, যে কষ্ট তোমাদের কেউ পিঁপড়া দংশনে অনুভব করে থাকে। (জামি' তিরমিযী, সুনানে নাসাঈ, সুনানে দারিমী)

ব্যাখ্যা ঃ যে ভাবে আমাদের এ জগতে অপারেশনের স্থানকে ইনজেকশনের মাধ্যমে অবশ করে বড় বড় অপারেশন করা হয়, ফলে অপারেশনের কষ্ট নাম মাত্র অনুভূত হয়, অনুরূপ বুঝা চাই যে, যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে শহীদ হয় তখন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে তাঁর প্রতি এমন অবস্থা প্রবাহিত করা হয় যে, শাহাদত কালে পিঁপড়ার দংশন থেকে অধিক কষ্ট অনুভূত হয় না।

জামি' তিরমিযীরই অন্য এক হাদীসে আছে, যখন কোন বান্দাকে আল্লাহ্র পথে শহীদ করা হয় তখন জান্নাতে তার ঠিকানা তার সামনে উপস্থিত করা হয়। (يُرَاى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ) জান্নাতের এই দৃশ্যের স্বাদ ও গন্ধ এরূপ জিনিস, যে কারণে হত্যার কষ্ট অনুভব না হওয়া অনুমান যোগ্য।[১]

٤٤۔ عَنْ سَهْلِ ابْنِ حُنَيْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ – (رواه مسلم)

৪৪. হযরত সাহ্ল ইব্ন হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সঠিক হৃদয়ে আল্লাহ্র নিকট শাহাদত প্রার্থনা

---

[১] আমাদের এ যুগের ঘটনা হাকিমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ)-এর মর্যাদাবান খলীফা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ হাসান অমৃতসরী (রহ) যিনি দেশ বিভাগের পর অমৃতসর থেকে লাহোর স্থানান্তরিত হয়েছিলেন এবং সেখানে 'জামিআ' আশরাফীয়া' প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন। তাঁর পায়ে একটি ক্ষত ছিল, যা বেড়ে হাঁটুর ওপর রাণ পর্যন্ত পৌঁছে দিল। লাহোরের ডাক্তারগণ রাণের উপর অংশে কাটা প্রয়োজন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। এতে তিনি সম্মত হলেন। অপারেশনের থিয়েটারে যখন টেবিলের ওপর তাঁকে নেওয়া হল, নিয়মানুযায়ী ডাক্তারগণ তাঁকে অচেতন করতে চাইলেন। তিনি বললেন, অচেতন করার প্রয়োজন নেই। এভাবেই আপনারা আপনাদের কাজ সামাধা করুন। ডাক্তারগণ বললেন, বিরাট অপারেশন। কয়েক ঘন্টা লাগবে এবং হাড় কাটতে হবে তাই অচেতন করার প্রয়োজন রয়েছে। হযরত মুফতী সাহেব বললেন, মোটেই প্রয়োজন নেই। আপনারা আপনাদের কাজ শুরু করুন। তিনি তাস্বীহ হাতে নিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরে শুয়ে রইলেন। ডাক্তারগণ তাঁর নির্দেশ পালনে এভাবেই কাজ শুরু করলেন। অপারেশনে প্রায় আড়াই ঘন্টা লেগেছিল। উক্ত সময় মুফতী সাহেব এভাবেই শুয়ে রইলেন। ডাক্তারগণ চূড়ান্ত পর্যায়ের আশ্চর্য হলেন। বিষয়টি তাদের বুদ্ধি ও ধারণার বাইরে ছিল। পরে কোন বিশেষ ভক্ত পিড়া-পীড়ির সুরে জিজ্ঞাসা করেন, হুযূর! ঘটনাটি কি ছিল? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তখন এই কষ্টের পুরস্কার আমার সামনে মেলে ধরা হয়। সেই দৃশ্যাবলির মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন। এ অপারেশনের কোন কোন প্রত্যক্ষদর্শী এখনও লাহোরে জীবিত আছেন। আল্লাহ্ তা'আলার বিষয় আমাদের কল্পনা ও অনুমান থেকে বহু উর্ধ্বে।

করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শহীদদের মর্যাদায়ই পৌছাবেন। যদিও সে স্বীয় বিছানায় ইন্তিকাল করে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আমাদের যুগে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ ও শাহাদতের দরজা যেন বন্ধ। কিন্তু আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি শাহাদতের উপরোক্ত ফযীলতের প্রতি দৃষ্টিদান করে সত্যিকার অন্তরে এর বাসনা পোষণ করে আল্লাহ্ তা'আলা তার নিয়ত ও চাহিদা অনুযায়ী তাকে শহীদগণের মর্যাদাই দান করবেন।

٤٥. عَنْ اَنَسٍ رضـــ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَــزْوَةِ تَبُوْكَ فَدَنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ اِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ اَقْوَامًا مَاسِرْتُمْ مَسِيْرًا وَّلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا اِلاَّ كَانُوْا مَعَكُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ ؟ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ ــ

(رواه البخارى ورواه مسلم عن جابر)

৪৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, মদীনার নিকটবর্তী হয়ে তিনি বললেন, মদীনার মধ্যে কতক এমন ব্যক্তিও রয়েছে; যারা পূর্ণ সফরে তোমাদের সাথী ছিল। তোমরা যখন কোন মাঠ অতিক্রম করছিলে তখন তারাও তোমাদের সাথী ছিল। কোন কোন সফর সঙ্গী তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা তো মদীনায় ছিল। (এরপরও ভ্রমণে তাঁরা আমাদের সঙ্গী ছিল?) তিনি বললেন, হ্যাঁ তারা মদীনায়ই ছিল। কোন ওযর, বাধ্যতবাধকতায় তারা আমাদের সফর সঙ্গী হতে পারেনি। (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ উদ্দেশ্য এই যে, মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে কতক এরূপ ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা তাবূক অভিযানে তাঁর সঙ্গী হতে চাচ্ছিলেন। তাঁদের দৃঢ় সংকল্পও ছিল। কিন্তু কোন সাময়িক অপারগতা ও বাধ্যবাধকতার কারণে যেতে পারেননি। সুতরাং যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে যেতে তাঁদের নিয়ত ছিল, এজন্য আল্লাহ্ তা'আলার দফতরে তাঁরা অভিযান কারীদের তালিকায়ই লিপিবদ্ধ হন। আলোচ্য হাদীসের এক বর্ণনায় এ শব্দাবলিও এসেছে, اَلاَّ شَرَكُوْكُمْ فِى الْاَجْــرِ অর্থাৎ সেই নিষ্ঠাবান মু'মিনগণ নিজেদের সঠিক নিয়তের কারণে এই তাবূক যুদ্ধের সাওয়াবে তোমাদের শরীক ও অংশীদার নির্ধারিত হয়েছে। এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, যদি কোন লোক কোন নেক কাজে শরীক হওয়ার নিয়ত রাখে, কিন্তু কোন অপরাগতা ও বাধ্যবাধকতার কারণে সময়ে শরীক হতে পারেনি তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার নিয়তের ওপরই কার্যত শরীক হওয়ার পুরস্কার ও সাওয়াব দান করবেন।

٤٦. عَنْ اَبِـــىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَبْوَابَ
الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ ــ (رواه مسلم)

৪৬. হযরত আবূ মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তলোয়ারের ছায়ার নিচে জান্নাতের দরজাসমূহ। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ উদ্দেশ্য এই যে, যুদ্ধের মাঠে যেখানে তলোয়ারগুলো মাথা সমূহের উপর ঘুরে এবং আল্লাহ্র পথে প্রাণ বিসর্জনকারী মুজাহিদ শহীদ হন সেখানে জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে শাহাদত বরণ করে তখনই সে জান্নাতের দরজা দিয়ে তাতে প্রবেশ করে। সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আলোচ্য হাদীস থেকে জানা গেল, আবূ মুসা আশ'আরী (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী কোন জিহাদের ময়দানে তখন শুনিয়ে ছিলেন, যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাঠ উত্তপ্ত ছিল।

সামনে বর্ণনায় আছে, হযরত আবূ মূসা আশা'আরী (রা)-এর মুখ থেকে রাসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ বাণী শুনে আল্লাহ্র এক ক্লান্ত বান্দা দাঁড়িয়ে বললেন, হে আবূ মূসা! তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা বলতে স্বয়ং শুনেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ ,আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র যবান থেকে স্বয়ং এ কথা শুনেছি। তখন সেই ব্যক্তি আপন সাথীদের নিকট এলেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে শেষ সালাম জানাতে এসেছি, আমার বিদায়ী সালাম গ্রহণ কর। এরপর তিনি তাঁর তলোয়ারের খাফ ভেঙ্গে ফেলে দিলেন। উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে শত্রু-সারির প্রতি ধাবিত হলেন। এভাবে তিনি তলোয়ার চালনা করতে থাকেন। এমনকি শহীদ হয়ে আপন উদ্দেশ্যে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী মুতাবিক জান্নাতের দরজা দিয়ে জান্নাতে দাখিল হয়ে যান।

٤٧. عَنْ اَبِـــىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ مَثَـــلُ
الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِـــاٰيَاتِ اللهِ لاَيَفْــتُرُ مِنْ صِيَـــامٍ
وَلاَ صَلٰوةٍ حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ــ (رواه البخارى ومسلم)

৪৭. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী (আল্লাহ্র নিকট) সেই লোকের ন্যায়, যে সর্বদা রোযা রাখে, আল্লাহ্র সমীপে দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, আল্লাহ্র আয়াতের তিলাওয়াত করে, এবং নামায ও রোযা থেকে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নেয় না। এমনকি আল্লাহ্র পথে সেই মুজাহিদ ঘরে প্রত্যাবর্তন করে। (আল্লাহ্র নিকট এরূপ অবস্থাই)
(সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, ঘরে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নিকট সে অবিচ্ছিন্ন ইবাদতে রয়েছে। আর সে সেই ইবাদতকারী বান্দাগণের ন্যায় যারা ধারাবাহিক রোযা রাখে, আল্লাহ্‌র সমীপে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে ও আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে থাকে।

٤٨. عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضـــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَــــانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَعَيْنٌ تَحْرُسُ فِي سَبَــيْلِ اللهِ (رواه الترمذى)

৪৮. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দু'টি চোখ এরূপ যে গুলোকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শও করতে পারবে না। একটি সেই চোখ, যা আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করেছে। আর অন্যটি সেই চোখ, যা জিহাদে রাত জেগে পাহারাদারী করেছে। (জামি' তিরমিযী)

٤٩. عَنْ اَنَسٍ رضـــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَغَدْوَةٌ فِــــى سَبِيْلِ اللهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ـــ (رواه البخارى ومسلم)

৪৯. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এক সকালে আল্লাহ্‌র পথে বের হওয়া কিংবা এক বিকালে বের হওয়া দুনিয়া ও এর মধ্যের সব কিছু হতে উত্তম। (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র পথে সামান্য সময় বের হওয়াও আল্লাহ্‌র নিকট দুনিয়া ও এর মধ্যের সব কিছু হতে উত্তম। আর এ কথা বিশ্বাস করা চাই যে, আখিরাতে এর যে পুরস্কার পাবে তার মুকাবিলায় এ জগত ও এতে যা কিছু রয়েছে তুচ্ছ। দুনিয়া ও এর যাবতীয় বস্তু ধ্বংসশীল, আর সেই পুরস্কার চিরস্থায়ী।

٥٠. عَنْ اَبِىْ عَبْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ مَــا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ ـــ (رواه البخارى)

৫০. হযরত আবূ আব্‌স (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এটা হতে পারে না যে, কোন বান্দার পা আল্লাহ্‌র পথে চলতে গিয়ে ধূলায় ধূসরিত হল, আর জাহান্নামের আগুন তা স্পর্শ করতে সক্ষম হবে।

(সহীহ্ বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসের বিষয়বস্তু কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী নয়। তবে এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, হযরত আবূ আব্‌স-এর আলোচ্য হাদীস ইমাম তিরমিযীও বর্ণনা করেছেন। তাতে এই সংযোজন রয়েছে যে, এ হাদীসের বর্ণনাকারী ইয়াযিদ ইব্‌ন আবি মারয়াম বর্ণনা করেন যে, আমি জুমু'আর নামায পড়ার জন্য জামি' মসজিদের দিকে যাচ্ছিলাম। পথে আমি আবায়া ইব্‌ন রিফা'আ তাবিঈর সাক্ষাত পেলাম। তিনি আমাকে বললেন, أُبْشُرْ فَاِنَّ خُطَاكَ هٰذِهٖ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ سَمِعْتُ اَبَا عَبْسٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ — তোমাকে সুসংবাদ। তোমার এই পা (যা দিয়ে চলে তুমি জামি' মসজিদের দিকে যাচ্ছ) আল্লাহ্‌র পথে রয়েছে। আমি আবূ আবস (রা) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে বান্দার পা আল্লাহ্‌র পথে ধূলায় ধূসরিত হয়েছে সেই পাদ্বয় জাহান্নামে হারাম (অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন তা স্পর্শ করতে পারবে না)। আবায়া ইব্‌ন রিফা'আ তাবিঈর এই বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, তাঁর নিকট 'আল্লাহ্‌র পথে' জিহাদ ও হত্যাই নির্দিষ্ট নয়। বরং তাতে প্রশস্ততা রয়েছে। নামায আদায় করার জন্য যাওয়া, অনুরূপভাবে দীনের খিদমত ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করাও এর প্রশস্ত অর্থে অন্তর্ভুক্ত। এভাবে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত পূর্ববর্তী হাদীস لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَوْرَوْحَــةٌ... الـــخ সম্পর্কেও বুঝা চাই যে, আল্লাহ্‌র জন্য ও দীনের খিদমতের ধারাবাহিকতায় প্রতিটি আন্তরিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও পদক্ষেপ কারীদেরও এ সুসংবাদে অংশ রয়েছে।

٥١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُوْ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِــهٖ نَفْسَهٗ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنْ نِفَاقٍ — (رواه مسلم)

৫১. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় ইন্‌তিকাল করেছে যে, সে জিহাদে অংশ গ্রহণ করেনি, আর জিহাদের চিন্তাও করেনি, (না-এর নিয়ত করেছে) তবে এক প্রকার মুনাফিকের অবস্থায় সে ইন্‌তিকাল করেছে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন মজীদে সূরা হুজুরাতে বলা হয়েছে-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِــــاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اُوْلٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ —

'তারাই মু'মিন যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ। এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্র পথে জিহাদ সঠিক ঈমানের আনুষঙ্গিকের অন্তর্ভুক্ত। আর সত্যিকার মু'মিন সেই ব্যক্তি যার জীবন ও আমল নামায় জিহাদও রয়েছে। (যদি বাস্তব জিহাদ না হয়ে থাকে তবে কম পক্ষে এর আবেগ, নিয়ত ও বাসনা থাকা চাই) সুতরাং যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিল যে, না সে বাস্তব জিহাদে অংশ নিয়েছে, আর না কখনো জিহাদের নিয়ত ও বাসনা করেছে, তবে সে সঠিক মু'মিন অবস্থায় দুনিয়া থেকে যায়নি, বরং এক স্তরের মুনাফিকসুলভ অবস্থায় গিয়েছে। বস্তুত আলোচ্য হাদীসের বার্তা ও দাবি এটাই।

٥٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِىَ اللهُ بِغَيْرِ اَثَرٍ مِنْ جِهَادٍ لَقِىَ اللهُ وَفِيْهِ ثُلْمَةٌ — (رواه الترمذى وابن ماجه)

৫২. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি জিহাদের চিহ্ন ছাড়া আল্লাহ্র সাথে মিলিত হবে সে এরূপ অবস্থায় মিলিত হবে তার মধ্যে (অর্থাৎ তার দীনে) ক্ষতি থাকবে।

(জামি' তিরমিযী, সুনানে ইব্ন মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবূ হুরাইরা (রা)-এরই উপরে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় যা কিছু বলা হয়েছে তা দ্বারা আলোচ্য হাদীসেরও ব্যাখ্যা হয়ে যায়। আলোচ্য হাদীসে এবং এ জাতীয় অন্যান্য হাদীস পাঠের সময় এ বিষয় দৃষ্টিতে থাকা চাই যে, কুরআন হাদীসের পরিভাষায় 'জিহাদ' কেবল হত্যা ও সশস্ত্র যুদ্ধের নামই নয় বরং দীনের সাহায্য ও খিদমতের ধারাবাহিকতায় সে সময় যে প্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টা সম্ভব তাই তখনকার জিহাদ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্যে নিষ্ঠার সাথে সে বিষয়ে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালায় এবং সে বিষয়ে নিজের প্রাণ, সম্পদ ও নিজের যোগ্যতা নিয়োজিত করে আল্লাহ্র নিকট সে জিহাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ইন্শাআল্লাহ্ অতি সত্তর এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

٥٣. عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ اَهْلِه فَقَدْ غَزَا (رواه البخارى ومسلم)

৫৩. হযরত যায়দ ইব্‌ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী কোন মুজাহিদকে সরঞ্জাম দিল (আল্লাহ্‌র নিকট) সেও জিহাদে অংশ নিল। আর যে ব্যক্তি কোন গাজীর পরিবার-পরিজনের সংবাদ নিল, সেও জিহাদে অংশগ্রহণ করল। (অর্থাৎ এই উভয় ব্যক্তি জিহাদের সাওয়াব পাবে এবং আল্লাহ্‌র দফতরে তাকেও মুজাহিদদের অন্তর্ভুক্ত লিখা হবে)। (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বাণীসমূহ থেকে মূলনীতি জানা গেল যে, দীনের কোন বড় কাজ সম্পাদনকারীর জন্য তার সরঞ্জাম সরবরাহকারী, এভাবে দীনের খিদমত ও সাহায্যের ব্যাপারে নির্গতকারীদের পরিবার পরিজনের সংবাদ গ্রহণকারীগণ আল্লাহ্‌র নিকট সেই খিদমত ও সাহায্যে শরীক এবং পূর্ণ সাওয়াবের ভাগী। আমাদের মধ্যে যে সব লোক নিজেদের বিশেষ অবস্থা ও অপারগতার কারণে দীনের সাহায্য ও খিদমতের কোন বড় কাজে সরাসরি অংশ গ্রহণ করতে পারে না, তারা অন্যদের জন্য তাদের সরঞ্জাম সরবরাহ করে এবং তাদের পরিবারের খিদমত ও দেখাশুনা নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে দীনের খাদিম ও সাহায্যকারীর সারিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আর জিহাদের পূর্ণ পুরস্কার অর্জন করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা তাওফীক দান করুন।

٥٤. عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُ والْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ — (رواه ابو داود والنسائ والدارمی)

৫৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুশ্‌রিকদের সাথে জিহাদ কর নিজেদের জান, মাল ও যবান দিয়ে। (সুনানে আবূ দাঊদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে দারিমী)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ কাফির ও মুশ্‌রিকদেরকে তাওহীদ ও সত্যদীনের পথে নিয়ে আসার জন্য এবং তাদের শক্তি চূর্ণ করে সত্যের প্রতি আহ্বানের পথ পরিষ্কার করার জন্য সময় ও সুযোগের চাহিদা অনুযায়ী জান ও মাল দ্বারা চেষ্টা -প্রচেষ্টা কর, এ পথে এসব ব্যয় কর। আর মুখ এবং কথা দ্বারাও কাজ কর। আলোচ্য হাদীস থেকে জানা গেল, সত্যের পথে, দাওআতের পথে অর্থ ব্যয় করা এবং মুখ (এভাবে লিখনী) দ্বারা কার্য গ্রহণ করাও জিহাদের ব্যাপক অর্থে অন্তর্ভুক্ত।

জিহাদ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা

আমাদের উর্দূ পরিভাষায় 'জিহাদ' সেই সশস্ত্র যুদ্ধকেই বলা হয় যা আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী দীনের হিফাযত ও সাহায্যের জন্য সত্যের শত্রুদের সাথে করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত আরবী পরিভাষা এবং কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় শত্রুর মুকাবালায় যে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পূর্ণ চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং শক্তি ব্যয় করার নাম জিহাদ। স্থান কাল-পাত্র ভেদে যা যুদ্ধ ও হত্যার আকৃতিতেও হতে পারে। আর অন্যান্য পন্থায়ও হতে পারে। (কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এই ব্যাপক অর্থেই জিহাদ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওতের আসনে সমাসীন হওয়ার পর প্রায় ১৩ বছর মক্কা মু'আয্‌যমায় ছিলেন। এই গোটা সময়ে দীনের শত্রু, কাফির মুশ্‌রিফদের সাথে তলোওয়ারের যুদ্ধ ও হত্যার কেবল অনুমতি ছিল না বরং এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ছিল। নির্দেশ ছিল। كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ... (অর্থাৎ যুদ্ধ ও হত্যা থেকে তোমরা তোমাদের হাতকে সংবরণ কর)।

এই মক্কী জীবনেই সূরা আল্ ফুরআন নাযিল হয়েছিল। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا সুতরাং হে আমার রাসূল! আপনি এই অবিশ্বাসীদের কথা শুনবেন না। আর আমার কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যান। স্পষ্টত এ আয়াতে যে জিহাদের হুকুম দেওয়া হয়েছে তার অর্থ তলোয়ার ও হত্যার জিহাদ নয়। বরং কুরআনের সাহায্যে দাওআত ও তাবলীগের চেষ্টা-প্রচেষ্টাই উদ্দেশ্য। এবং এ আয়াতে একে কেবল জিহাদ নয় বরং 'হিজাদে কাবীর ও জিহাদে আযীম' বলা হয়েছে।

এভাবে সূরা আন্‌কাবূতও হিজরতের পূর্বে মক্কা মু'আয্‌যমায় অবস্থান কালেই নাযিল হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছে। وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ যে ব্যক্তি আমার পথে সাধনা করে সে তো নিজের জন্যই সাধনা করে। (তাতে আল্লাহ্‌র কোন ফায়দা নেই) আল্লাহ্ তো বিশ্বজগত থেকে অমুখাপেক্ষী।

আর এ সূরা আনকাবূতেরই শেষ আয়াত وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ যারা আমার পথে সংগ্রাম করে (অর্থাৎ আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা ও সাধনা করে) আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার (নৈকট্য ও সন্তুষ্টির) পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্ম পরায়ণদের সংগে থাকেন।

উল্লেখ্য, সূরা আনকাবূতের উভয় আয়াতেই 'জিহাদ' দ্বারা তলোয়ারের জিহাদ অর্থ গ্রহণ করা যায় না। বরং আল্লাহ্‌র পথে তাঁর 'নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং কষ্ট বহন করাই উদ্দেশ্য, যে প্রকারেই হোক। বস্তুত দীনের পথে

আল্লাহ্‌র জন্য প্রতিটি আন্তরিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং জান মাল ও আরাম-আয়েশ-এর কুরবানি ও আল্লাহ্ তা'আলার দানকৃত যোগ্যতাসমূহ পরিপূর্ণ ব্যবহার, এসবই স্বস্থানে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের আকৃতি ধারণ করে আছে। আর এসবের পথ সর্বদা দুনিয়ার সব স্থানে আজও উন্মুক্ত আছে।

হ্যাঁ, তলোয়ারের জিহাদ এবং আল্লাহ্‌র পথে হত্যা কোন কোন দিক থেকে শ্রেষ্ঠ জিহাদ। আর এ পথে প্রাণ বিসর্জন ও শাহাদত মু'মিনের সর্বাধিক বড় সৌভাগ্য। এজন্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগ্রহ ও বাসনা প্রকাশ করে ছিলেন। যেমন আলোচিত হয়েছে। সামনে লিপিবদ্ধাধীন হযরত ফুযালা ইব্‌ন উবাইদ -এর হাদীসও জিহাদের অর্থে এই প্রশস্ততার এক দৃষ্টান্ত।

٥٥. عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ
اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ — (رواه الترمذى)

৫৫. হযরত ফুযালা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, মুজাহিদ সেই ব্যক্তি, যে স্বীয় আত্মার বিরুদ্ধে জিহাদ করে। (জামি' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : কুরআন মজীদে বলা হয়েছে- اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ. মানুষের আত্মা অবশ্যই মন্দ কর্ম প্রবণ। সুতরাং আল্লাহ্‌র যে বান্দা নিজের আত্মার প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করে; আত্মার আনুগত্যের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলির আনুগত্য করে আলোচ্য হাদীসে তার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে প্রকৃত 'মুজাহিদ'।

এভাবে মা'আরিফুল হাদীসে এ ধারাবাহিকতায় আচার-আচরণ সম্পর্কিত অধ্যায়ে পিতা-মাতার খিদমতের বর্ণনায় সেই সব হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, যে গুলোতে পিতা-মাতার খিদমতকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'জিহাদ' স্থির করেছেন। (فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ)

শাহাদতের গণ্ডির প্রশস্ততা

এরপর যে ভাবে 'জিহাদ'-এর অর্থে এই প্রশস্ততা রয়েছে এবং তা তলোয়ারের যুদ্ধের মধ্যেই সীমিত নয়, অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, 'শাহাদত'-এর গণ্ডিও প্রশস্ত। আর সেই সব বান্দাও আল্লাহ্‌র নিকট শহীদগণের অন্তর্ভুক্ত যারা তলোয়ারের জিহাদ ও হত্যার ময়দানে কাফির ও মুশ্‌রিকদের তলোয়ার কিংবা গুলীতে শহীদ হয়নি, বরং তাদের মৃত্যুর কারণ কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা অথবা কোন অস্বাভাবিক রোগ।

٥٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَعُدُّوْنَ الشَّهِيْدَ فِيْكُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ مَنْ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، قَالَ اِنَّ شُهَدَاءَ اُمَّتِىْ اِذًا لَقَلِيْلٌ مَنْ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِىْ الطَّاعُوْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِىْ الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ —

(رواه مسلم)

৫৬. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদিন সাহাবা কিরামকে সম্বোধন করে) বললেন, তোমরা তোমাদের মধ্যে কাকে শহীদ গণনা কর? তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (আমাদের নিকট তো) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে নিহত হয় সেই শহীদ। তিনি বললেন, এভাবে তো আমার উম্মতের শহীদগণ কম হবে। (শুন!) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে সে শহীদ, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে ইন্তিকাল করেছে (অর্থাৎ জিহাদের অভিযানে যার মৃত্যু হয়েছে) সেও শহীদ, আর যে ব্যক্তি প্লেগে ইন্তিকাল করেছে সেও শহীদ। আর যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় ইন্তিকাল করেছে (যেমন কলেরা আমাশয়, প্রবাহ, পিপাসা রোগ ইত্যাদি) সে-ও শহীদ। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ বিষয় হচ্ছে, প্রকৃত শহীদ তো সেই সব সৌভাগ্যবান বান্দা যাঁরা যুদ্ধের ময়দানে কাফির ও মুশ্রিকদের হাতে শহীদ হন। শরী'আতে তাঁদের জন্য বিশেষ নির্দেশ রয়েছে। যেমন, তাঁদের গোসল দেওয়া হয় না, আর তাঁদেরকে তাঁদের সেই কাপড়েই দাফন করা হয়, যে কাপড়ে তাঁরা শহীদ হয়েছিলেন। তবে আল্লাহ্ তা'আলার রহমতে কতক অস্বাভাবিক রোগ কিংবা আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু বরণকারীদেরকেও আখিরাতে শহীদের মর্যাদা প্রদানের ওয়াদা করা হয়েছে। যার মধ্যে কতকের উল্লেখ আলোচ্য হাদীসে, আর কতকের উল্লেখ সামনে লিপিবদ্ধাধীন হাদীসসমূহে করা হয়েছে। পাথর্ক্য নির্ণয়ের জন্য প্রথম প্রকার শহীদগণকে 'প্রকৃত শহীদ' এবং দ্বিতীয় প্রকারকে 'নির্দেশমূলক শহীদ' বলা হয়'। গোসল ও কাফনের ব্যাপারে তাঁদের সেই নির্দেশ নেই যা প্রকৃত শহীদগণের রয়েছে। বরং সাধারণ মৃতদের ন্যায় তাদেরকে গোসলও প্রদান করা হবে এবং কাফনও।

٥٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ اَلْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِيْقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ —

(رواه البخارى ومسلم)

৫৭. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'শহীদগণ' পাঁচ (প্রকার) হয়ে থাকে। ১. প্লেগে মৃত্যুবরণকারী, ২. পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণকারী, ৩. ডুবে মৃত্যুবরণকারী, ৪. দালান ইত্যাদি ধ্বসে মৃত্যুবরণকারী, ৫. আল্লাহ্র পথে (অর্থাৎ জিহাদের ময়দানে) শহীদ ব্যক্তি। **(সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)**

٥٨. عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْتُ غُرْبَـــةٍ شَهَادَةٌ — (رواه ابن ماجه)

৫৮. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুসাফিরীর মৃত্যু শাহাদত। (সুনানে ইব্ন মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ এসব হাদীসের প্রতি চিন্তা করলে জানা যায় যে, যেসব ব্যক্তির মৃত্যু যে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় কিংবা কোন ভয়ানক ও দয়া উদ্রেককারী রোগে হয়ে থাকে, তাদের সবাইকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বিশেষ দয়া ও করুণায় এক শ্রেণীর শাহাদতের পুরস্কার দান করবেন।

উল্লেখ্য, এভাবে মৃত্যুবরণকারীদের জন্য এতে বিরাট সুসংবাদ এবং তাদের সংশ্লিষ্ট ও উত্তরসুরীদের জন্য সান্ত্বনার বিরাট উপকরণ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বিশ্বাসের সৌভাগ্যদান করুন। আমাদের এ যুগে বাস ইত্যাদি কিংবা রেল ও বিমানের দুর্ঘটনায়, এরূপে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার কারণে আল্লাহ্র বান্দাদের জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়, আল্লাহ্ তা'আলার দয়ার ওপর পূর্ণ আশা রয়েছে যে, তাদের সাথেও আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের আচরণ তাই হবে। নিঃসন্দেহে তাঁর রহমত সীমাহীন ও প্রশস্ত।

বিপর্যয় ও ফিত্না অধ্যায়

উম্মতের মধ্যে জন্মলাভকারী দীনী পতন, অবনতি ও ফিত্না বিষয়ক আলোচনা

যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকীদা, ঈমান, ইবাদত, আখলাক, আচরণ, লেন-দেন, সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ ইত্যাদি বিষয়ে দিক নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং উম্মতকে পথ প্রদর্শন করেছেন, অনুরূপভাবে ভবিষ্যতে ঘটিতব্য দীনী পতন, পরিবর্তন, অবনতি ও ফিত্নাসমূহের ব্যাপারেও উম্মতকে জ্ঞাত করেছেন এবং নির্দেশনা দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার তাঁর প্রতি প্রতিভাত করে ছিলেন, যেভাবে পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে দীনী পতন ও অবনতি এসেছিল আর তারা বিভিন্ন প্রকার গোমরাহী ও ভুলে জড়িত ছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলার করুণার দৃষ্টি ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, এ অবস্থাই তাঁর উম্মতের ওপর আসবে। এই প্রতিভাত ও অবগত হওয়ার উদ্দেশ্য এটাই ছিল, তিনি উম্মতকে ভবিষ্যতে আগমনকারী বিপদ সম্বন্ধে অবগত ও নির্দেশ প্রদান করবেন।

হাদীসের কিতাবসমূহে ফিত্না অধ্যায় কিংবা কলহ পরিচ্ছেদ শিরোনামে যে সব হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বাণীর ধারাবাহিকতারই অন্তর্ভুক্ত। এ সবের মর্যাদা কেবল ভবিষ্যতবাণীই নয় বরং এগুলোর উদ্দেশ্য ও দাবি হচ্ছে, উম্মতকে ভবিষৎত ফিত্না সমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত করা এবং ঐ সবের প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকার বাসনা সৃষ্টি করা ও করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করা।

এ ভূমিকার পর নিম্নে লিপিবদ্ধাধীন হাদীসসমূহ পাঠ করা যেতে পারে। সেগুলোর প্রতি চিন্তা করা যেতে পারে। সেগুলোর আলোকে স্বয়ং নিজের এবং নিজের আশপাশের হিসাব গ্রহণ করা যেতে পারে। এগুলো থেকে পথ প্রদর্শন ও পথ নির্দেশনা অর্জন করা যেতে পারে।

٥٩. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَتَّبِعُنَّ
سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتّٰى لَوْدَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ
تَبِعْتُمُوْهُمْ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَلْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى؟ قَالَ فَمَنْ ؟ (رواه البخارى ومسلم)

৫৯. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অবশ্যই এরূপ হবে, তোমরা (অর্থাৎ আমার উম্মতের লোক) আমার পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রথার অনুসরণ করবে, অর্ধ হাত সমান অর্ধ হাত, ও গজ সমান গজ-এর ন্যায়। (অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে।) এমনকি তারা যদি গুঁই সাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তবে তাতেও তোমরা তাদের অনুসরণ করবে। নিবেদন করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইয়াহুদী ও নাসারা (উদ্দেশ্য)? তিনি বললেন, তবে আর কারা? (সহীহ্ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ 'شِبْرً' এর অর্থ অর্ধ হাত (অর্থাৎ লম্বিত কনিষ্ঠাঙ্গুলী থেকে বৃদ্ধাংঙ্গুলীর মাথা পর্যন্ত-অনুবাদক) আর زراعا এর অর্থ হাতের আঙ্গুল গুলো থেকে কনুই পর্যন্ত পরিমাণ যা ঠিক দুই অর্ধ হাত সমান হয়ে থাকে। হাদীসের শব্দাবলি شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاعًا بِزِرَاعٍ-এর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ তাই যা উর্দূ পরিভাষায় কদম বকদম (পায়ে পায়ে) বলা হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীসমূহের উদ্দেশ্য এই যে, অবশ্যই এরূপ এক সময় আসবে যে, আমার উম্মতের কতক লোক পূর্ববর্তী উম্মতের পথভ্রষ্ট লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। যে সব গোমরাহী ও গর্হীত কাজে তারা লিপ্ত ছিল সে গুলো উম্মতের মধ্যে দেখা দিবে। এমনকি যদি তাদের মধ্যে কোন পাগল 'ضَبٌّ' (গুঁই সাপ)-এর গর্তে প্রবেশের চেষ্টা করে থাকে তবে আমার উম্মতের মধ্যেও এরূপ পাগল হবে যে, এ জাতীয় পাগলামী চেষ্টা করবে। (উদ্দেশ্য এই যে, এজাতীয় বোকামী কর্ম প্রচেষ্টায়ও তাদের অনুসরণ ও ভাঁড়ামি করবে। প্রকৃত পক্ষে এটা পূর্ণমাত্রায় অনুসরণ ও ভাঁড়ামির এক তুলনামূলক ব্যাখ্যা)

সামনে হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ কথা শুনে জনৈক সাহাবী নিবেদন করলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের পূর্ববর্তী উম্মত দ্বারা কি ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান উদ্দেশ্য? তিনি বললেন, তারা নয় তো আর কে? অর্থাৎ আমার উদ্দেশ্য ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানই।

যেরূপ ভূমিকার লাইনগুলোতে বলা হয়েছে, এটা কেবল ভবিষ্যতবাণীই নয়, বরং বিরাট প্রতিক্রিয়াশীল প্রক্রিয়ায় একটি ঘোষণা যে, আমার প্রতি ঈমান গ্রহণকারীগণ সাবধান ও হুশিয়ার থাকবে এবং ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের গোমরাহী ও ভ্রান্ত কাজ থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার চিন্তায় কখনো অমনোযোগী হবে না।

٦٠. عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ شَبَّكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَابِعَهُ وَقَالَ كَيْفَ اَنْتَ يَاعَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرٍو اِذَا بَقِيْتَ حُثَالَةٌ قَدْمَرِجَتْ عُهُوْدُهُمْ وَاَمَانَاتُهُمْ وَاخْتَلَفُوْا فَصَارُوْا هٰكَذَا قَالَ فَكَيْفَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ تَأْخُذُ مَاتَعْرِفُ وَتَدَعُ مَاتُنْكِرُ وَتُقْبِلُ عَلَى خَاصَّتِكَ وَتَدَعُهُمْ وَعَوَامَّهُمْ —(رواه البخارى)

৬০. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, (একদিন) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় এক হাতের অঙ্গুলীসমূহ অন্য হাতের অঙ্গুলীসমূহের মধ্যে ঢেলে আমাকে (সম্বোধন) করে বললেন। হে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর! তখন তোমার কি অবস্থা হবে? এবং কি রীতি হবে? যখন কেবল অকেজো লোক বাকি থাকবে। তাদের চুক্তি ও লেন-দেন ধোঁকাবাজী হবে। তাদের মধ্যে (শক্ত) মতভেদ (ও ঝগড়া) হবে। আর তারা পরস্পর লড়াইয়ে এরূপ জড়িয়ে যাবে (যেমন আমার এক হাতের অঙ্গুলীসমূহ অন্য হাতের অঙ্গুলীসমূহে জড়িয়ে গেছে) আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা) নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এরপর আমার কি হবে? (অর্থাৎ এই সাধারণ ফাসাদের কালে আমার কি করা উচিত?) তিনি বললেন, যে কথা এবং যে কাজ তুমি উত্তম বলে জান তা গ্রহণ কর, আর যা মন্দ বলে জান তা ছেড়ে দাও। আর নিজের পূর্ণ দৃষ্টি বিশেষকরে নিজের ওপর রাখ। (এবং নিজের চিন্তা কর) আর সেই অকেজো অযোগ্য ও পরস্পর ঝগড়া-কলহকামী এবং তাদের সাধারণ লোকদের ছেড়ে দেবে। অর্থাৎ তাদের প্রতিবাদ করবে না। (সহীহ্ বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ 'حُثَالَةٌ' অর্থ-ভুষি। এখানে এ শব্দের অর্থ এমন লোক, যে বাহ্যিক মানুষ হওয়া সত্ত্বেও মনুষত্বের নৈপুণ্য থেকে সম্পূর্ণ শূন্য। তার মধ্যে কোন যোগ্যতা নেই। যে ভাবে ভুষিতে যোগ্যতা নেই। সামনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এরূপ অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, তাদের চুক্তি ও লেন-দেনে ধোঁকা-প্রতারণা, কূট-কৌশল, আর পরস্পর ঝগড়া-কলহ্ তাদের ব্যস্ততার কাজ হবে।

অল্প বয়স্ক সাহাবা কিরামের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) প্রাকৃতিকভাবে খুবই কল্যাণপসন্দ, মুত্তাকী ও ইবাদতকারী ছিলেন। একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, যখন এরূপ সময় এসে যাবে-এ জাতীয় অকেজো মন্দ কাজ সম্পাদনকারী ও পরস্পর ঝগড়া-কলহকারী ব্যক্তিগণ বাকি থাকবে, তখন তোমার কর্ম পদ্ধতি কি হবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এজন্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, এ বিষয়ে তিনি তাঁর থেকে দিকনির্দেশনা চাইবেন, ফলে তিনি তাঁকে দিকনির্দেশনা দান করবেন। এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষাপদ্ধতি ছিল। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিয়ে দিলেন। তাঁর উত্তরের মোট কথা হচ্ছে, যখন এরূপ লোকদের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন পড়ে যারা মনুষত্বের সম্পদ থেকে বঞ্চিত এবং উত্তম জিনিস গ্রহণ করার যোগ্যতাই তাদের থাকেনি, তখন মু'মিনগণের উচিত এমন লোকদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া।

এখানে এ কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদেরকে যে দিকনির্দেশনা দিতে চাচ্ছিলেন,

সাহাবা কিরামকেই তার সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ বানাতেন। সেই সাহাবা কিরাম এবং তাঁদের পরবর্তী হাদীস বর্ণনাকারীগণকে আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম পুরস্কার দান করুন। যেহেতু তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এসব দিকনির্দেশ পরবর্তীদের পর্যন্ত পৌছিয়েছেন, এবং হাদীসের ইমামগণ সেগুলো গ্রন্থসমূহে সংরক্ষিত করেছেন।

٦١. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ اَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِه مِنَ الْفِتَنِ — (رواه البخارى)

৬১. হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতি নিকটেই এমন যুগ আসবে যে, একজন মুসলমানের উত্তম সম্পদ হবে বকরির পাল। যে গুলো নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ও বৃষ্টি বর্ষিত মাঠে ফিরবে, ফিত্না থেকে নিজের দীনকে বাঁচাতে পালিয়ে থাকবে। (সহীহ্ বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন মজীদে কিয়ামতকে নিকটে বলা হয়েছে- (اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ) কিয়ামত এবং তৎপূর্ববর্তী প্রকাশিতব্য ফিত্নাসমূহের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপেই উল্লেখ করতেন যে, অচিরেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। প্রথমত এজন্য যে, যে বিষয় আগমনকারী ও তার আগমন নিশ্চিত তা নিকটেই মনে করা উচিত। তাতে অলসতা করবে না। এই মূলনীতি ও প্রথা অনুযায়ী আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিত্নার এমন যুগ আগমনের সংবাদ দিয়েছেন যখন গোটা বসতির অবস্থা এরূপ মন্দ হয়ে পড়বে যে, সেখানে বসবাসকারীর জন্য দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে।

রাসূলুল্লাহ্ বলেন, এরূপ সময়ে সেই মু'মিন বান্দা বড় কল্যাণের মধ্যে হবে, যার নিকট কতক বকরির পাল হবে। এগুলো নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় এমন সমতল মাঠে চলে যাবে যেখানে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। ঘাস খেয়ে বকরিগুলো নিজেদের পেট ভরবে আর সেই বান্দা বকরিগুলোর দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে। এভাবে লোকালয়গুলোর ফিত্না থেকে সে নিরাপদ থাকবে।

٦٢. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ اَلصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهٖ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمَرِ — (رواه الترمذى)

৬২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে যে, ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে

দীনে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি তখন সেই লোকের মত হবে, যে হাতে জলন্ত অঙ্গার ধরে আছে। (জামি' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ এমন এক সময়ও আসবে যে, ফিত্‌না ফাসাদ ও আল্লাহ্‌কে ভুলে থাকা, পরিবেশের ওপর এরূপ প্রাধান্য পাবে যে, আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আহ্‌কামের ওপর দৃঢ়তার সাথে আমল করা ও হারাম থেকে বেঁচে জীবন যাপন করা এরূপ কঠিন ও ধৈর্য পরীক্ষার হবে যেমন জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে তুলে নেওয়া। আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর উপরে বর্ণিত হাদীসে যার উল্লেখ করা হয়েছে তা সেই যুগ হবে। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

٦٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ فِىْ زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ فِيْهِ عُشْرَ مَااُمِرَ هَلَكَ ثُمَّ يَاْتِىْ زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ فِيْهِ بِعُشْرِ مَااُمِرَ نَجَا
(رواه الترمذى) —

৬৩. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলাল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা এমন যুগে রয়েছ যে, তোমাদের কেউ এ যুগে আল্লাহ্‌র আহ্‌কামের (অধিকাংশের ওপর) আমল করে, কেবল দশমাংশের আমল ছেড়ে দেয় তবে সে ধবংস হয়ে যাবে। (তার কল্যাণ নেই) এরপর এমন এক যুগও আসবে, তখন যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আহ্‌কামের কেবল দশমাংশের ওপর আমল করবে সে নাজাতের যোগ্য হবে। (জামি' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কল্যাণময় যুগে তাঁর সাহচর্য ও সরাসরি শিক্ষাদীক্ষা এবং মু'জিযা ও অপ্রাকৃতিক বিষয় দর্শনের ফলস্বরূপ পরিবেশ এমন হয়েছিল যে, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে পালন করা, না কেবল সহজ ছিল বরং প্রিয় ও আনন্দদায়ক হয়েছিল। আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আনুগত্য তাঁদের দ্বিতীয় প্রকৃতি হয়েছিল। সেই পরিবেশ ও ঈমানী ময়দানে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আহ্‌কামের অনুসরণে সামান্যও ত্রুটি করে তার সম্পর্কে আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সে ত্রুটিকারী এবং অভিযুক্ত যোগ্য।

এতদসাথে তিনি বলেছেন, এমন এক সময়ও আসবে যখন দীনের জন্য পরিবেশ ভীষণ অনুপোযুক্ত হবে। আর যেমন উপরে বর্ণিত হযরত আনাস (রা)-এর হাদীসে বলা হয়েছে, দীনের ওপর চলা এমন ধৈর্য পরীক্ষা হবে। (যেমন হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার ধরে রাখা) এরূপ যুগ সম্পর্কে তিনি বলেন, তখন আল্লাহ্‌র যে বান্দা দীনের চাহিদা ও শরী'আতের আহ্‌কামের ওপর সামান্যও আমল করবে তারও নাজাত হবে। (এই অক্ষমের ধারণা, আলোচ্য হাদীসে 'عُشْرُ' শব্দ দ্বারা নির্দিষ্টভাবে দশমাংশ

উদ্দেশ্য নয়। বরং বেশির মুকাবালায় কম উদ্দেশ্য। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীর দাবি এটাই (যা অক্ষম এই লাইন গুলোতে পেশ করেছে)।

সম্পদ, বিলাসিতা ও দুনিয়াপ্রীতির ফিত্‌না

٦٤. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَضِيِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَنْ سَمِعَ عَلِيَّبْنَ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ اِنَّا لَجُلُوْسٌ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ فَاطَّلَعَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ مَا عَلَيْهِ اِلاَّ بُرْدَةٌ لَهُ مَرْقُوْعَةٌ بِفَرْوٍ فَلَمَّا رَاٰهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكٰى لِلَّذِىْ كَانَ فِيْهِ مِنَ النِّعْمَةِ وَالَّذِىْ هُوَفِيْهِ الْيَوْمَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ بِكُمْ اِذَغَدَا اَحَدُكُمْ فِىْ حُلَّةٍ وَرَاحَ فِىْ حُلَّةٍ وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةٌ وَرُفِعَتْ اُخْرٰى وَسَتَرْتُمْ بُيُوْتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنَّا الْيَوْمَ نَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ وَنُكْفَى الْمَؤُنَةَ قَالَ لاَ اَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِّنْكُمْ يَوْمَئِذٍ — (رواه الترمذى)

৬৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাযী (রহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে স্বয়ং এ ঘটনা শুনে ছিলেন তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে মুস'আব ইব্‌ন উমাইর (রা) এরূপ অবস্থা ও আকৃতিতে সামনে এলেন যে, তার শরীরে কেবল একটি (ফাঁটা জীর্ণ) চাদর ছিল। তা ছিল চামড়ার তালিযুক্ত। এই অবস্থা ও আকৃতিতে তাকে দেখে তার সেই অবস্থা স্মরণ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেঁদে ফেললেন, যখন তিনি (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মক্কায়) বিলাসিতা ও প্রাচুর্যের জীবন যাপন করতেন। অথচ তাঁর (দারিদ্র ও উপবাসের) বর্তমান অবস্থা এই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আমাদের সম্বোধন করে) বললেন, (বল!) তখন তোমাদের কিরূপ অবস্থা হবে, যখন (সম্পদ ও বিলাসিতার উপকরণের এমন প্রাচুর্য হবে যে) তোমাদের কেউ সকাল বেলা এক জোড়া কাপড় পরে বের হবে আর সন্ধ্যা বেলা অন্য জোড়া পরে? খাওয়ার জন্য তার সামনে এক পাত্র রাখা হবে আর অন্য পাত্র উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে? আর কা'বার গায়ে চাদর পরানোর ন্যায় তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কাপড় পরাবে। তাঁর এই প্রশ্নের উত্তরে উপস্থিতির মধ্যে (কতক) লোকজন নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বর্তমানের তুলনায় তখন

আমাদের অবস্থা অনেক ভাল হবে। আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য আমরা পূর্ণ অবসর পাব। জীবিকা ইত্যাদির জন্য কায়-কষ্ট বহন করতে হবে না। রাসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না! তোমরা বর্তমান (দারিদ্র ও উপবাসের এই যুগে বিলাসিতা ও প্রাচুর্যের) সেই দিনের তুলনায় অনেক ভাল আছ। (জামি' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাযী (রহ) একজন তাবিঈ ছিলেন। কুরআনের ইল্‌ম, যোগ্যতা ও তাকওয়া হিসাবে আপন স্তরে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিলেন। তিনি সেই বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেননি যিনি হযরত আলী মুরতাযা (রা)-এর বরাতে এ ঘটনা তাকে শুনিয়ে ছিলেন। কিন্তু এভাবে তাঁর বর্ণনা করা এ কথায় প্রমাণ বহন করে যে, তাঁর নিকট সেই বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।

সাহাবা কিরামের মধ্যে মুস্'আব ইব্‌ন উমাইরের এ বিশেষ মর্যাদা ও ইতিহাস ছিল, তিনি খুবই বিলাসী এক সরদার পুত্র দিলেন। তাঁর পরিবার মক্কার সম্পদশালী পরিবার ছিল। আর তিনি স্বীয় ঘরে অতিশয় প্রাচুর্যে প্রতিপালিত হয়ে ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর জীবন ছিল জাঁক-জমকপূর্ণ। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর জীবন সম্পূর্ণ বদলে যায় এবং আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত অবস্থায় এসে পৌঁছেন। এক ছেড়া জীর্ণ চাদরই শরীরে ছিল। স্থানে স্থানে তাতে চামড়ার টুক্‌রা তালিযুক্তও ছিল। তাঁকে এ অবস্থা ও আকৃতিতে দেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চক্ষুদ্বয়ের সামনে তাঁর জাঁক-জমক ও প্রাচুর্যময় জীবনের চিত্র ভেসে উঠে। এতে তাঁর ক্রন্দন আসে।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা কিরামকে এক গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্বন্ধে জ্ঞাত করার জন্যে তাঁদেরকে বললেন, এক সময় আসবে যখন তোমাদের নিকট অর্থাৎ আমার উম্মতের নিকট বিলাসিতা ও প্রাচুর্যের উপকরণের আধিক্য হবে। এক ব্যক্তি সকাল বেলা এক জোড়া কাপড় পরে বের হবে আর সন্ধ্যাবেলা অন্য জোড়া। এভাবে, দস্তর খানায় রকমারী খাদ্য থাকবে। (বল!) তোমাদের কি ধারণা, সে সময় তোমাদের কি হবে? কতক লোক নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেই সময় ও সেই দিন তো খুবই উত্তম হবে। আমরা প্রাচুর্য ও কেবল অবসরই পাব। সুতরাং আল্লাহ্‌র ইবাদত করে থাকব। তিনি বললেন, তোমাদের এ ধারণা সঠিক নয়। আজ তোমরা যে অবস্থায় আছ, ভবিষ্যতে আগমণকারী জাঁক-জমক ও প্রাচুর্যের অবস্থা থেকে অনেক উত্তম।

ঘটনা এই ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ সত্য বর্ণনা করে ছিলেন তখন তো অদৃশ্যের ওপর ঈমান আনার ন্যায়ই তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু প্রথমে বনী উমাইয়্যা ও বনী আব্বাসের শাসনকালে এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রীয় যুগে ও বর্তমানে মুসলিম রাষ্ট্র সমূহে আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে সীমাহীন বিলাসিতা ও প্রাচুর্যের উপকরণ দিয়েছেন, এ

সত্য চাক্ষুস দেখা যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে এটা এবং এজাতীয় সব ভবিষ্যতবাণী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মু'জিয়া ও তাঁর নবুওতের প্রমাণ সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

٦٥. عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ الْاُمَــمُ اَنْ تَدَاعىٰ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَي الْاكِلَةُ الىٰ قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَـالَ بَلْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّـيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَيَقْذِفَنَّ فِيْ قُلُوْبِــكُمُ الْوَهْنَ قَالَ قَائِلٌ يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَا الْوَهْنُ؟ قَـالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَّةُ الْمَوْتِ ــ (رواه ابوداؤد والبيهقى فى دلائل النبوة)

৬৫. হযরত সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অচিরেই (এরূপ সময় আসবে) যে, (শত্রু) জাতিসমূহ তোমাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধ করতে এবং তোমাদেরকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য) পরস্পর একে অন্যকে আহ্বান করবে, যেরূপ ভোজন-বিলাসীগণ খাবারের পাত্রের দিকে একে অন্যকে আহ্বান করতে থাকে। জনৈক নিবেদনকারী নিবেদন করলেন, সে দিন কি আমাদের সংখ্যাল্পতার কারণে এরূপ হবে? তিনি বললেন, (না) বরং তখন তোমরা সংখ্যাধিক্য হবে, কিন্তু তোমরা বন্যায় ভাসা খড়-কুঠার ন্যায় (প্রাণহীন ও ওজনহীন) হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভীতি দূর করে দেবেন। আর (এর বিপরীত) তোমাদের অন্তরে 'অহন' ঢেলে দেবেন। জিজ্ঞাসাকারী জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! 'অহন' কি? তিনি বললেন, দুনিয়ার ভালবাসা ও মৃত্যুকে অপসন্দ (সুনানে আবূ দাউদ, দালাইলু ন্নবুওয়ত)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত সাওবান (রা)-এর এ বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ বাণী উদ্ধৃত হয়েছে। যখন তিনি এ কথা বলেছিলেন, তখন বরং কয়েক শতাব্দী পরও অবস্থা এরূপ ছিল যে, বাহ্যত বহু দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই সম্ভাবনা দেখা যেত না যে, কখনো তাঁর উম্মতের এরূপ অবস্থাও হবে। আর শত্রু জাতিসমূহের মুকাবিলায় এরূপ দুর্বল ও প্রাণহীন হয়ে শত্রুদের সহজ গ্রাসে পরিণত হবে। কিন্তু তিনি যা বলেছিলেন তা সংঘটিত হয়ে চলছে। আর বার বার বাস্তব পরিণতি লাভ করেছে। এবং আজও তাই হচ্ছে।[১]

আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী অনুযায়ী অবস্থার পরিবর্তন ও পতনের মৌলিক কারণ হচ্ছে, দুনিয়া ও দুনিয়ার জীবনের সাথে আমাদের ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে গেছে, এবং আল্লাহ্র পথে মৃত্যু আমাদের জন্য তিক্ত ঢোক হয়েছে। নিঃসন্দেহে আমাদের এই অবস্থা আমাদের শত্রুদের রসালো গ্রাসে

---

[১] বর্তমানে ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, ইরাক ও কাশ্মিরের মুসলমানসহ দুনিয়ার মুসলিম জাতিসমূহের ওপর এভাবেই হামলা চলছে-অনুবাদক।

পরিণত করেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বাণী কেবল ভবিষ্যত বাণীই নয় বরং উম্মতকে সর্তক করা যে, 'অহন' (অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা ও মৃত্যুকে অপসন্দ করা) এর রোগ থেকে অন্তরসমূহ রক্ষা করা হবে।

٦٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ اُمَرَاءُ كُمْ خِيَارَكُمْ وَاَغْنِيَاءُكُمْ سَمْحَاءَ كُمْ وَاُمُوْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَاِذَا كَانَ اُمَرَاءُكُمْ شِرَارَكُمْ وَاَغْنِيَاءُ كُمْ بُخَلَاؤَ كُمْ وَاُمُوْرُكُمْ اِلٰى نِسَاءِ كُمْ فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا ـــ (رواه الترمذى)

৬৬. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন (অবস্থা এই হবে যে) তোমাদের শাসক তোমাদের উত্তম লোক হবে। তোমাদের সম্পদশালীগণ দানশীল হবে, আর তোমাদের বিষয়াবলি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিষ্পন্ন হবে তখন (এরূপ অবস্থায়) যমীনের উপরিভাগ তোমাদের জন্য এর ভিতরের ভাগ (পেট) থেকে উত্তম। আর (এর বিপরীত) যখন অবস্থা এরূপ হবে যে, তোমাদের শাসকগণ তোমাদের নিকৃষ্টতম লোক হবে, তোমাদের সম্পদশালীগণ (দানশীলতার পরিবর্তে) কৃপণ ও সম্পদ পূজারী হবে এবং তোমাদের বিষয়াবলি (সিদ্ধান্ত দাতাদের পরিবর্তে) তোমাদের নারীদের সিদ্ধান্তে চলবে, তখন (এরূপ অবস্থায়) যমীনের নিম্নভাগ (পেট) তোমাদের জন্য এর উপরী ভাগ হতে উত্তম। (জামি' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর প্রতিভাত করা হয়েছিল যে, এক যুগ পর্যন্ত উম্মতের অবস্থা এরূপ থাকবে যে, তাদের শাসকগণ এবং রাষ্ট্রের অমাত্যবর্গ উত্তম ব্যক্তিগণ হবেন। এবং তাদের সম্পদশালীগণের মধ্যে দানশীলতার গুণ থাকবে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদকে আন্তরিকতা ও সন্তুষ্টচিত্তে উত্তম খাতে ব্যয় করবে। আর তাদের বিষয়াবলি বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় ও সম্মিলিত বিষয়াবলি পারস্পরিক পরামর্শ ভিত্তিক হবে। (এ তিন অবস্থা এ কথার চিহ্ন যে, উম্মতের সামগ্রিক অবস্থা ও প্রবণতা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশাবলি ও সন্তুষ্টি মুতাবিক রয়েছে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, উম্মতের জন্য এ যুগ উত্তম হবে। আর সেই যুগের মু'মিনগণ এ জগতে এবং জগতের উপরি ভাগে বসবাসের যোগ্য হবে এবং উত্তম উম্মত হিসাবে দুনিয়ার পথ প্রদর্শক ও নেতৃত্বের দায়িত্ব বহন করবে। এতদসঙ্গে তাঁর ওপর প্রতিভাত করা হয়েছিল যে, এরপর এমন এক যুগ আসবে, উম্মতের অবস্থা এর সম্পর্ণ বিপরীত হয়ে যাবে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় গোটা আইন-কানূন মন্দ লোকদের হাতে এসে যাবে। আর মুসলমানদের সম্পদশালী লোক দানশীলতা ও বদান্যতার পরিবর্তে কৃপণ ও সম্পদ পূজারী হয়ে যাবে। আর পারস্পরিক বিষয়াবলি সিদ্ধান্ত দাতাদের পারস্পরিক পরামর্শে ফয়সালার পরিবর্তে গৃহিণীদের প্রবৃত্তি ও তাদের সিদ্ধান্ত মুতাবিক নির্বাহ করা হবে। মন্দ ও ফাসাদের সেই যুগ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তখন এই নষ্ট উম্মতের, যমীনের ওপর চলা-ফেরা ও বস-বাস থেকে বিলুপ্ত হয়ে যমীনের মধ্যে দাফন হয়ে যাওয়াই অধিক উপযুক্ত।

যেরূপ বার বার নিবেদন করা হয়েছে, আলোচ্য হাদীস শরীফও কেবল এক ভবিষ্যতবাণী নয়, বরং এতে উম্মতের বিরাট সতর্কতা রয়েছে। এর বার্তা হচ্ছে, আমার উম্মতের তখন পর্যন্ত এই যমীনের ওপর সসম্মানে চলা-ফেরা করা ও শান্তিতে বসবাস করার অধিকার রয়েছে, যখন পর্যন্ত তাদের মধ্যে উম্মত হিসাবে ঈমানী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু যখন তারা এই বৈশিষ্ট্য হারাতে বসবে, এবং তাদের জীবনে মন্দ ও বিপর্যয় প্রাধান্য পাবে তখন তারা ধ্বংস হয়ে মাটির নিচে দাফন হওয়ার যোগ্য হবে।

উম্মতে সৃষ্টি লাভকারী ফিত্নাসমূহের বর্ণনা

٦٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِىْ كَافِرًا وَيُمْسِىْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ دِيْنَه بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا — (رواه مسلم)

৬৭. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অন্ধকার রাতের অংশগুলোর ন্যায় একের পর এক ফিত্নাসমূহ আসার পূর্বেই নেক কাজে তাড়াতাড়ি কর। অবস্থা এই দাঁড়াবে সকালবেলা মানুষ মু'মিন হবে আর সন্ধ্যাবেলা কাফির হবে। আর সন্ধ্যাবেলা মু'মিন হবে এবং সকালবেলা কাফির হবে, আর দুনিয়ার সল্প সম্পদের জন্য তারা দীন ও ঈমান বিক্রি করে দেবে। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর প্রতিভাত করা হয়েছিল, তাঁর উম্মতের ওপর এরূপ অবস্থাসমূহও আসবে যে, রাতের অন্ধকারের ন্যায় বিভিন্ন প্রকার ফিত্না ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়বে। এসব ফিত্নার কারণে অবস্থা এরূপ দাঁড়াবে, এক ব্যক্তি আকীদা ও আমলের দিক থেকে খাঁটি মু'মিন ও মুসলমান হিসাবে সকালবেলা উঠবে কিন্তু সন্ধ্যা আগমনের পূর্বেই কোন গোমরাহী কিংবা মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের দীন ও ঈমান নষ্ট করে দেবে।

গোমরাহী আন্দোলন ও দাওআতের আকৃতিতে এ ফিত্‌নাসমূহ্ আসতে পারে এবং আসছে। আর ধন-দৌলত কিংবা-নেতৃত্বের অভিলাষ ও অন্যান্য আত্মিক প্রবৃত্তির আকৃতিতেও আসতে পারে। হাদীসের শেষ বাক্য يَبِيْعُ دِيْنَه بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَــــا (দুনিয়ার স্বল্প সম্পদের জন্য নিজের দীন বিক্রি করে দেবে) এ কথার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত যে, হাদীসের উদ্দেশ্য এটা নয়, মানুষ সত্য দীন ইসলামের অস্বীকারকারী হয়ে মিল্লাত পরিত্যগ করে খাঁটি কাফির হয়ে যাবে। বরং তার মধ্যে এই সব নমুনা প্রবেশ করবে যে, এর ফলে মানুষ দুনিয়ার জন্য (যার মধ্যে মাল-সম্পদ নেতৃত্বের অভিলাষ এবং বিভিন্ন প্রকার আত্মিক উদ্দেশ্যাবলি অন্তর্ভুক্ত) দীনকে অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশাবলিকে দৃষ্টির আড়াল করবে। এভাবে দুনিয়া অন্বেষণে আখিরাত ভুলে যাওয়া এবং সর্বপ্রকার ফাসিকী ও গুনাহ্ এর অন্তর্ভুক্ত, যা কার্যত কুফ্র।

যে ভাবে বার বার বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ জাতীয় বাণীসমূহের সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ যদিও প্রকাশ্যে সাহাবা কিরামই থাকতেন, প্রকৃতপক্ষে এসব সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ তাঁর সর্ব যুগের উম্মত। তাঁর এই বার্তা ও উপদেশের মোদ্দাকথা হচ্ছে, প্রত্যেক মু'মিন ঈমান ধ্বংসকারী আগমনী ফিত্‌নাসমূহ থেকে সাবধান থাকবে এবং সৎ কাজে অগ্রণী ও তাড়াতাড়ি করবে। এরূপ যেন না হয় যে, কোন ফিত্‌নায় জড়িত হয়ে পড়বে। এরপর ভাল কাজের ক্ষমতাই থাকবে না। বস্তুত যদি উত্তম কাজ করতে থাকে তবে সে এরূপ উপযুক্ত হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ জাতীয় ফিত্‌নাসমূহ থেকে তাকে হিফাযত করবেন।

٦٨. عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــــلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، اِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، اِنَّ السَّــعِيْدَ لَمَــنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ وَلَمَنِ ابْتُلِىَ فَصَبَرَ فَوَاهًا ـــ (رواه ابوداؤد)

৬৮. হযরত মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিঃসন্দেহে সেই লোক সৌভাগ্যবান যাকে ফিত্‌নাসমূহ থেকে দূরে রাখা হয়েছে। নিঃসন্দেহে সেই লোক সৌভাগ্যবান যাকে ফিত্‌নাসমূহ থেকে দূরে রাখা হয়েছে। নিঃসন্দেহে সেই লোক সৌভাগ্যবান যাকে ফিত্‌নাসমূহ থেকে দূরে রাখা হয়েছে। আর যাকে ফিত্‌নায় পতিত করা হয়েছে, এবং সে ধৈর্য ধারণ করেছে। (তাঁর কথা কী বলা!) তাকে ধন্যবাদ ও মুবারকবাদ। (সুনানে আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে-এর পদ্ধতি ছিল শ্রোতা ও সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গের চিন্তায় গুরুত্বপূর্ণ কোন কথা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সে কথাটি

ক্রমাগত তিনবার বলতেন। আলোচ্য হাদীসে এ বাক্যটি তিনি তিনবার বলেছেন انَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ (সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যাকে ফিত্নাসমূহ থেকে দূরে রাখা হয়)। সম্ভবত বারবার এ কথা তিনি এজন্য বলেছেন যে, কোন লোকের ফিত্নাসমূহ থেকে নিরাপদ থাকা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার অনেক বড় নি'আমত। যেহেতু এ নি'আমত দর্শনীয় নয় তাই বহু লোকের এর অনুভূতিই হয় না। না তাদের নিকট এ নি'আমতের মর্যাদা হয়ে থাকে, না এর ওপর কৃতজ্ঞতার আবেগ সৃষ্টি হয়। এটা বড় বঞ্চনা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা তিন বার বলে এ নি'আমতের গুরুত্ব ও মর্যাদা মস্তিষ্কে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন।

পরিশেষে বলেছেন, যে ব্যক্তিকে ভাগ্যের কারণে ফিত্নাসমূহে জড়িত করা হয়েছে, আর সে নিজেকে সংরক্ষণ করেছে, অর্থাৎ সে দীনের ওপর এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যের ওপর ধৈর্যশীল ও দৃঢ়পদ রয়েছে, তবে তাকে সাধুবাদ ও মুবারকবাদ। তাঁর কথা কী বলা! সে বড় সৌভাগ্যবান। হাদীসের শেষবাক্য وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا এর অর্থ ভাষ্যকারগণ আরো দীর্ঘ বর্ণনা করেছেন। এই অধমের নিকট তাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত যা এখানে লিখা হয়েছে।

٦٩. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرَجُ، قَالُوْا وَمَا الْهَرَجُ؟ قَالَ اَلْقَتْلُ — (رواه البخارى ومسلم)

৬৯. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, (সময় আসবে) যুগ পরস্পর নিকটবর্তী হয়ে যাবে এবং ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হবে, আর ফিত্নাসমূহ প্রকাশ পাবে, (মনুষ্য প্রকৃতি ও অন্তরসমূহে) কৃপণতা ঢেলে দেওয়া হবে এবং অনেক 'হরয' হবে। সাহাবা কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'হরয'-এর অর্থ কি? তিনি বললেন, (এর অর্থ) হত্যা।
(সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতে জন্ম লাভকারী কতিপয় ফিত্না সম্বন্ধে সর্তক করেছেন। এ ধারাবাহিকতায় সর্ব প্রথম তিনি এ শব্দাবলি প্রয়োগে বলেছেন يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ ভাষ্যকারগণ এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। এই অধমের নিকট সে গুলোর মধ্যে উপলব্দির নিকটতর হচ্ছে, সময়ের মধ্যে বরকত থাকবে না। সময় দ্রুত চলে যাবে। যে কাজ এক দিনে হওয়ার

ছিল্ তা কয়েক দিনে হবে। লিখকের এটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। (আল্লাহ্ই ভাল জানেন)

দ্বিতীয় কথা তিনি বলেছেন, ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হবে, অর্থাৎ ইল্ম যা নবুওতের ত্যাজ্যবিত্ত, তা উঠিয়ে নেওয়া হবে। অন্য এক হাদীসে এর বিশ্লেষণ এই ভাবে করা হয়েছে, উলামায়ের রব্বানী (যারা এই ইল্মের উত্তরাধিকারী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গ) উঠিয়ে নেওয়া হবে। (চাই লাইব্রেরী বাকি থাকুক ও ব্যবসায়ী আলিম দ্বারা আমাদের মহল্লা পরিপূর্ণ থাকুক) প্রকৃতপক্ষে ইল্ম যা নবুওতের ত্যাজ্যবিত্ত এবং হিদায়াত ও নূর, তা তা-ই যার বহনকারী এবং বিশ্বস্ত হচ্ছেন উলামায়ে রব্বানী।

যখন তা বাকি থাকবে না এবং উঠিয়ে নেওয়া হবে, তখন সেই ইল্ম-এর নূরও তাঁদের সাথে উঠে যাবে। তৃতীয় কথা তিনি বলেছেন, আর বিভিন্ন প্রকার ফিত্নাসমূহ প্রকাশ পাবে। এ কথা কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন রাখে না। চতুর্থ কথা তিনি এ শব্দাবলিতে বলেছেন وَيُلْقَى الشُّحُّ অর্থাৎ বদান্যতা দানশীলতা ও ত্যাগ স্বীকার করার মত যে উত্তম গুণাবলি লোকজনের নিকট হতে বের হয়ে যাবে, সে গুলোর পরিবর্তে তাদের স্বভাবে অশুভ কৃপণতা ঢেলে দেওয়া হবে।

শেষ কথা তিনি বলেছেন, খুনের আধিক্য হবে। যা জাগতিক হিসাবেও ব্যক্তি এবং উম্মতের জন্য ধ্বংসকারী, আখিরাতের হিসাবেও বিরাট গুনাহ্। আল্লাহ্ এসব ফিত্না থেকে হিফাযত করুন।

٧٠. عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْعِبَادَةُ فِىْ الْهَرَجِ كَهِجْرَةٍ اِلَىَّ — (رواه مسلم)

৭০. হযরত মা'কাল ইব্ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ব্যাপক খুনের যুগে ইবাদতে ব্যস্ত হয়ে থাকা এরূপ যেমন হিজরত করে আমার প্রতি আসা। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন খুন ব্যাপক হবে, তখন মু'মিনের উচিত নিজের আঁচল বাঁচিয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদতে লিপ্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তার এ কাজ এরূপ হবে, যেমন স্বীয় ঈমান বাঁচাতে কুফ্রের দেশ থেকে হিজরত করে আমার প্রতি আসা।

٧١. عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىٍّ قَالَ اَتَيْنَا اَنَسَ بْنِ مَالِكٍ فَشَكَوْنَا اِلَيْهِ مَا نَلْقٰى مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ اِصْبِرُوْا فِاِنَّه لاَ يَاْتِىْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ اِلاَّ الَّذِىْ بَعْدَه اَشَرٌّ مِنْهُ حَتّٰى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — (رواه البخارى)

৭১. যুবাইর ইব্ন 'আদী তাবিঈ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর দরবারে হাযির হলাম। আমরা তাঁকে হাজ্জাজের অত্যাচারের অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন, (এই অত্যাচার ও মুসীবতের ওপর) ধৈর্য ধারণ কর। আর বিশ্বাস কর, যে যুগ তোমাদের প্রতি আসবে তার পরের যুগ তার থেকে নিকৃষ্ট হবে। এমনকি তোমাদের আত্মা স্বীয় প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। এ কথা আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট থেকে শুনেছি। (সহীহ্ বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ মা'আরিফুল হাদীসের এই ধারাবাহিকতায় এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তাঁর বিশেষ খাদিম হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)কে আল্লাহ্ তা'আলা দীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর তিনি প্রায় আশি বছর জীবিত ছিলেন। এবং বসরায় অবস্থান করছিলেন। হযরত মু'আবীয়্যা (রা) এর পর বনু উমাইয়্যাদের যে যুগ ছিল তাতে হাজ্জাজ সাকাফীর যুল্ম ও তার রক্ত তৃষ্ণা ছিল প্রবাদ বাক্যস্বরূপ। যুবাইর ইব্ন 'আদী একজন তাবিঈ। তিনি বর্ণনা করেন, আমরা হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর খিদমতে উপস্থিত হই এবং আমরা তাঁর নিকট হাজ্জাজের অত্যাচারের অভিযোগ পেশ করি। তিনি বললেন, যা কিছু হচ্ছে ধৈর্য ও স্থৈর্য দ্বারা এর মুকাবালা কর। সামনে এর থেকেও অধিক মন্দ আগমনকারী যুগ। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তী যুগ থেকে মন্দই হবে।

ঘটনা এই যে, হুযূরের বাণীর সম্পর্ক কেবল রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের সাথে নয়, বরং সাধারণ উম্মতের সাধারণ অবস্থা তিনি বলেছেন যে, পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তী যুগ থেকে মন্দই হবে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই। এটা দেখা যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে হাজ্জাজ এরূপই ছিল, যেমন তাকে জানা যায়। এছাড়া তখন শাসক শ্রেণীর মধ্যে আরো ছিলেন যাদের মধ্যে মন্দ ছিল। কিন্তু তখন উম্মতের এক বিশেষ সংখ্যক সাহাবা কিরাম বর্তমান ছিলেন। বুযুর্গ তাবিঈ'গণ যারা সাহাবা কিরামের পর উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম তাঁরা বর্তমান ছিলেন। সাধারণ মু'মিনগণের মধ্যেও যোগ্যতা এবং তাকওয়া ছিল। পরবর্তী সব যুগ সামগ্রিকভাবে এর তুলনায় নিঃসন্দেহে মন্দই ছিল।

ইতিহাস সাক্ষী, অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে পার্থক্য এরূপই চলে আসছে। আর নিজের জীবনেই তো দেখা যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা ফিত্না থেকে আমাদের ঈমান হিফাযত করুন।

٧٢. عَنْ سَفِيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْخِلاَفَةُ ثَلْثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ يَكُوْنُ مُلْكًا ثُمَّ يَقُوْلُ سَفِيْنَةُ اَمْسِكْ خِلاَفَةَ اَبِىْ بَكْرٍ سَنَتَيْنِ وَخِلاَفَةَ عُمَرَ عَشْرَةً وَعُثْمَانَ اِثْنَتَىْ عَشَرَةَ وَعَلِىٌّ سِتَّةً ـ (رواه احمد والترمذى وابوداؤد)

৭২. হযরত সাফীনা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, খিলাফত কেবল তিরিশ বছর। এরপর বাদশাহী হবে। অতঃপর সাফীনা (রা) বলেন, হিসাব কর আবূ বকরের খিলাফত দু'বছর, উমর (রা)-এর খিলাফত দশ বছর, উসমান (রা)-এর খিলাফত বার বছর, আর আলী (রা)-এর খিলাফত ছয় বছর।

(মুসনাদে আহ্মদ, জামি' তিরমিযী, সুনানে আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত সাফীনা (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুক্তদাস। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে বাণী উদ্ধৃত করেছেন তার অর্থ এই যে, খিলাফত অর্থাৎ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমার পদ্ধতিতে ও আল্লাহ্ তা'আলার পসন্দনীয় পদ্ধতির ওপর আমার প্রতিনিধিরূপে দীনের দাওআত ও খিদমত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় কাজ (যার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শিরোনাম 'খিলাফতে রাশিদা') কেবল তিরিশ বছর চলবে। এরপর রাষ্ট্র বাদ্শাহীতে পরিবর্তীত হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি এ সত্য প্রতিভাত করে ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি এটা প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন সাহাবা কিরাম থেকে এ ধারা বাহিকতায় তাঁর বাণীসমূহ বর্ণিত হয়েছে। হযরত সাফীনা (রা) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ বাণী উদ্ধৃত করার সাথে এর হিসাবও বলে দিয়েছেন।

তবে এটাকে মোটামুটি হিসাব বুঝা চাই। প্রকৃত হিসাব হচ্ছে-হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-এর খিলাফতকাল দু'বছর চার মাস। এরপর হযরত উমর ফারূক আযম (রা)-এর খিলাফতকাল দশ বছর ছয় মাস। এরপর হযরত যুন্নুরাইন (রা)-এর খিলাফতকাল কয়েক দিন কম বার বছর। তারপর হযরত আলী মুরতাযা (রা)-এর খিলাফতকাল চার বছর নয় মাস। এর যোগফল উনত্রিশ বছর সাত মাস। এর সাথে হযরত হাসান (রা)-এর খিলাফত কাল পাঁচ মাস যোগ করলে পূর্ণ তিরিশ বছর হয়। এই তিরিশ বছরই খিলাফতে রাশিদা। এরপর যেরূপ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি বাদ্শাহীতে পরিবর্তীত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ জাতীয় ভবিষ্যতবাণীসমূহ তাঁর নবুওতের প্রকাশ্য প্রমাণও বহন করে। আর এতে উম্মতকে জ্ঞাত করাও উদ্দেশ্য।

٧٣. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا مَاتَرَكَ شَيْئًا يَكُوْنُ فِىْ مَقَامِهِ ذَالِكَ اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ اِلاَّ حَدَّثَ بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ

وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ قَدْ عَلِمَهُ اَصْحَابِىْ هٰؤُلَاءِ وَاِنَّهُ لَيَكُوْنُ مِنْهُ الشَّيْئُ قَدْ نَسِيْتُه فَـــاَرَاهُ
فَاَذْكُرُه كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ اِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ اِذَا رَاٰهُ عَرَفَهُ

(رواه البخارى ومسلم)

৭৩. হযরত হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম (একদিন ওয়াজ ও বয়ানের জন্য) দাঁড়ালেন। সেই বয়ানে কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য কোন বিষয়ই বাকি রাখেননি। তা স্মরণ রেখেছে, যে ব্যক্তি স্মরণ রেখেছে। আর তা ভুলে বসেছে, যে ব্যক্তি ভুলেছে। আমার সেই সাথীদেরও এ কথা জানা আছে। আর ঘটনা হচ্ছে, তাঁর সেই বয়ানের কোন বিষয় আমি ভুলে যেতাম, এরপর তা হতে দেখি, তখন বিষয়টি আমার স্মরণে এসে যায়। যেভাবে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির চেহারা ভুলে যায় যখন সে তার থেকে দূরে চলে যায়। এর পর যখন তাকে দেখে তখন চিনতে পারে। (ভুলে যাওয়া চেহারা স্মরণ হয়।)
(সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত হুযাইফা (রা) ছাড়া অন্যান্য সাহায্য কিরাম থেকেও এ বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক দীর্ঘ বয়ান করেন। তাতে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য ঘটনাবলি ও বিপর্যয়সমূহের উল্লেখ করেন। এর প্রকাশ্য অর্থ এটাই যে, এরূপ অস্বাভাবিক ঘটনাবলি ও দুর্যোগ এবং এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ফিত্‌নাসমূহের উল্লেখ করেছেন, যে ব্যাপারে উম্মতকে জ্ঞাত করা তিনি আবশ্যক মনে করেছেন। এটাই ছিল তাঁর নবুওতী স্তরের চাহিদা ও তাঁর মহান মর্যাদার উপযুক্ত।

তবে যাদের আকীদা হচ্ছে, জগত সৃষ্টির সূচনা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আসমান যমীনের সব সৃষ্টি ও প্রাণীর এবং খুঁটিনাটি ক্ষুদ্র বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান তিনি রাখেন তারা হযরত হুযাইফা (রা)-এর এ হাদীস ও এ বিষয়ক অন্যান্য হাদীসসমূহ থেকে দলীল পেশ করেন। তাদের নিকট এসব হাদীসের অর্থ হচ্ছে- হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সেই বর্ণনায়, তাদের পরিভাষা মুতাবিক مَاكَانَ وَمَايَكُوْنُ সব বিষয় বর্ণনা করেছিলেন।

অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের সব রাষ্ট্র-হিন্দুস্থান, ইরান, আফগানিস্তান, চীন, জাপান, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আমেরিকা, আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, তুরস্ক, রাশিয়া ইত্যাদি দুনিয়ার সব রাষ্ট্রে কিয়ামত পর্যন্ত জন্মলাভকারী সব মানুষ, পশু-পাখী, পিঁপড়া, মাছি, মশা, কীট-পতঙ্গ এবং সমুদ্রে জন্মলাভকারী প্রাণীসমূহ, সবার সব অবস্থা তিনি বলেছিলেন। এ সবও مَاكَانَ وَمَايَكُوْنُ এর অন্তর্ভুক্ত। এভাবে বিভিন্ন দেশের রেডিও থেকে যে সব সংবাদ ও গান বাজনা প্রচারিত হচ্ছে, আর বিভিন্ন দেশের হাজার

হাজার সংবাদপত্রে বিভিন্ন ভাষায় যা প্রকাশিত হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত প্রকাশিত হবে মসজিদে নববীর সেই ভাষণে তিনি সাহাবা কিরামকে বলেছিলেন। কেননা, এ সবই مَاكَانَ وَمَايَكُوْنُ এর অন্তর্ভুক্ত।

যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা সামান্য পরিমাণও জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েছেন সে বুঝতে পারে, হাদীসের এ অর্থ বর্ণনা করা আর এ ধরনের দাবি করা কী রূপ মুর্খতা ও বোকামীপূর্ণ কথা। এ ছাড়া এ ধারাবাহিকতায় এ কথাও চিন্তাযোগ্য যে, যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ভাষণে তাদের দাবি অনুযায়ী مَاكَانَ وَمَايَكُوْنُ এবং সর্ব প্রকার খণ্ডিত বিপর্যয় ও ঘটনাবলি বর্ণনা করেছিলেন, তবে এটা তো অবশ্যই বলেছিলেন যে, আমার পর প্রথম খলীফা হবে আবূ বকর (রা), আর তাঁর খিলাফতকালে এসব হবে। তাঁর পর দ্বিতীয় খলীফা উমর উবনুল খাত্তাব এবং তারপর তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান হবে। আর তার যুগে এবং তার পরে এসব ঘটনাবলি সামনে আসবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি সেই ভাষণের ধারাবাহিকতায় جَمِيْعُ مَا كَانَ وَمَايَكُوْنُ সবই বর্ণনা করে দিয়ে থাকেন তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইনতিকালের পর খলীফা নির্বাচনের বিষয়ে কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শের প্রয়োজন দেখা দিত না এবং সাকীফা বনী সা'দায় যা কিছু হয়েছিল তা হত না। সবারই তো স্মরণ হত যে, কয়েক দিন পূর্বেই হুযূর সব বলে দিয়েছেন যে, আমার পর আবূ বকর (রা) খলীফা হবে।

এভাবে হযরত উমর (রা)-এর শাহাদাতের পর খলীফা নির্বাচনের ধারাবাহিকতায় কোন চিন্তা ভাবনা ও পরামর্শের প্রয়োজন দেখা দিত না। স্বয়ং হযরত উমর (রা) এবং সেই ছয় ব্যক্তি যাদেরকে তিনি খলীফা নির্বাচক মণ্ডলী করেছিলেন, তাঁদের অবশ্যই স্মরণ হত যে, উমর ইবনুল খাত্তাবের পর তৃতীয় খলীফা হবে হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)। এসব ব্যক্তিত্ব তখন উম্মতের মধ্যে প্রাথমিক যুগের সর্বাধিক উত্তম ও 'আশারা মুবাশ্‌শারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

যদি এ কথা বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই ভাষণে এসব তো বলেছিলেন, কিন্তু সবাই তা ভুলে গিয়েছিলেন। এ কথার পর দীনের কোন কথাই নির্ভরযোগ্য থাকে না। সাহাবা কিরামের মাধ্যমে ও তাঁদের বর্ণনা থেকে উম্মত গোটা দীন লাভ করেছে। যখন তাঁদের প্রাথমিক যুগের প্রথম সারির 'আশারা মুবাশ্‌শারা সম্বন্ধে এ কথা মেনে নেওয়া হয় যে, তাঁদের সবাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গুরুত্ব পূর্ণ কথা ভুলে বসেছিলেন, আর হুযূর (সা)-এর সেই ভাষণ তাঁদের মধ্যে কোন এক জনেরও স্মরণে ছিল না, তখন তাঁদের উদ্ধৃতি ও বর্ণনার ওপর কখনো ভরসা করা যেতে পারে না। হাদীসের কোন

বর্ণনাকারী সম্বন্ধে যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি বিস্মৃতকারী ছিলেন তখন মুহাদ্দিসীন তার কোন বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। বর্ণনায় তাকে সাকিতুল ই'তিবার (অবিশ্বস্ত) নির্ধারণ করা হয়।

বস্তুত হযরত হুযাইফা (রা)-এর আলোচ্য হাদীসে এবং এ বিষয়ক অন্যান্য হাদীসের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় মসজিদের সেই ভাষণে তাদের দাবি ও ভাষ্য অনুযায়ী جَمِيْعُ مَا كَانَ وَمَايَكُوْنُ বর্ণনা করে ছিলেন। উপরিবর্ণিত কারণে এ দাবি হচ্ছে চূড়ান্ত সীমার বোকামী ও মুর্খতা। সেই জাতীয় হাদীসের উদ্দেশ্য ও ফায়দা কেবল এই যে, তিনি সেই ভাষণে ও খুতবায় কিয়ামত পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য অসাধারণ ঘটনাবলি ও বিপর্যয়সমূহ এবং বড় বড় ফিত্নাসমূহের কথা বর্ণনা করেছিলেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ওপর প্রতিভাত করেছিলেন এবং যে সব বিষয়ে উম্মতকে সর্তক করে দেওয়া তিনি আবশ্যক মনে করেছিলেন। এটাই নবুওতী মর্যাদার চাহিদা ও তাঁর মহান শানের উপযুক্ত।

কিয়ামতের আলামতসমূহ

যে ভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের মধ্যে বিস্তার লাভকারী ফিত্নাসমূহের সংবাদ দিয়েছেন, অনুরূপভাবে কতক বিষয় সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বে এগুলো প্রকাশ পাবে। সেগুলোর মধ্যে কতক অসাধারণ জাতীয় যা স্পষ্টত সেই সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থী, যে সব নিয়মের ওপর এ জগতের শৃঙ্খলা নির্ভরশীল। যেমন, পূর্ব দিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া, দাব্বাতুল আরদ নির্গত হওয়া, দাজ্জালের প্রকাশ ও হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ ইত্যাদি, এই সব অসাধারণ আলামত তখন প্রকাশ পাবে। এসব ঘটনা যেন কিয়ামতের অগ্রবর্তী ঘোষক ও ভূমিকাস্বরূপ। এগুলোকে কিয়ামতের 'আলামাতে খাস্সা' ও 'আলামাতে কুব্রা'ও বলা হয়। এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের পূর্বে কতক এরূপ বিষয়, ঘটনাবলি ও পরিবর্তন প্রকাশের সংবাদ দিয়েছেন যেগুলো অসাধারণ নয় বটে, তবে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র ও উত্তম যুগে কল্পনাতীত ও অস্বাভাবিক ছিল। উম্মতের মধ্যে যে সবের প্রকাশ মন্দ ও ফাসাদের লক্ষণ হবে, সে সবকে কিয়ামতের সাধারণ আলামত বলা হয়। নিম্নে প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সেই বাণীসমূহ উপস্থাপন করা হচ্ছে, যেগুলোতে তিনি কিয়ামতের সাধারণ লক্ষণ উল্লেখ করেছেন। প্রথম প্রকার অর্থাৎ আলামাত কুব্‌রা (বড় আলামতসমূহ) সম্বন্ধে হাদীস পরে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

কিয়ামতের সাধারণ আলামতসমূহ

٧٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ اِذْ جَاءَ اَعْرَابِـىٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ اِذَا ضُيِّعَتِ الاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَـالَ كَيْفَ اِضَاعَتُهَا؟ قَالَ اِذَا وُسِّدَالاَمْرُ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهٖ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخارى)

৭৪. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, (একদিন) নবী করীম (সা) বর্ণনা করছিলেন, ইতোমধ্যে এক আরাবী (বেদুইন) এল। সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, কিয়ামত কবে হবে? তিনি বললেন, যখন (সে সময় এসে যাবে যে,) আমানত ধ্বংস করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর। আরাবী পুনরায় নিবেদন করল, আমানত কি ভাবে ধ্বংস করা হবে? তিনি বললেন, যখন বিষয়াবলি অযোগ্যদের প্রতি অর্পিত করা হবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর। (সহীহ্ বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ আমাদের উর্দূ ভাষায় 'আমানত'-এর অর্থ খুবই সীমিত। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের ভাষায় এর অর্থ ব্যাপক। শব্দটি নিজের মধ্যে মর্যাদা ও গুরুত্ব বহন করে। প্রত্যেক মহান ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বকে 'আমানত' দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। আমানতের অর্থের প্রশস্ততা ও মর্যাদা বুঝার জন্যে সূরা আহ্যারের আয়াত اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ .. الآيـة -এর প্রতি দৃষ্টিদান করা যেতে পারে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা)-এর আলোচ্য হাদীসে আমানত ধ্বংস করার ব্যাখ্যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন যে, দায়িত্বসমূহ এমন লোকদের প্রতি অর্পিত করা হবে যারা এর অযোগ্য। স্তর অনুযায়ী সর্ব প্রকার দায়িত্ব এর অন্তর্ভুক্ত।

রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয়পদ ও চাকুরী, রাষ্টীয় ক্ষমতা, এভাবে দীনী নেতৃত্ব ও ইমামত, ফাতওয়া, ফায়সালা, ওঁয়াক্‌ফের তত্ত্বাবধান ও এর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি দায়িত্ব সমূহ। এরূপ যে কোন ছোট বড় দায়িত্ব যখন অযোগ্যদের প্রতি অর্পণ করা হয় তখন তা আমানতের ধ্বংস ও সামষ্টিক জীবনের জন্য ভীষণ অপরাধ। এটাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামত নিকটবর্তীতার লক্ষণ বলেছেন। আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী যদিও এক বেদুইনের জিজ্ঞাসার উত্তর ছিল, কিন্তু সর্বস্তরের উম্মতের জন্য এর বার্তা ও সবক হচ্ছে আমানত সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুভব কর। এর দাবি পূর্ণ কর, সর্বপ্রকার দায়িত্বসমূহ

যোগ্য ব্যক্তির প্রতি সমর্পণ কর। এর বিপরীত করলে আমানত ধ্বংসের অপরাধী হবে। আল্লাহ্র সামনে এজন্য জবাবদিহিতা করতে হবে।

٧٥. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ كَذَّابِيْنَ فَاحْذَرُوْهُمْ — (رواه مسلم)

৭৫. হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামতের পূর্বে কতক মিথ্যাবাদী লোক হবে। তোমরা তাদের থেকে দূরে থাকবে। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে كَذَّابِيْنَ দ্বারা সেই সব লোক উদ্দেশ্য, যাদের মিথ্যাবলা অস্বাভাবিক জাতীয়। আর সেই মিথ্যা দীনের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, নবুওতের মিথ্যা দাবিদার, জাল হাদীস রচনাকারী, মিথ্যা কাহিনী তৈরিকারী, বিদ্'আত ও বাজেকথা প্রচলনকারী। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীর উদ্দেশ্য এই যে, আমার পর কিয়ামতের পূর্বে এ জাতীয় লোক সৃষ্টি হবে, এবং তোমাদেরকে গোমরাহ্ করতে থাকবে। আমার উম্মতের উচিত তাদের থেকে সাবধান ও দূরে থাকা। তাদের জালে ফেঁসে না যাওয়া। যে ভাবে জানা আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগ থেকে এখন পর্যন্ত নবুওতের শত শত দাবিদার পয়দা হয়েছে, যাদের মধ্যে সর্ব প্রথম ছিল ইয়ামনের মুসাইলামা কায্যাব। আমাদের জানা মতে সর্বশেষ গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। এভাবে মাহ্দীর দাবিদারও পয়দা হতে থাকবে। আর অনেক ভ্রষ্ট দাওআতের আহ্বানকারী ও নেতৃবর্গ পয়দা হবে। সবাই সেই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য হাদীসে যাদের সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন তাদের থেকে দূরে থাকার তাকিদও করেছেন।

٧٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْئُ دُوَلاً وَالاَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكوةُ مَغْرَمًا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ وَاَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ اُمَّهُ وَاَدْنَا صَدِيْقَهُ وَاَقْصَا اَبَاهُ وَظَهَرَتِ الاَصْوَاتُ فِى الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيْمَ الْقَوْمِ اَرْذَلُهُمْ وَاُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ وَلَعَنَ آخِرُ هذِهِ الاُمَّةِ اَوَّلَهَا فَارْتَقِبُوْا عِنْدَ ذلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُه فَتَتَابَعَ — (رواه الترمذى)

৭৬. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন গনীমত ব্যক্তিগত সম্পদ হবে, আমানতকে গনীমতের মাল মনে করা হবে, এবং যাকাত জরিমানা মনে করা হবে, আর ইল্‌ম অর্জন করা হবে দীনের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য (জাগতিক) উদ্দেশ্যে, মানুষ অনুগত্য করবে স্বীয় স্ত্রীর, আপন মার অবাধ্যতা করবে ; আর বন্ধুদেরকে নিকটবর্তী করবে এবং পিতাকে দূর করবে, আর মসজিদগুলোতে কণ্ঠসমূহ উঁচু হবে, গোত্রের নেতৃত্বদান করবে তাদের ফাসিক; এবং সর্বাধিক নিচু লোক জাতির নেতা হবে। আর যখন মানুষকে সম্মান করা হবে তার অনিষ্টের ভয়ে। আর (পেশাদার) গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র ব্যাপক হবে। এবং মদ পান করা হবে এবং উম্মতের পরবর্তীগণ তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করবে, তখন লাল ঝঞ্ঝাবায়ু, ভূমিকম্প, যমীন ধ্বসে যাওয়া, আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যাওয়া, পাথর বৃষ্টি (এছাড়া এ জাতীয়) আরো লক্ষণসমূহ যা ক্রমান্নয়ে এভাবে আসবে যেমন একটি হার যার সুতা কেটে দেওয়া হলে এর দানাগুলো ক্রমান্বয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে। (জামি' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের পূর্বে উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি হবে এরূপ পনেরটি মন্দ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। ১. এই যে, গণীমতের মাল প্রকৃতপক্ষে যা যোদ্ধা ও গাজীদের প্রাপ্য এবং যার মধ্যে ফকির ও মিসকীনদেরও অংশ রয়েছে, কর্তৃপক্ষ তা ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবে ব্যয় করতে থাকবে। ২. লোকজন সেচ্ছায় রাষ্ট্রের যাকাত প্রদান করবে না বরং এটাকে এক প্রকার জরিমানা মনে করবে।[১] ৩. ইলম যা দীনের জন্যই এবং নিজের আখিরাতের জন্য অর্জন করা উচিত তা দীন বহির্ভূত উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পার্থিব লাভ ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে অর্জন করা হবে, ৪ ও ৫. লোকজন তাদের স্ত্রীদের আনুগত্য করবে এবং মা গণের অবাধ্যতা ও তাদেরকে কষ্ট প্রদান করা তাদের রীতি হবে। ৬. বন্ধু-বান্ধবকে নিকটবর্তী করা হবে। ৭. পিতাকে দূরে রাখা হবে, তার সাথে মন্দ আচরণ করা হবে। ৮. মসজিদসমূহ যা আল্লাহ্‌র ঘর এবং আদব রক্ষার্থে তাতে বিনা প্রয়োজনে উচুঁস্বরে শব্দ করা নিষেধ, তার আদব ও সম্মান বাকি থাকবে না। তাতে কণ্ঠ উচুঁ এবং হৈ-হাঙ্গামা হবে। ৯. গোত্রের সর্দারী ও নেতৃত্ব ফাসিক-কাফিরদের হাতে এসে যাবে। ১০. জাতির সর্বাধিক নিচু লোক জাতির দায়িত্বশীল হবে ১১. মন্দ লোকের মন্দ ও শয়তানীর ভয়ে তাদের সম্মান করা হবে। ১২ ও ১৩. পেশাধারী গায়িকা এবং মা'আযিফ ও মাযামির অর্থাৎ ঢোল বাঁশি এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের আধিক্য হবে ১৪. মদপান বেশি হবে। ১৫. উম্মতের মধ্যে পরে

---

[১] উল্লেখ্য, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় রাষ্ট্র যাকাত আদায় করে তা তার উপযুক্তদের নিকট পৌছাত। যাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় ও ঈমান মযবুত নয় তারা এটাকে রাষ্ট্রীয় ট্যাক্সের ন্যায় জরিমানা মনে করে।

আগমনকারী লোকজন উম্মতের প্রথম স্তরের লোকজনকে নিজেদের অভিশাপ ও অশ্লীল বাক্যের লক্ষ্যস্থল বানাবে।

পরিশেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, উম্মতের মধ্যে যখন অনিষ্ট সৃষ্টি হবে তখন আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ এই আকৃতিতে আসবে যে, লাল ঝঞ্ঝাবায়ু, ভীষণ ভূমিকম্প, লোকজনের ভূ-গর্ভস্থ হওয়া, তাদের আকৃতি পরিবর্তন, এবং প্রস্তর-বৃষ্টি বর্ষণ, এছাড়াও আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ ও ওজস্বীতা ক্রমাগত এভাবে প্রকাশ পাবে যেভাবে হারের সুতা ছিড়ে যাওয়ার কারণে এর দানাগুলো ক্রমান্বয়ে পতিত হতে থাকে।

হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ এই যে, যখন এই মন্দসমূহ উম্মতে এবং মুসলিম সমাজে সর্বব্যাপী হবে তখন আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ ও উত্তেজনা এই আকৃতিসমূহে প্রকাশ পাবে।

٧٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيْضَ حَتَّى يُخْرِجَ الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِه فَلاَ يَـــجِدُ اَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَتَعُوْدُ اَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوْجًا وَاَنْهَارًا ــ (رواه مسلم)

৭৭. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ (এরূপ সময় না আসবে) যে, মাল অধিক হবে, আর তা ভেসে ভেসে ফিরবে, এমনকি (অবস্থা এই দাঁড়াবে যে,) এক ব্যক্তি নিজের মালের যাকাত বের করবে আর সে পাবে না এরূপ (ফকির, মিস্কিন, অভাবী লোক) যে তার থেকে যাকাত গ্রহণ করবে। আর আরবের মাটি (বর্তমানে যার অধিকাংশ পানি ও তরুলতা শূন্য) সবুজ শ্যামল চারণভূমি হবে। নদী নালা হবে। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ বিগত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে আরব দেশগুলোতে পেট্রোল আবিষ্কারের পর উন্নয়নের বিপ্লব এসেছে। সমতল মাঠ ও মরুভূমিকে কৃষি ক্ষেত্র ও বাগ-বাগিচায় রূপান্তর করতে এবং খাল খননের যে বাস্তব চেষ্টা চলছে নিঃসন্দেহে এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীর বাস্তব প্রকাশ। যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেছিলেন, তখন এ জাতীয় বিষয় কল্পনাও করা যেত না। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ওপর প্রতিভাত করেছিলেন যে, এক সময় এরূপ বিপ্লব সাধিত হবে। তাই তিনি উম্মতকে এই সংবাদ দিয়েছিলেন। সাহাবা কিরাম কেবল শুনেছিলেন। আর আমাদের যুগে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ জাতীয় সংবাদ তাঁর মু'জিযা ও তাঁর নবুওতের দলীলস্বরূপ।

٧٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَخْرُجَ نَارٌ مِّنْ اَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيْئُ اَعْنَاقَ الاِبِلِ بِبُصْرٰى —

(رواه البخارى ومسلم)

৭৮. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামত তখন পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ না (এ ঘটনা ঘটবে) (অসাধারণ জাতীয়) এক আগুন উঠবে হিজায ভূমি থেকে, যা বুসরা শহরের উটগুলোর গর্দান আলোকিত করবে। (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য যে সব অস্বাভাবিক ঘটনার কথা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর উদ্ভাসিত করা হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, এক সময় হিজায ভূমি থেকে একটি অস্বাভাবিক জাতীয় আগুন প্রকাশ পাবে। যা আল্লাহ্ তা'আলার আশ্চর্যাবলির মধ্যে গণ্য হবে। এর আলো এরূপ হবে যে, শত শত মাইল দূরবর্তী রাষ্ট্র সিরিয়ার বুসরা শহরের উট ও উটগুলোর গর্দান সে আলোতে দৃষ্টি গোচর হবে। আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সুসংবাদ দিয়েছেন।

হিজায সেই বিস্তৃত অঞ্চলের নাম যার মধ্যে মক্কা মুআয্যমা, মদীনা মুনাওয়ারা, জিদ্দা, তায়িফ, রাগীব ইত্যাদি শহর অবস্থিত। আর বুসরা দামেস্ক থেকে প্রায় আটচল্লিশ মাইল দূরত্বে সিরিয়ার এক শহর ছিল। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের ভাষ্যকার হাফিয ইব্ন হাজার, আল্লামা আইনী ও ইমাম নববী প্রমুখ এবং হাদীসের অধিকাংশ ভাষ্যকারগণ উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভবিষ্যতবাণীর প্রমাণ ছিল সেই আগুন যা হিজরী সপ্তম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে মদীনা মুনাওওয়ারার নিকট থেকে প্রকাশমান হচ্ছিল। প্রথম তিন দিন ভূমিকম্পের অবস্থায় ছিল। এরপর এক প্রশস্ত এলাকায় আগুন প্রকাশ পেল। সেই আগুনে মেঘের ন্যায় গর্জন এবং বজ্রপাতও ছিল।

তাঁরা লিখেন, সেই আগুনকে আগুনের এক বড় শহর মনে হত। আগুনটি যে পাহাড়ের উপর দিয়ে প্রবাহিত হত তা চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যেত, অথবা গলে যেত। সে আগুন যদিও মদীনা মুনাওওয়ারা থেকে দূরে ছিল তবু তার আলো দ্বারা মদীনা মুনাওওয়ারার রাতসমূহ দিনের ন্যায় উজ্জ্বল থাকত। মানুষ তাতে সেই সব কাজ করতে সক্ষম হতেন যা দিনের আলোতে করা হয়ে থাকে। এর আলো শত শত মাইল দূর পর্যন্ত পৌছত। ইয়ামামা ও বুসরা পৌছতে দেখা গিয়েছে। তারা আরো লিখেন যে, সেই আগুনের আশ্চর্যাবলির মধ্যে এটাও ছিল যে, তা পাথরগুলোকে জ্বালিয়ে ছাই করে দিত, কিন্তু গাছ-পালা জ্বলত না। তারা লিখেন, জুমাদিউল উখ্রার শুরু হতে রজবের শেষ পর্যন্ত প্রায় পৌনে দুই মাস আগুন স্থায়ী ছিল।

তবে মদীনা মুনাওওয়ারা এ থেকে কেবল সুরক্ষিতই থাকেনি বরং সে সময়ে সেখানে খুবই মনোরম শীতল বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল। নিঃসন্দেহে আগুন আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত। তাঁর কঠোরতা ও ক্রোধের চিহ্নসমূহের মধ্যে এক চিহ্ন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাড়ে ছয়'শ বছর পূর্বে এ সংবাদ দিয়েছিলেন।

কিয়ামতের বড় আলামত সমূহ- পশ্চিম দিকে সূর্যোদয়, দাব্বাতুল আর্দ-এর নির্গমন, দাজ্জালের ফিত্না, হযরত মাহ্দীর আগমন ও হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ

٧٩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ الاٰيَاتِ خُرُوْجًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوْجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى وَاَيُّهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبِهَا فَالاُخْرٰى عَلٰى اِثْرِهَا قَرِيْبًا. (رواه مسلم)

৭৯. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে সর্ব প্রথম যা প্রকাশ পাবে তা হচ্ছে- পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় হবে। আর মানুষের সামনে দ্বি-প্রহরে দাব্বাতুল আর্দ বের হবে। আর উভয়ের মধ্যে যেটিই প্রথম হবে অন্যটি তার সাথে সাথেই হবে। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ উল্লেখ্য, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেছিলেন তখন পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর প্রতি এতটুকুই প্রতিভাত করা হয়েছিল যে, কিয়ামতের বড় আলামতসমূহের মধ্যে এই দুই অসাধারণ ও অস্বাভাবিক ঘটনা প্রকাশ পাবে। একটি হচ্ছে- সূর্য যা সর্বদা পূর্ব দিক থেকে উদয় হয় একদিন তা পশ্চিম দিক হতে উদয় হবে। দ্বিতীয়টি-এক আশ্চর্য ও অপরিচিত প্রাণী দাব্বাতুল আর্দ অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে প্রকাশ পাবে। তখন তাঁকে এটা প্রতিভাত করা হয়নি যে, উভয় ঘটনার মধ্যে কোন্ ঘটনা প্রথমে সংঘটিত হবে এবং কোন্টি পরে হবে। এজন্য তিনি বলেন, এগুলোর মধ্যে যেটিই প্রথমে হবে অন্যটি তার সাথে সাথেই হবে।

দাব্বাতুল আর্দ নির্গমনের উল্লেখ কুরআন মজীদের সূরায়ে নাহ্লের বিরাশি নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেক অমূলক কথা প্রসিদ্ধি লাভ করে আছে। তাফসীরের কোন কোন কিতাবেও এ সম্বন্ধে বর্ণনাসমূহ লিখা হয়েছে। তবে কুরআন মজীদের শব্দাবলি ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহ

দ্বারা জানা যায়, জন্তুটি যমীনের উপর চলাচল ও দৌড়ানোকারী পশু হবে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে যমীন থেকে সৃষ্টি করবেন। (যেভাবে হযরত সালিহ্ (আ) এর উটনীকে পাহাড়ের পাথর থেকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছিলেন) আল্লাহ্র নির্দেশে প্রাণীটি মানুষের ন্যায় কথা বলবে। আল্লাহ্ তা'আলার দলীল প্রতিষ্ঠা করবে। কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায়, প্রাণীটি মক্কা মুকাররমার সাফা টিলা হতে বের হবে।

আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত উভয় ঘটনা অর্থাৎ পূর্ব দিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় হওয়া এবং কোন প্রাণী (দাব্বাতুল আর্দ)-এর জন্ম ও বংশধারার সাধারণ পরিচিত পদ্ধতির পরিবর্তে যমীন হতে নির্গত হওয়া স্পষ্টত সেই প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থী যা এ জগতের সাধারণ নীতি। এজন্য এরূপ নির্বোধ, যারা আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত সম্বন্ধে জ্ঞাত নয় এসব বিষয়ে তাদের সন্দেহ হতে পারে। কিন্তু তাদের এ সব বুঝা উচিত, এ সব তখন হবে যখন দুনিয়ার এই প্রচলিত পদ্ধতি শেষ করা হবে, এবং কিয়ামতের যুগ শুরু হবে, আসমান ও যমীনকে ধ্বংস করে অন্য জগত প্রতিষ্ঠিত করা হবে। তখন এসবই দৃষ্টিগোচরে আসবে যা আমাদের এ জগতের পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এখানে এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, কিয়ামতের 'আলামতে খাস্সা' ও 'আলামতে কুব্রাও দুই প্রকার। কতক এইরূপ- যেগুলোর প্রকাশ কিয়ামতের সম্পূর্ণ নিকটে হবে। যেন এসব আলামতের প্রকাশ দ্বারাই কিয়ামত শুরু হবে, যেভাবে সুবহি সাদিকের প্রকাশ দিনের আগমনের আলামত হয়ে থাকে। আর তখন থেকেই দিন শুরু হয়ে যায়। আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত উভয় আলামতই অন্তর্ভুক্ত। আর এ জাতীয় আলামতসমূহের মধ্যে সর্ব প্রথম এগুলোই প্রকাশ পাবে। এগুলোর প্রকাশ যেন এ ঘোষণা যে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে এখন পর্যন্ত দুনিয়া যে পদ্ধতির ওপর চলছিল, এখন তা শেষ হয়ে গেছে। আর কিয়ামতের যুগ ও ভিন্ন পদ্ধতি আরম্ভ হয়েছে। কিয়ামতের 'আলামতে কুব্রার' মধ্যে কতক এইরূপ, যেগুলোর প্রকাশ কিয়ামত থেকে কিছুদিন পূর্বে হবে, আর সেগুলো কিয়ামতের নিকটবর্তী আলামত হবে। দাজ্জালের আবির্ভাব ও হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ (যার উল্লেখ সামনে লিপিবদ্ধাধীন হাদীস সমূহে আসছে) কিয়ামতের এ জাতীয় আলামতসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

٨٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثٌ اِذَا خَرَجْنَ لَايَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِىْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْاَرْضِ ـــ (رواه مسلم)

৮০. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, (কিয়ামতের লক্ষণ সমূহের মধ্যে) তিনটি ঘটনা যেগুলো প্রকাশ পাওয়ার পর ইতিপূর্বে যারা ঈমান আনেনি ও নেক কাজ করেনি তাদের ইমান গ্রহণ কোন ফায়দা পৌছাবে না (কোন কাজে আসবে না) ১. পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় হওয়া, ২. দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া, ৩. দাব্বাতুল আর্দ বের হওয়া। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই তিন আলামত প্রকাশ পাওয়ার পর এ কথা সবার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, দুনিয়ার শৃঙ্খলা ওলট-পালট হয়ে কিয়ামতের সময় নিকটে এসে গেছে। এ জন্য তখন ঈমান গ্রহণ অথবা গুনাহ্সমূহ হতে তাওবা করা কিংবা সাদ্কা খায়রাতের ন্যায় কোন কাজ করা যা পূর্বে করা হয়নি এরূপ হবে যেমন, মৃত্যুর দরজায় পৌছে অদৃশ্য জগতের বাস্তবাদি দর্শনপূর্বক কেউ ঈমান নিয়ে আসে কিংবা গুনাহ্সমূহ হতে তাওবা করে অথবা সাদ্কা খায়রাতের ন্যায় কোন নেক কাজ করে। এসবের কোন মূল্যায়ণ হবে না এবং কাজে আসবে না।

٨١. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَابَيْنَ خَلْقِ آدَمَ اِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ اَمْرٌ اَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ — (رواه مسلم)

৮১. হযরত ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, হযরত আদম (আ) এর জন্ম থেকে কিয়ামত আগমনের পূর্ব পর্যন্ত কোন কাজ (কোন ঘটনা, কোন বিপর্যয়) দাজ্জালের ফিত্না থেকে বিরাট ও কঠিন হবে না। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আদম (আ)-এর জন্ম থেকে এখন পর্যন্ত, আর এখন হতে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্র বান্দাদের জন্যে যে অসংখ্য ফিত্না সৃষ্টি হয়েছে এবং হবে, দাজ্জালের ফিত্না সেগুলোর মধ্যে সর্বাধিক বড় ও কঠিন হবে। আল্লাহ্র বান্দাদের জন্য তাতে শক্ত পরীক্ষা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন ও ঈমানের সাথে উঠিয়ে নিন।

٨٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا عَنِ الدَّجَّالِ — مَاحَدَّثَ بِهِ نَبِىٌّ قَوْمَه اِنَّه اَعْوَرُوَاِنَّه يَجِئُ مَعَه مِثْلُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِى يَقُوْلُ اِنَّهَا الْجَنَّةُ هِىَ النَّارُ وَاِنِّىْ اُنْذِرُكُمْ كَمَا اَنْذَرَ نُوْحٌ قَوْمَهٗ —
(رواه البخارى ومسلم)

৮২. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি দাজ্জাল সম্বন্ধে তোমাদের এমন কথা বলব, যা কোন নবী (আ) স্বীয় উম্মতকে বলেন নি। (শুন!) সে কানা হবে। (তার চোখে আঙ্গুরের দানার ন্যায় পুতলি ফোঁলা হবে) তার সাথে জান্নাতের ন্যায় একটি জিনিস থাকবে এবং জাহান্নামের ন্যায় একটি জিনিস থাকবে। সুতরাং সে যেটিকে জান্নাত বলবে প্রকৃত পক্ষে তা জাহান্নাম হবে। হুযূর (সা) আরও বললেন, আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করছি, যেভাবে সর্তক করেছিলেন আল্লাহ্র নবী হযরত নূহ্ (আ) তাঁর জাতিকে। (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ দাজ্জাল সম্বন্ধে বিভিন্ন সাহাবা কিরাম হতে হাদীস ভাণ্ডারে এত বেশি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো থেকে সামগ্রিকভাবে এ কথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের সন্নিকটে দাজ্জাল প্রকাশের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তার ফিত্না আল্লাহ্র বান্দাদের জন্য বিরাট ও কঠিনতম ফিত্না হবে। সে আল্লাহ্ বলে দাবি করবে এবং এর প্রমাণ স্বরূপ আশ্চর্য ও অপরিচিত কারিশমাসমূহ দেখাবে। তার কারিশমা সমূহের মধ্যে একটি এই হবে, তার সাথে জান্নাতের ন্যায় এক কৃত্রিম জান্নাত ও জাহান্নামের ন্যায় এক কৃত্রিম জাহান্নাম থাকবে। প্রকৃতপক্ষে যেটিকে সে জান্নাত বলবে, তা জাহান্নাম হবে। এভাবে যেটিকে সে জাহান্নাম বলবে, প্রকৃতপক্ষে তা জান্নাত হবে।

এটা হতে পারে যে, সাথে নিয়ে আসা দাজ্জালের এই জাহান্নাম ও জান্নাত কেবল তার প্রতারণা ও দৃষ্টি বিভ্রান্ত করার ফলস্বরূপ হবে। আর এটাও সম্ভব যে, যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বিশেষ হিকমতে আমাদের পরীক্ষার জন্যে শয়তান সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপভাবে পরীক্ষার জন্য দাজ্জালও পয়দা করবেন। এভাবে দাজ্জালের সাথে আনীত জান্নাত ও জাহান্নামও আল্লাহ্ তা'আলা পয়দা করবেন। মিথ্যুক দাজ্জালের এক প্রকাশ্য আলামত হবে, সে চোখে কানা হবে।

সহীহ্ বর্ণনায় এসেছে আঙ্গুরের দানার ন্যায় তার চোখ ফোঁলা হবে যা সবাই দেখতে পাবে। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ সম্পর্কে পরিচয়হীন বহুলোক যারা ঈমান থেকে বঞ্চিত হবে অথবা যারা খুবই দুর্বল ঈমানের লোক হবে দাজ্জালের প্রতারণা ও অস্বাভাবিক চমৎকারিত্বসমূহে প্রভাবান্বিত হয়ে তার আল্লাহ্ হওয়ার দাবিকে মেনে নেবে। আর যাদের প্রকৃত ঈমানের সৌভাগ্য হবে দাজ্জালের প্রকাশ ও তার অস্বাবাবিক চমৎকারিত্ব তাদের ঈমান ও ইয়াকীনের অধিক উন্নতি ও বৃদ্ধির কারণ হবে। তারা তাকে দেখে বলবে, এই সে দাজ্জাল যার সংবাদ আমাদের সত্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছিলেন। এভাবে দাজ্জালের প্রকাশ তার (মু'মিনের) জন্যে উন্নতির ওসীলা হবে।

দাজ্জালের হাতে প্রকাশিতব্য অপ্রাকৃতিক ঘটনাবলি

যেরূপ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, কিয়ামতের পূর্বে দাজ্জালের প্রকাশ সর্ম্পকিত হাদীস, হাদীস ভাণ্ডারে এত অধিক বর্ণনা রয়েছে যেগুলোর পর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, কিয়ামতের পূর্বে দাজ্জাল প্রকাশ পাবে। এভাবে সেই বর্ণনাগুলোর আলোকে এতেও কোন সন্দেহ থাকে না যে, সে ইলাহ্ হওয়ার দাবি করবে। তার হাতে বিরাট অস্বাভাবিক ও বুদ্ধি হতভম্বকারী অপ্রাকৃতিক ঘটনাবলি প্রকাশ পাবে। যা কোন মানুষ ও কোন সৃষ্টির শক্তির বাইরে ও ঊর্ধ্বে হবে। যেমন, তার হাতে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। উল্লিখিত হাদীসেও এ বর্ণনা রয়েছে। আর যেমন, সে মেঘকে বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ করবে, এবং তার নির্দেশ মুতাবিক তখন বৃষ্টি বর্ষিত হবে। আর যেমন, সে যমীনকে নির্দেশ দেবে ফসল উৎপন্ন হতে, তখনই ফসল উৎপন্ন হতে দেখা যাবে। আর যেমন, আল্লাহ্র সম্পর্কে পরিচয়হীন ও বাহ্যিক দৃষ্টিসম্পন্ন যে ব্যক্তি এরূপ অপ্রাকৃতিক বিষয়াবলি দেখে তাকে আল্লাহ্ মেনে নেবে, তার পার্থিব অবস্থা বাহ্যত অতি ভাল হবে এবং তাকে খুবই সুখী স্বাচ্ছন্দপূর্ণ মনে হবে। পক্ষান্তরে যে সব মু'মিন ও সত্যবাদীগণ তার ইলাহ্ দাবিকে প্রত্যাখ্যান করবে ও তাকে দাজ্জাল বলে নির্ধারণ করবে, বাহ্যত তাদের পার্থিব অবস্থা অতিশয় মন্দ হবে। তাদেরকে হত দরিদ্র ও বিভিন্ন প্রকার কষ্টে জড়িত করা হবে। আর যেমন, সে একটি শক্তিশালী যুবককে হত্যা করে তাকে দু'টুক্‌রা করে ফেলবে। পুনরায় সে তাকে স্বীয় নির্দেশে জীবিত করে দেখাবে। সবাই দেখতে পাবে, যেরূপ স্বাস্থ্যবান যুবক ছিল সেরূপই হয়ে গেছে।

বস্তুত হাদীসের কিতাবসমূহে দাজ্জালের হাতে প্রকাশিতব্য এরূপ বুদ্ধি হতভম্বকারী অপ্রাকৃতিক ঘটনাবলির বর্ণনা এত অধিক রয়েছে যে, এ ব্যাপারেও কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, তার হাতে এ জাতীয় অপ্রাকৃতিক বিষয় প্রকাশ পাবে আর এটাই মানুষের পরীক্ষার কারণ হবে।

এ জাতীয় অপ্রাকৃতিক ঘটনা যদি নবী (আ) গণের হাতে প্রকাশ পায়, তাকে মু'জিযা বলা হয়। যেমন- হযরত মূসা (আ) ও হযরত ঈসা (আ) প্রমুখ নবীগণের সেই সব মু'জিযা যেগুলোর উল্লেখ কুরআন মজীদে বার বার এসেছে। অথবা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চন্দ্র বিদীর্ণ মু'জিযা ও অন্যান্য মু'জিযাসমূহ যা হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি এরূপ অপ্রাকৃতিক ঘটনা নবী (আ) গণের অনুসারী উত্তম মু'মিনগণের হাতে প্রকাশ পায়, তবে তাকে কারামত বলা হয়। যেমন, কুরআন মজীদে আসহাব কাহ্‌ফের ঘটনা বর্ণনা রয়েছে। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতের আওলিয়া কিরামের শত শত হাজার ঘটনাবলি প্রসিদ্ধ আছে। আর যদি এজাতীয় অপ্রাকৃতিক ঘটনা কোন কাফির-মুশ্‌রিক

কিংবা ফাসিক ফাজির ও গোমরাহ্ পথে আহ্বানকারীর হাতে প্রকাশ পায়, তবে তা ইস্‌তিদ্‌রাজের অন্তর্গত।

আল্লাহ্ তা'আলা এ জগতকে পরীক্ষাগার বানিয়েছেন। মানুষের মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয় প্রকারের যোগ্যতা ঢেলে দিয়েছেন। হিদায়াত ও উত্তম কাজের দাওআতের জন্য নবীগণকে প্রেরণ করেছেন। তাঁদের পর তাঁদের প্রতিনিধিগণ কিয়ামত পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে যাবেন। পক্ষান্তরে গোমরাহী ও মন্দের প্রতি আহ্বানের জন্য শয়তান এবং মানুষ ও জিন থেকে তার চেলা-চামন্ডাও পয়দা করা হয়েছে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের কাজ করে যাবে।

আদম-সন্তানের মধ্যে খাতিমুন্নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর হিদায়াত ও উত্তম কাজের প্রতি আহ্বানের পূর্ণতা শেষ করেছেন। এখন তাঁরই প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত হিদায়াতের ধারাবাহিকতা চালু থাকবে। আর গোমরাহী ও মন্দকাজের পূর্ণতা দাজ্জালের ওপর শেষ হবে। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে ইস্‌তিদ্‌রাজস্বরূপ এরূপ অস্বাভাবিক ও বুদ্ধি-বিবেচনা বহির্ভূত ঘটনাবলি তাকে দেওয়া হবে যা পূর্বে গোমরাহীর প্রতি আহ্বানকারী কাউকে দেওয়া হয়নি।

এটা যেন মানুষের শেষ পরীক্ষা হবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা এর মাধ্যমে প্রকাশ্যে বলবেন যে, নবুওতের ধারাবাহিকতা বিশেষ করে খাতিমুন্নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর প্রতিনিধিদের হিদায়াত, ওয়াজ, উত্তম কাজের প্রতি আহ্বানের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলস্বরূপ সেই দৃঢ়পদ বান্দাগণও দাজ্জালী জগতে মজুদ রয়েছেন, এজাতীয় বুদ্ধি হতভম্বকারী ঘটনাবলি দেখার পরও যাদের ঈমান ও ইয়াকীনে কোন পার্থক্য আসেনি। বরং তাদের ঈমানে সেই বিশ্বাসের স্থান অর্জিত হয়েছে যা এই পরীক্ষা ছাড়া অর্জিত হত না।

হযরত মাহ্দীর আগমন, তাঁর মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য বিপ্লব

এ বিষয় সম্পর্কিত যেসব হাদীস ও বর্ণনা কোন পর্যায়ে নির্ভরযোগ্য, সেগুলোর মোদ্দাকথা হচ্ছে, এ জগতের শেষ ও কিয়ামতের পূর্বে শেষ যুগে, সে যুগের রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের পক্ষ হতে মুসলিম উম্মতের ওপর এরূপ কঠিন ও ভয়ানক অত্যাচার হবে যে, আল্লাহ্‌র প্রশস্ত যমিন তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়বে। সবদিকে অত্যাচারের যুগ হবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মত হতে (কোন কোন বর্ণনা মুতাবিক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বংশ হতে) এক মুজাহিদকে দাঁড় করাবেন। তাঁর চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে এরূপ বিপ্লব সাধিত হবে যে, দুনিয়া থেকে অত্যাচার অবিচার খতম হবে। চারদিকে ন্যায় ও ইন্‌সাফের যুগ চালু হবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে অসাধারণ বরকতসমূহ প্রকাশ পাবে। আসমান থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী ভরপুর বৃষ্টি হবে এবং যমিন থেকে অস্বাভাবিক ও প্রাকৃতিকরূপে ফসল উৎপন্ন হবে।

যে মুজাহিদ ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা এ বিপ্লব ঘটাবেন (কোন কোন বর্ণনা মুতাবিক তাঁর নাম মুহাম্মদ, তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ্ হবে। মাহ্দী তাঁর উপাধী হবে।) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর থেকে লোকদের হিদায়াতের কাজ গ্রহণ করবেন।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর এ ধারাবাহিকতায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীসমূহ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ পাঠ করুন।

٨٣. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ بِاُمَّتِىْ بَلَاءٌ شَدِيْدٌ مِّنْ سُلْطَانِهِمْ حَتّٰى يَضِيْقَ الْاَرْضُ عَنْهُمْ فَيَبْعَثُ اللهُ رَجُلًا مِنْ عِتْرَتِىْ فَيَمْلَأُ الْاَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا يَرْضٰى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَآءِ وَسَاكِنُ الْاَرْضِ لَاتَدَّخِرُ الْاَرْضُ شَيْئًا مِنْ بَذْرِهَا اِلَّا اَخْرَجَتْهُ وَلَا السَّمَاءُ مِنْ قَطْرِهَا اِلَّا صَبَّتْهُ وَيَعِيْشُ سَبْعَ سِنِيْنَ اَوْثَمَانَ سِنِيْنَ اَوْتِسْعًا ـ

(رواه الحاكم فى المستدرك)

৮৩. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন (শেষ যুগে) আমার উম্মতের ওপর তাদের রাষ্ট্রীয় কর্ণধার থেকে কঠিন বিপদ পতিত হবে, এমনকি আল্লাহ্র প্রশস্ত যমিন তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমার বংশ থেকে এক ব্যক্তিকে দাঁড় করাবেন। তাঁর চেষ্টা-প্রচেষ্টায় এরূপ বিপ্লব সাধিত হবে যে, যেভাবে অন্যায়-অত্যাচারে আল্লাহ্র যমিন পরিপূর্ণ হয়েছিল সেভাবে ন্যায় ও ইন্সাফে পরিপূর্ণ হবে। আসমানের বাসিন্দা তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে এবং যমিনের বাসিন্দাও। যমিনে যে বীজ ফেলা হবে, তা যমিন আঁকড়ে রাখবে না বরং তা থেকে যে চারা উৎপন্ন হওয়ার ছিল উৎপন্ন হবে। (বীজের একটি দানাও নষ্ট হবে না) এভাবে আসমান বৃষ্টির ফোঁটা আটকিয়ে রাখবে না, বরং তা বর্ষিত করবে (অর্থাৎ প্রয়োজন অনুযায়ী পরিপূর্ণ বৃষ্টি হবে) আর সেই মুজাহিদ ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সাত বছর কিংবা আট বছর অথবা নয় বছর জীবনযাপন করবেন। (মুসতাদরাকে হাকীম)[১]

ব্যাখ্যা ঃ প্রায় অনুরূপ বিষয়ের এক হাদীস হযরত কুররা মুযানী (রা) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে এটা অতিরিক্ত রয়েছে 'اِسْمُهٗ اِسْمِىْ وَاِسْمُ اَبِيْهِ اِسْمُ اَبِىْ'

---

১. কানযুল উম্মাল কিয়ামত অধ্যায়

তাঁর নাম আমার নামীয় (মুহাম্মদ) হবে, আর তাঁর পিতার নাম আমার পিতার নাম অনুযায়ী (আব্দুল্লাহ্ হবে)। আলোচ্য হাদীস তাবারানী মু'জামে কবীর ও মুসনাদে বায্যারের বরাতে কানযুল উম্মালে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই উভয় হাদীসে মাহ্দী শব্দ নেই, তবে অন্যান্য বর্ণনার আলোকে হযরত মাহ্দী নির্দিষ্ট হয়ে যান। তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপাধী হবে মাহ্দী।

আলোচ্য হাদীসে হযরত মাহ্দীর রাষ্ট্রীয় যুগ সাত অথবা আট কিংবা নয় বছর বর্ণনা করা হয়েছে। তবে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এরই অন্য এক বর্ণনায় যা সুনানে আবূ দাউদের বরাতে সামনে বর্ণনা করা হবে, তাঁর রাষ্ট্রীয় যুগ কেবল সাত বছর বর্ণনা করা হয়েছে। সম্ভবত উপরোক্ত বর্ণনায় যে সাত, আট কিংবা নয় বছর রয়েছে তা বর্ণনাকারীর সন্দেহ হয়ে থাকবে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

٨٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِيْ يُوْطِئُ اِسْمُه اِسْمِيْ (رواه الترمذى)

৮৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দুনিয়া তখন পর্যন্ত শেষ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার বংশের এক ব্যক্তি আরবের মালিক ও শাসক হবে। আর তার নাম আমার নাম অনুযায়ী (অর্থাৎ মুহাম্মদ) হবে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসেও মাহ্দী শব্দ নেই কিন্তু উদ্দেশ্য হযরত মাহ্দীই। সুনানে আবূ দঊদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এরই এক বর্ণনায় এটা অতিরিক্ত এসেছে যে, তার পিতার নাম আমার পিতার নাম অনুযায়ী (অর্থাৎ আবদুল্লাহ্) হবে। বস্তুত এটাও অতিরিক্ত রয়েছে যে, يَمْلأُ الاَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا (তিনি আল্লাহ্র যমিনকে ন্যায় ও ইন্সাফে পূর্ণ করবেন, যে ভাবে প্রথমে তা অত্যাচার ও বেইনসাফী দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। সুনানে আবূ দাউদের সেই বর্ণনা থেকে এবং হযরত মাহ্দী সম্পর্কিত অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, তাঁর শাসন পূর্ণ দুনিয়ায় হবে। সুতরাং জামি' তিরমিযীর ব্যাখ্যাধীন বর্ণনায় আরবের ওপর যে শাসনের উল্লেখ করা হয়েছে, তা সম্ভবত এ ভিত্তিতেই যে, তাঁর রাষ্ট্রের মূল কেন্দ্র আরবেই হবে। পরে পূর্ণ দুনিয়া তাঁর রাষ্ট্রের আওতায় এসে যাবে। (আল্লাহ্ই অধিক জানেন)

٨٥. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَهْدِىُّ مِنِّىْ اَجْلَى الْجَبْهَةِ اَقْنَى الاَنْفِ يَمْلأُ الاَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِيْنَ — (رواه ابوداؤد)

৮৫. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন মাহ্দী আমার বংশধর থেকে হবে। প্রশস্ত কপাল, উন্নত নাসিকা। সে পূর্ণ করবে যমীনকে ন্যায় ও ইন্সাফ দ্বারা। সে সাত বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। (সুনানে আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে হযরত মাহ্দীর দর্শনীয় দু'টি শরীরিক চিহ্নও উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে, তিনি আলোকিত প্রশস্ত কপালধারী হবেন। দ্বিতীয়টি, তিনি উন্নত নাসিকা (খারা নাকধারী) হবেন। মানুষের সৌন্দর্য ও সুগঠনে এ উভয় জিনিসের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করা হয়। এজন্য বিশেষভাবে এর উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসসমূহে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যে গঠন মুবারক আপাদমস্তক বর্ণনা করা হয়েছে, তাতেও এ উভয় জিনিসের উল্লেখ এসেছে। উভয় লক্ষণের উল্লেখের অর্থ এটাই বুঝা চাই যে, তিনি সুন্দর ও সুগঠনধারীও হবেন। তবে তাঁর মূল লক্ষণ ও পরিচয় এই কর্মগুলো হবে যে, দুনিয়া থেকে অত্যাচার ও বিদ্রোহীতার মূলোৎপাটন হবে। আমাদের এ জগত ন্যায় ও ইন্সাফের জগত হবে।

٨٦. عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ خَلِيْفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلاَ يَعُدُّهُ — (رواه مسلم)

৮৬. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, শেষ যুগে এক খলীফা (অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ সুলতান) হবে, যে মাল বন্টন করবে, আর গুণে গুণে দেবে না। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ প্রকাশ থাকে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বাণীর উদ্দেশ্য ও দাবি কেবল এই যে, শেষ যুগে আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সুলতান ও শাসক হবে যার রাজত্বকালে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে বিরাট বরকত এবং ধন-দৌলতের আধিক্য হবে। স্বয়ং তার মধ্যে বদান্যতা থাকবে। সে ধন-দৌলতকে সঞ্চয় করে রাখবে না, বরং গণনা ও হিসাব ছাড়াই উপযুক্ত লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেবে। সহীহ্ মুসলিমেরই অন্য এক বর্ণনায় এ শব্দ এসেছে - يَحْثِى الْمَالَ حَثْيًا وَلاَ يَعُدُّهُ عَدًّا-যার অর্থ এই যে, তিনি উভয় হাতে যোগ্য ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ দান করবেন এবং গণনা ও হিসাব করবেন না। হাদীসের কোন

কোন ভাষ্যকার অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আলোচ্য হাদীসে যে খলীফার উল্লেখ করা হয়েছে সম্ভবত তিনি মাহ্দীই হবেন। কেননা, হাদীস থেকে জানা যায়, তাঁর যুগে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে অসাধারণ রবকতসমূহ প্রকাশ পাবে, আর ধন-দৌলতের প্রাচুর্য হবে। (আল্লাহ্ই ভাল জানেন)

٨٧. عَنْ اُمِّ سَلِمَةَ رض قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْمَهْدِىْ مِنْ عِتْرَتِىْ مِنْ اَوْلاَدِ فَاطِمَةَ — (رواه ابوداؤد)

৮৭. উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালিমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, মাহ্দী আমার বংশধর হতে ফাতিমার আওলাদের মধ্যে হবে। (সুনানে আবূ দাঊদ)

٨٨. عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ وَنَظَرَ اِلٰى اِبْنِهِ الْحَسَنِ اِبْنِىَ هٰذَا سَيِّدٌ كَمَا سَمَّاهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهٖ رَجُلٌ يُسَمّٰى بِاِسْمِ نَبِيِّكُمْ يُشْبِهُهٗ فِى الْخُلُقِ وَلاَ يُشْبِهُهٗ فِىْ الْخَلْقِ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةً يَمْلَاُ الْاَرْضَ عَدْلاً —
(رواه ابوداؤد)

৮৮. আবূ ইস্হাক তাবিঈ (রহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী (রা) স্বীয় পুত্র হযরত হাসান (রা)-এর প্রতি তাকিয়ে বলেন, আমার এ পুত্র (সায়্যিদ) যে রূপে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এ নাম (সায়্যিদ) দিয়েছেন। সে অবশ্যই এরূপ হবে যে, তার ঔরসে এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করবে, তার নাম তোমাদের নবীর নামে (অর্থাৎ মুহাম্মদ) হবে। চরিত্রে সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে। আর দৌহিক গঠনে সে তাঁর সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল হবে না। এরপর হযরত আলী (রা) এ ঘটনা উল্লেখ করেন যে, সে ন্যায় ও ইন্সাফে ভূ-পৃষ্ঠ পূর্ণ করবে। (সুনানে আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ এই বর্ণনায় হযরত আবূ ইস্হাক তাবিঈ হযরত হাসান (রা)-এর বংশধর থেকে জন্মলাভকারী আল্লাহ্র যে বান্দা সম্বন্ধে হযরত আলী (রা)-এর বাণী উল্লেখ করেছেন, যেহেতু এটা অদৃশ্য বিষয়াবলির মধ্যে এবং শত শত হাজার বছর পর বাস্তবরূপলাভকারী সংবাদ, এজন্য বাহ্যত কথা এটাই যে, তিনি এ কথা ওহীধারী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেই বলেছিলেন। সাহাবা কিরামের এরূপ বর্ণনা মুহাদ্দিসীনের নিকট হাদীসে মারফূ' (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্র বাণী) এরই নির্দেশ রাখে। তাঁদের ব্যাপারে এটাই মনে করা হয় যে, এ কথা তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেই শুনেছেন।

এ বর্ণনায় হযরত আলী (রা) হযরত হাসান (রা) সম্বন্ধে এই বলেছেন যে, আমার এ ছেলে সায়্যিদ (সরদার) যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এ নাম (সায়্যিদ) দিয়েছিলেন, স্পষ্টত এ দ্বারা হযরত আলী (রা)-এর ইঙ্গিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীর প্রতি যা তিনি হযরত হাসান (রা)-এর ব্যাপারে বলেছিলেন। 'اِبْنِىْ هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللهَ اَنْ يُّصْلِحَ بِهٖ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ' (আমার এই ছেলে সায়্যিদ (সরদার)। আশা করি তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্তা'আলা মুসলমানদের দু'টি বড় বিরোধী (যুদ্ধাবস্থা) গোষ্ঠীর মধ্যে সন্ধি করাবেন)। আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হাসান (রা)-এর জন্য সায়্যিদ শব্দ ব্যবহার করেছেন।

আলোচ্য হাদীস থেকে এটাও জানা গেল যে, হযরত মাহ্দী হযরত হাসান (রা) -এর বংশধরের মধ্যে হবেন্। তবে অন্যান্য কতক বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি হযরত হুসাইনের বংশধর থেকে হবেন। কোন কোন ভাষ্যকার উভয়টির মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, পিতার দিকে তিনি হাসানী হবেন, আর মায়ের দিক থেকে হুসাইনী হবেন।

কোন কোন বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় চাচা হযরত আব্বাস (রা) কে সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন যে, মাহ্দী তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে হবে। তবে এ বর্ণনা খুবই দুর্বল স্তরের।[১] যা কোন ভাবেই নির্ভরযোগ্য নয়। এ থেকে এটাই জানা যায়, মাহ্দী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বংশধর এবং হযরত সায়্যিদা ফাতিমা (রা)-এর সন্তানদের মধ্য থেকে হবেন। (আল্লাহ্ই ভাল জানেন)

এ বিষয় সম্পর্কিত এক আবশ্যকীয় সতর্কতা

হযরত মাহ্দী সম্পর্কিত হাদীসগুলোর ব্যাখ্যার ধারাবাহিকতায় এটাও আবশ্যক মনে করা হয়েছে যে, তাঁর সম্পর্কে আহ্লি সুন্নতের পথ ও চিন্তাধারা এবং শী'আ আকীদার পার্থক্য ও মতভেদ বর্ণনা করা হবে। কেননা, কোন কোন ব্যক্তি অজ্ঞদের সামনে এরূপ কথা বলে যে, মাহ্দীর আবির্ভাব বিষয়ে যেন উভয় দলের ঐকমত্য রয়েছে। অথচ এটা সম্পূর্ণ ধোঁকা ও প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।

আহ্লি সুন্নাতের হাদীসের কিতাবসমূহে হযরত মাহ্দী সম্বন্ধে যে বর্ণনাবলি রয়েছে (যেগুলোর মধ্যে কতক এই পৃষ্ঠাগুলোতেও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে) এসবের ভিত্তিতে তাঁর সম্বন্ধে আহ্লি সুন্নাতের চিন্তাধারা এই, কিয়ামতের সন্নিকটে এক সময়

---

[১] এ সব বর্ণনা কানযুল উম্মালের কিতাবুল কিয়ামাহ-এর কথা ও কার্যাবলি অংশে দেখা যেতে পারে। প্রথম সংস্করণ দায়িরাতুল মা'আরিফ উসমানিয়া হায়দরাবাদ, খণ্ড-৭ পৃঃ ১৮৮ ও ২৬০।

আসবে যখন দুনিয়াতে কুফ্র, শয়তানী, অত্যাচার ও বিদ্রোহীতা এরূপ প্রাধান্য পাবে যে, মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্র প্রশস্ত যমিন সংকীর্ণ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম জাতির মধ্য থেকেই এক মুজাহিদ ব্যক্তিকে দাঁড় করাবেন। (তাঁর কতক আলামত, গুণাবলি এবং বৈশিষ্ট্যও হাদীসসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে) আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ সাহায্য তাঁর সাথে থাকবে। তাঁর চেষ্টা-প্রচেষ্টায় কুফ্র, শয়তানী এবং অত্যাচার ও বিদ্রোহীতার প্রাধান্য দুনিয়া থেকে শেষ হবে। গোটা জগতে ঈমান ও ইসলাম এবং ন্যায় ও ইন্সাফের পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে অসাধারণ পন্থায় আসমান ও যমিনের বরকতসমূহ প্রকাশ পাবে।

হাদীসসমূহ থেকে এটাও জানা যায় যে, সে সময়ই দাজ্জাল প্রকাশ পাবে, যা হবে আমাদের এ জগতের সর্বাধিক বড় ও শেষ ফিত্না এবং মু'মিনগণের জন্য হবে কঠিনতম পরীক্ষা। তখন হক-বাতিল, এবং ভাল-মন্দ শক্তির মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ের টানাহেঁচড়া হবে। ভাল ও হিদায়াতের নেতা ও পতাকাবাহী হবেন হযরত মাহ্দী। আর মন্দ, কুফ্র ও বিদ্রোহীতার পতাকাবাহী হবে দাজ্জাল।

এরপর সে যুগেই হযরত ঈসা (আ)-এর আবির্ভাব হবে। আর তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'আলা দাজ্জাল ও তার ফিত্নাকে ধ্বংস করাবেন। (ঈসা (আ) সম্বন্ধে হাদীসসমূহ ইন্শাআল্লাহ্ সামনে উপস্থাপন করা হবে। সেখানে হাদীসগুলোর ব্যাখ্যাসহ ঈসা (আ)-এর জীবন ও তাঁর অবতরণ বিষয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী ইন্শাআল্লাহ্ আলোচনা করা হবে।)

বস্তুত হযরত মাহ্দীর ব্যাপারে আহ্লি সুন্নাতের পথ ও চিন্তাধারা তাই যা এই লাইনগুলোতে পেশ করা হয়েছে। তবে শী'আ আকীদা এ থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। দুনিয়ার আশ্চর্য বিষয়াবলির মধ্যে সে মতবাদ একটি। আর এই এক আকীদাই তাদের নিকট ঈমানের অংগ যা জ্ঞানীদের জন্য দ্বাদশ ফির্কা সম্বন্ধে অভিমত প্রতিষ্ঠা করার জন্য যথেষ্ট। এস্থলে কেবল আহ্লি সুন্নাতের অবগতির জন্য সংক্ষিপ্তরূপে তার উল্লেখ করা হচ্ছে। এর কতক বিস্তারিত বর্ণনা, শী'আ মাযহাবের কিতাবসমূহের বরাতে লিখিত এই অধমের কিতাব 'ইরানী ইনকিলাব, ইমাম খুমীনী ও শী'আ মতবাদ' দেখা যেতে পারে।

মাহ্দীর ব্যাপারে শী'আ আকীদা

শি'আদের আকীদা, যা তাদের নিকট ঈমানের অংগ তা হল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বার ইমামের নাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাদের সবার স্তর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সমান এবং অন্যান্য সব নবী ও রাসূল থেকে উর্ধ্বে। তারা সবাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ন্যায়ই। তাদের

সবার আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য। তাদের সবার সেই সব গুণ ও পূর্ণতা অর্জিত, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্ তা'আলা দান করেছিলেন। কেবল এতটুকু পার্থক্য যে, তাদেরকে নবী কিংবা রাসূল বলা যাবে না, বরং ইমাম বলা হবে। আর ইমামতের স্তর নবুওত ও রিসালত থেকে উর্ধ্বে। তাদের ইমামতের প্রতি ঈমান গ্রহণ অনুরূপ নাজাতের শর্ত যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওতের প্রতি ঈমান গ্রহণ নাজাতের শর্ত।

এই দ্বাদশ ইমামের মধ্যে সর্ব প্রথম ইমাম আমীরুল মু'মীরুল হযরত আলী (রা)। তাঁর পর তাঁর বড় ছেলে হযরত হাসান (রা), তাঁরপর তাঁর ছোট ভাই হযরত হুসাইন (রা), তাঁরপর তাঁর ছেলে আলী ইবনুল হুসাইন (যীনুল আবিদীন)। তাঁরপর এভাবে এক ইমামের এক ছেলে ইমাম হয়ে থাকবেন। এমনকি একাদশ ইমাম ছিলেন হাসান আসকারী। তাঁর ইন্তিকাল ২৬০ হিজরী সালে হয়েছিল।

শী'আ 'ইসনা' আশারিয়াদের আকীদা হচ্ছে, তাঁর ইন্তিকালের ৪-৫ বছর পূর্বে (বর্ণনার মতভেদে ২৫৫ হিজরী অথবা ২৫৬ হিজরীতে)। তাঁর এক ফেরেঙ্গী দাসী (নার্গিস)-এর গর্ভে এক ছেলে জন্ম গ্রহণ করেছিল। তাকে লোকদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখা হত। কেউ তাকে দেখতে পেত না। এজন্য লোকজনের (গোত্রীয় লোকদেরও) তার জন্ম ও তার অস্তিত্বের জ্ঞান ছিল না। এই ছেলে তার পিতা হাসান আসকারীর ইন্তিকালের কেবল দশ দিন পূর্বে (অর্থাৎ ৪-৫ বছর বয়সে) ইমামত সম্পর্কিত সেই সব বিষয় সাথে নিয়ে (যা আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) থেকে নিয়ে একাদশ ইমাম- তার পিতা হাসান আসকারী পর্যন্ত প্রত্যেক ইমামের নিকট রক্ষিত ছিল, মু'জিযা হিসাবে তিনি অদৃশ্য হয়ে স্বীয় শহর 'সুর্রা মান রাআ'-এর এক গর্তে তখন থেকে আত্মগোপন করে আছেন। আত্ম গোপনের পর এখন সাড়ে এগার'শ বছরেরও অধিক যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে।

শী'আদের আকীদা ও ঈমান হচ্ছে, তিনি দ্বাদশতম ইমাম ও শেষ ইমাম মাহ্দী। তিনি কোন সময় গর্ত থেকে বের হয়ে আসবেন এবং অন্যান্য অসংখ্য মু'জিযাসুলভ এবং বুদ্ধি হতভম্বকারী কার্যাবলি ছাড়াও তিনি মৃতদেরকে জীবিত করবেন। আর (আল্লাহ্র পানা চাই) হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা) এবং হযরত 'আইশা সিদ্দীকা (রা) কে যারা শী'আদের নিকট সারা দুনিয়ার কাফির, পাপী, ফির'আউন, নমরূদ, ইত্যাদি থেকেও নিকৃষ্ট স্তরের কাফির ও অপরাধী, তাঁদেরকে কবরগুলো হতে উঠিয়ে এবং জীবিত করে শাস্তি প্রদান করবেন, ফাঁসীতে চড়াবেন এবং হাজার বার জীবিত করে ফাঁসীতে চড়াবেন। আর এভাবে তাঁদের সহযোগিতাকারী সব সাহাবাকিরাম (রা) এবং তাঁদের প্রতি বিশ্বাস ও আকীদা

পোষণকারী সব সুন্নীকেও জীবিত করে শাস্তি প্রদান করা হবে। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) এবং সব নিষ্পাপ ইমাম, বিশেষ করে শী'আ ভক্তগণও জীবিত হবে, আর (আল্লাহ্র পানাহ্) নিজেদের এই শত্রুদের শাস্তি ও আযাবের তামাশা দেখবেন। যেন শী'আদের এই জনাব ইমাম মাহ্দী কিয়ামতের পূর্বে এক কিয়ামত ঘটাবে। শী'আদের বিশেষ মাযহাবী পরিভাষায় এর নাম رَجْعَت (প্রত্যাবর্তন) আর এর উপরও ঈমান গ্রহণ করা ফরয।

রাজ'আতের ধারাবাহিকতায় শী'আদের বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, যখন এই প্রত্যাবর্তন হবে তখন সেই জনাব মাহ্দীর হাতে সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়'আত নেবেন। তাঁর পর দ্বিতীয় নাম্বারে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) বায়'আত নেবেন। এরপর স্তর অনুযায়ী অন্যান্য ব্যক্তিগণ বায়'আত নেবেন। এই হচ্ছে- শী'আ লোকদের ইমাম মাহ্দী। যাকে তারা আল কায়্যিম, আল হুজ্জাত, আল মনুতাযার নামে স্মরণ করে এবং গর্ত থেকে তার আগমনের অপেক্ষায় রয়েছে। আর যখন তার উল্লেখ করে তখন বলে এবং লিখে عَجَّلَ الله فَرْجَهُ আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তাড়াতাড়ি বাইরে নিয়ে আসুন।

আহ্লি সুন্নাতের নিকট শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটা কেবল অশ্লীল কাহিনী। যা এ কারণে রচনা করা হয়েছিল যে, শী'আদের একাদশ ইমাম হাসান আসকারী ২৬০ হিজরীতে সন্তানহীন ইন্তিকাল করেন। তার কোন ছেলে ছিল না। এজন্য দ্বাদশ পন্থীদের এ আকীদা বাতিল হতে বসেছিল যে, ইমামের ছেলেই ইমাম হয়, আর দ্বাদশ ইমাম শেষ ইমাম হবেন। তাঁর পর দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। বস্তুত কেবল এই ভুল আকীদার বাধ্যবাধকতায় এই অসংগত উপাখ্যান রচনা করা হয়েছে। যা চিন্তা ভাবনার যোগ্যতা সম্পন্ন শী'আদের জন্য পরীক্ষার উপাদান হয়ে আছে।

আক্ষেপ! সংক্ষেপ করণের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মাহ্দী সম্বন্ধে শী'আ আকীদার বর্ণনা এতটা দীর্ঘায়িত হয়েছে। মাহ্দী সম্বন্ধে আহ্লি সুন্নতের পথ ও চিন্তাধারা এবং শী'আ আকীদার প্রভেদ ও মতভেদকে সুস্পষ্ট করার জন্যে এতসব লিখা আবশ্যক মনে করা হয়েছে।

হযরত মাহ্দী সম্বন্ধে হাদীসসমূহের ব্যাখ্যার ধারাবাহিকতায় এটা উল্লেখ করাও সংগত যে, অষ্টম হিজরী শতাব্দীর তাত্ত্বিক ও সমালোচক, বিদ্বান ও লেখক ইব্ন খালদূন মাগরিবী স্বীয় বিখ্যাত রচনা 'মুকাদ্দিমায়' মাহ্দী সংক্রান্ত প্রায় সেইসব বর্ণনার সনদসমূহের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যেগুলো আহ্লি সুন্নাতের হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। আর প্রায় সবগুলোকেই ক্ষত ও দুর্বল

নির্ধারণ করেছেন।[১] যদিও পরবর্তী মুহাদ্দিসীন তাঁর ক্ষত নির্ধারণ ও সমালোচনার সাথে পূর্ণ ঐকমত্য হননি, তবে এটা সত্য যে, ইব্‌ন খালদূনের এই ক্ষত নির্ধারণ ও সমালোচনায় বিষয়টিকে মুহাদ্দিসীনের আলোচনা ও যাচাইযোগ্য করেছে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাঠিক ও সত্য হিদায়াত চাই।

হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ

কিয়ামতের বড় আলামতগুলো যা হাদীসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী দুনিয়া শেষ হওয়ার নিকটবর্তী পূর্বে প্রকাশ পাবে হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণও সেগুলোর মধ্যে একটি অস্বাভাবিক বড় ঘটনা। এ পৃষ্ঠাগুলোতে নিয়ামানুযায়ী এ বিষয় সম্পর্কিত কতক হাদীস পেশ করা হবে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, হাদীসের প্রায় সব কিতাবেই বিভিন্ন সনদে এত অধিক সাহাবা কিরাম (রা) থেকে ঈসা (আ)-এর অবতরণের হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে, যাদের ব্যাপারে (তাঁদের সাহাবা মর্যাদা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে, বুদ্ধি ও রীতি নীতির হিসাবেও) এ সন্দেহ করা যেতে পারে না যে, তাঁরা পরস্পর যোগ সাজস করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি মিথ্যা কাহিনী গড়েছেন যে, কিয়ামতের পূর্বে আসমান থেকে হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণের সংবাদ তিনি দিয়েছেন।

এভাবে এ সন্দেহও করা যায় না যে, সেই সাহাবা কিরাম (রা) তাঁর কথা বুঝতে ভুল করেছিলেন। বস্তুত হাদীস ভাণ্ডারে এ বিয়য়ে যে সব বর্ণনা রয়েছে, সেগুলো দৃষ্টিগোচর রাখলে প্রতিটি সুষ্ঠু জ্ঞানী ব্যক্তির এ বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হবে যে, কিয়ামতের পূর্বে হযরত মাসীহ্ (আ)-এর আসমান থেকে অবতরণের সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ উম্মতকে দিয়েছিলেন। এজন্য আমাদের উস্তাদ হযরত আল্লামা মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ)-এর পুস্তিকা- 'التَّصْرِيْحُ بِمَا تَوَاتَرَ فِيْ نُزُوْلِ الْمَسِيْحِ' (ঈসা (আ)-এর অবতরণের পারম্পরিক খবরের বিশ্লেষণ) পাঠই যথেষ্ঠ। এতে হাদীসের কিতাবসমূহ থেকে কেবল এ বিষয় সম্পর্কিত হাদীস নির্বাচন করে সত্তরের উপর হাদীস একত্রিত করা হয়েছে। তদুপরি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস ছাড়াও কুরআন মজীদ থেকে ঈসা (আ) কে আসমানের প্রতি উত্তেলন করা, কিয়ামতের পূর্বে এ জগতে তাঁর আগমন প্রমাণিত। এ বিষয়ে প্রশান্তি লাভের জন্য হযরত উস্তাদের পুস্তিকা- عَقِيْدَةُ الْإِسْلَامِ فِيْ حَيَاةِ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ

---

[১] مقدمہ ابن خلدون مغربی فصل فی امر الفاطمی وما يذهب اليه الناس فی شانه وكشف الغطاء عن ذالك ص ٢٤٦ تا ٢٦١

(ঈসা (আ) -এর জীবন সম্বন্ধে ইসলামের আকীদা) পাঠ করাই যথেষ্ঠ হবে। (উল্লেখ্য, হযরত উস্তাদের এ উভয় পুস্তিকা আরবী ভাষায় লিখিত)

এই অক্ষমের লিখিত قادیانی کیوں مسلمان نہي ۔ اور مسئلہ نزول مسیح وحیات مسیح (কাদিয়ানী কেন মুসলমান নয় বরং ঈসা (আ)-এর অবতরণ ও জীবন) পুস্তিকায় প্রায় সত্তর পৃষ্ঠা এ বিষয়েই লিখা হয়েছে। উর্দূভাষীগণ এটা পাঠ করলে ইন্‌শাআল্লাহ্ এই প্রশান্তি ও ইয়াকীন অর্জিত হবে যে, স্বীয় মু'জিযাসুলভ ভঙ্গিতে কুরআন মজীদ এবং পূর্ণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণের সংবাদ দিয়েছেন।

যেহেতু এ বিষয়ে বহু লোকের বুদ্ধিবৃত্তিক সন্দেহ ও সংশয় জাগে এবং কাদিয়ানী লেখকরা (মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ঈসা দাবি করার সুযোগ সৃষ্টি করণে) এ বিষয়ে ছোট বড় অসংখ্য পুস্তিকা ও প্রবন্ধ লিখে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করে চলছে, তাই সঙ্গত মনে করা হয়েছে যে, হাদীসসমূহের ব্যাখ্যার পূর্বে ভূমিকাস্বরূপ এ সম্বন্ধে কিছু মৌলিক কথা পেশ করা হবে। আশা করা যায়, এসব পাঠের পর ইন্‌শাআল্লাহ্ মু'মিন ও জ্ঞানী পাঠকবৃন্দের এ বিষয়ে সেই প্রশান্তি ও ইয়াকীন অর্জিত হবে, যার পর সন্দেহ ও সংশয়ের কোন সুযোগ থাকবে না। (আল্লাহ্ তাওফীক দিন)।

ঈসা (আ)-এর অবতরণ সম্বন্ধে কতক মৌলিক কথা

১. এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করার কালে সর্ব প্রথম এ গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এর সম্বন্ধ সেই সত্তার সাথে যার অস্তিত্বই আল্লাহ্‌র সাধারণ নীতি ও এ জগতে প্রচলিত প্রাকৃতিক নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ হযরত ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ) এরূপে জন্মলাভ করেননি যে রূপে আমাদের এ জগতে মানুষ নর-নারীর মেলা-মেশা ও সঙ্গমের ফলে জন্মলাভ করে থাকে। (আর যে রূপে সব মহান নবীগণ এবং তাঁদের শেষ ও সরদার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও জন্ম গ্রহণ করেছেন) বরং তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ কুদরত ও তাঁর নির্দেশে তাঁর ফেরশতা জিবরাইল আমীন (রূহুলকুদ্দুস)-এর মাধ্যমে কোন পুরুষ কর্তৃক স্পর্শ ছাড়াই মারয়াম সিদ্দীকার গর্ভে মু'জিযা হিসাবে তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এজন্যই কুরআন মজীদে তাঁকে 'আল্লাহ্‌র কলিমাও' বলা হয়েছে। কুরআন মজীদ সূরা আল ইমরানের আয়াত-৩৫-৩৬ 'এবং সূরা মারয়ামের আয়াত ১৯-২৩ এর মধ্যে মু'জিযা হিসাবে তাঁর জন্ম লাভের অবস্থা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। (ইঞ্জিলের বর্ণনাও এটাই। গোটা দুনিয়ার মুসলমান ও খ্রিস্টানদের আকীদা এ অনুযায়ীই)

এভাবেই তাঁর সম্বন্ধে কুরআন মজীদে অন্য এক আশ্চর্য কথা এই বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্র কুদরত এবং তাঁর নির্দেশ ও কলিমার মু'জিযাস্বরূপ তিনি যখন মারয়াম সিদ্দীকার গর্ভে পয়দা হলেন, (যিনি কুমারী ছিলেন এবং কোন পুরুষের সাথে তাঁর বিয়ে হয়নি) আর তিনি তাঁকে কোলে নিয়ে লোকালয়ে এলেন, আত্মীয় স্বজন ও লোকালয়ের বাসিন্দারা তাঁর সম্বন্ধে বাজে কথা প্রকাশ করল, (আল্লাহ্র আশ্রয় চাই) নবজাতক বাচ্চাকে জারজ সন্তান আখ্যায়িত করল। তখন সেই নব জাতক শিশু (ঈসা ইব্ন মারয়াম) আল্লাহ্র নির্দেশে তখনই কথা বললেন, এবং নিজের সম্বন্ধে ও হযরত মারয়ামের পবিত্রতা সম্বন্ধে বর্ণনা দিলেন। (সূরা মারয়াম আয়াত ২৭-৩০)

এরপর কুরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে, আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁর হাতে বুদ্ধি হতভম্বকারী মু'জিযাসমূহ প্রকাশ পায়। মাটির কাদা দিয়ে তিনি পাখির আকৃতি বানাতেন, এরপর তাতে ফুঁক দিতেন, তখন তা জীবিত পাখির ন্যায় শূন্যে উড়ে যেত। জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীদের ওপর হাতের স্পর্শ করতেন অথবা ফুঁক দিতেন তৎক্ষণাত তারা ভাল হয়ে যেত। অন্ধদের চোখ আলোকিত হত, আর কুষ্ঠ রোগীদের শরীরে কোন দাগ চিহ্নও থাকত না। এসবেরও ঊর্ধ্বে তিনি মৃতদেরকে জীবিত করে দেখাতেন। তাঁর এই বুদ্ধি হতভম্বকারী মু'জিযার বর্ণনাও কুরআন মজীদে (সূরা আল ইমরান ও সূরা মায়িদায়) বিস্তারিত সুস্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। ইঞ্জিলে এই মু'জিযাগুলোর উল্লেখ কতক বর্ধিত আকারে করা হয়েছে। খ্রিস্টান জগতের আকীদাও এরূপই।

এরপর কুরআন মজীদে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নবুওত ও রিসালতের আসনে সমাসীন করলেন, আর তিনি স্বীয় জাতি বনী ইসরাঈলকে ঈমান ও ঈমানী জীবন যাপনের দাওআত দিলেন, তখন তাঁর জাতির লোকেরা তাঁকে মিথ্যা নবুওতের দাবিদার প্রতিপন্ন করে ফাঁসির মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।[১] বস্তুত তাদের ধারণায় এই সিদ্ধান্তকে তাঁরা বাস্তবায়িত করেছে। ঈসা (আ) কে ফাঁসিতে চাড়িয়ে মৃত্যুর ঘাটে পৌছিয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এরূপ হয়নি। (তারা যে ব্যক্তিকে হযরত ঈসা (আ) মনে করে ফাঁসীতে চড়িয়েছিল সে ছিল অন্য এক ব্যক্তি) ঈসা (আ) কে তো সেই ইয়াহুদীরা পায়ই নি। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বিশেষ কুদরতে তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেন। আর আল্লাহ্র নির্দেশে কিয়ামতের পূর্বে তিনি পুনরায় এ জগতে আসবেন, এখানেই ইন্তিকাল করবেন। তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে সে সময়ের আহ্লি কিতাব তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। আল্লাহ্

---

[১] তাওরাতের কানূন ও ইসরাঈলী শরী'আতে নবুওত ও রিসালাতের মিথ্যা দাবিদারদের শাস্তি এটাই ছিল, যেভাবে ইসলামী শরী'আতে মিথ্যা নবুওতী দাবিদারদের শাস্তি রয়েছে।

তা'আলা তাঁর দ্বারা দীনে মুহাম্মদীর খিদমত উঠাবেন। তাঁর অবতরণ কিয়ামতের এক বিশেষ আলামত ও চিহ্ন হবে। সূরা নিসা ও সূরা যুখরুফে এ সব বর্ণনা করা হয়েছে।[১]

সুতরাং যে মু'মিন কুরআন মজীদের বর্ণনা মুতাবিক তাঁর মু'জিযাস্বরূপ জন্ম ও তাঁর উপরিল্লিখিত হতবুদ্ধিকারী মু'জিযাসমূহের প্রতি ঈমান এনেছে, আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া ও তাঁরই নির্দেশে তাঁকে আসমান থেকে অবতরণের ব্যাপারে সেই মু'মিনের কী সন্দেহ থাকতে পারে?

বস্তুত ঈসা (আ)-এর অবতরণের ওপর চিন্তা করার কালে সর্ব প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দৃষ্টিগোচর রাখা চাই যে, হযরত ঈসা (আ)-এর উদ্ভূত সত্তা এবং উপরিল্লিখিত তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলি যা কুরআন মজীদের বরাতে উক্ত লাইনসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে এসব বিষয়ে মনুষ্য জগতে তিনি হচ্ছেন একক।

২. এভাবেই এ বিষয়ে চিন্তা করার সময় এ কথাও দৃষ্টিগোচর রাখা চাই যে, কুরআন মজীদে যার সংবাদ সংক্ষিপ্তভাবে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীসমূহে বিস্তারিত ও সুস্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে সেই ঈসা (আ)-এর অবতরণ তখন হবে যখন কিয়ামত সম্পূর্ণ সন্নিকটে হয়ে পড়বে। আর এর নিকটবর্তী বড় আলামতের প্রকাশ শুরু হয়ে থাকবে। যেমন, পূর্ব দিকের পরিবর্তে পশ্চিমদিক দিয়ে সূর্যোদয়, অপ্রাকৃতিক পন্থায় যমিন থেকে দাব্বাতুল আরদ-এর পয়দা হওয়া এবং সে তাই করবে যা সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

তখন যেন কিয়ামতের সুব্হি সাদিক শুরু হয়ে গেছে। আর জাগতিক শৃঙ্খলার পরিবর্তনের কাজ শুরু হয়ে থাকবে। তখন ক্রমাগত সেই অপ্রাকৃতিক ও বিপর্যয় প্রকাশ পাবে, আজ যেগুলোর কল্পনাই করা যায় না। (সেগুলোর মধ্যে দাজ্জালের বের হওয়া ও হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণও হবে)।

সুতরাং ঈসা (আ)-এর অবতরণ কিংবা দাজ্জালের আর্বিভাব ও প্রকাশকে এই ভিত্তিতে অস্বীকার করা যে, তাঁর যে প্রকার ও বিশ্লেষণ হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে তা আমাদের বুদ্ধির বাইরে, সম্পূর্ণ এরকমই যেমন এ কারণে কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামকে অস্বীকার করা যে, এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ কুরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে তা আমাদের বোধগম্য নয়। যে সব লোক এ জাতীয় কথা বলে তাদের

---

[১] সূরা নিসা ও সূরা যুখরুফের যেসব আয়াতে এ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর ব্যাখ্যা ও তাফসীর, লিখকের পুস্তিকা قادیانی کیوں مسلمان نہیں - اور مسئلہ نزول مسیح وحیات مسیح এ দেখা যেতে পারে। (পৃঃ ৯৪-১২০) আশা করা যায়, পুস্তিকাটি পাঠ করলে প্রত্যেক স্বাভাবিক মু'মিন ব্যক্তির ইন্শাআল্লাহ্ সান্ত্বনা হবে যে, সেই আয়াতগুলোতে হযরত ঈসা (আ)-এর আসমানে উঠিয়ে নেওয়া ও শেষ যুগে পুনরায় এ জগতে অবতরণের বর্ণনা করা হয়েছে। আর তাঁর এই অবতরণকে কিয়ামতের আলামত ও চিহ্ন বলা হয়েছে।

প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় থেকে বঞ্চিত এবং কুদরতের প্রশস্ততা সম্বন্ধে অপরিচিত।

৩. ঈসা (আ)-এর জীবন ও তাঁর অবতরণের ওপর চিন্তা গবেষণা করার কালে তৃতীয় এ কথাও দৃষ্টিগোচর রাখা চাই যে, কুরআন মজীদের বর্ণনা এবং আমরা মুসলমানদের আকীদা অনুযায়ী হযরত মাসীহ্ আমাদের এ জগতে নেই। এখানের সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম হচ্ছে, মানুষ পানাহারের ন্যায় প্রয়োজনাবলি ও চাহিদাসমূহ হতে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। বরং তিনি আসমানী যে জগতে আছেন সেখানে এ জাতীয় কোন প্রয়োজন ও চাহিদা নেই। যেমন ফেরেশ্‌তাদের কোন চাহিদা নেই।

হযরত মাসীহ্ (আ) যদিও মাতার পক্ষ হতে মনুষ্য বংশধারার, কিন্তু তাঁর জন্ম আল্লাহ্ তা'আলার 'কলিমা' দ্বারা তাঁর ফেরেশতা 'রুহুল কুদ্দুস'-এর মাধ্যমে হয়েছিল। এজন্য তিনি যতদিন আমাদের মনুষ্য জগতে ছিলেন মনুষ্য প্রয়োজনাবলিও তাঁর সাথে ছিল। তবে যখন মনুষ্য জগত হতে আসমানী জগত ও ফেরেশ্‌তা জগতের প্রতি উন্নিত হলেন, তখন এই প্রয়োজনাবলি ও চাহিদাসমূহ থেকে ফেরেশ্‌তাদেরই ন্যায় তিনি অমুখাপেক্ষী হয়ে যান। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়ার اَلْجَوَابُ الصَّحِيْحُ لِمَنْ بَدَّلَ دِيْنَ الْمَسِيْحِ (যা প্রকৃত পক্ষে খ্রিস্টানদের প্রত্যাখ্যানে লিখা হয়েছিল) তাতে এক স্থানে যেন এ প্রশ্নেরই উত্তর দিতে গিয়ে যে, 'হযরত মসীহ (আ) যখন আসমানে আছেন তখন তাঁর পানাহার জাতীয় প্রয়োজনাবলির কী ব্যবস্থা?' শায়খুল ইসলাম লিখেন, فَلَيْسَتْ حَالُهٗ كَحَالَةِ اَهْلِ الْاَرْضِ فِي الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللِّبَاسِ وَالنَّوْمِ وَالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَنَحْوِ ذَالِكَ সেখানে (আসমানে) পানাহার, পোশাক, নিদ্রা ও পেশাব পায়খানার ন্যায় প্রয়োজনাবলি ও চাহিদার ব্যাপারে তাঁর অবস্থা জগতবাসীর অবস্থার ন্যায় নয়। (সেখানে ফেরেশ্‌তাগণের ন্যায় এসব জিনিস থেকে তিনি অমুখাপেক্ষী)

এই মৌলিক কথাগুলো দৃষ্টিগোচর রাখা হলে আশা করা যায়, হযরত ঈসা (আ) -এর জীবন ও অবতরণের ব্যাপারে সেই সন্দেহ ও সংশয় ইন্‌শাআল্লাহ্ সৃষ্টি হবে না, যা বুদ্ধির দৈন্যতা, ঈমানের দুর্বলতা ও আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের প্রশস্ততা সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এ ভূমিকার পর মাসীহ্ (আ)-এর অবতরণ সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীসমূহ পাঠ করা যেতে পারে।

٨٩. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَيُوْشِكَنَّ اَنْ يَّنْزِلَ فِيْكُمْ اِبْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ

الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضُ الْمَالُ حَتَّى لَايَقْبَلَهُ اَحَدٌ حَتّٰـــى تَكُــوْنَ السَّــجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ـــ ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَاقْرَئُوْا اِنْ شِئْتُمْ وَاِنْ مِّــنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِـــهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ الاية ـــ (رواه البخارى)

৮৯. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ ! যার হাতে আমার প্রাণ! অচিরেই তোমাদের মধ্যে অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ) ন্যায় বিচারকরূপে অবতরণ করবেন। এরপর ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শুকর হত্যা করাবেন, এবং জিয্য়ার পরিসম্পপ্তি ঘটাবেন। মালের আধিক্য হবে, এমনকি কেউ তা গ্রহণ করবে না। তখন একটি সিজ্দা দুনিয়া ও তার মধ্যবর্তী সবকিছু হতে উত্তম হবে। এরপর আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, (যদি কুরআন থেকে এর প্রমাণ চাও) তবে পাঠ কর সূরা নিসার এ আয়াত وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ الاية কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে বিশ্বাস করবেই। আর কিয়ামতের দিন তিনি তাদের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবেন । (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এ বাণীতে হযরত মসীহ (আ)-এর অবতরণ এবং তাঁর কতক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ও কার্যাবলির উল্লেখ করে উম্মতকে এ বিষয়ে সংবাদ দান করেছেন। যেহেতু বিষয়টি অস্বাভাবিক প্রকৃতির ছিল, আর বহু স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন দুর্বল ঈমানের লোকদের এতে সন্দেহ-সংশয় হতে পারে, তাই তিনি শপথসহ এ কথা উল্লেখ করেছেন। সর্বপ্রথম বলেছেন, "وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِـــيَدِهٖ (সেই আল্লাহ্র শপথ যার আয়ত্বে আমার প্রাণ) এরপর অধিক তাকিদের জন্য বলেছেন– لَيُوْشِـــكَنَّ (অবশ্যই অচিরে) এটাও মাসীহ্ (আ)-এর অবতরণের নিশ্চিত ও নির্ঘাত এক ব্যাখ্যাবিশেষ যেভাবে কুরআন মজীদে কিয়ামত সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'اِقْتَرَبَتِ السَّـــاعَةُ' (কিয়ামত আসন্ন)। উদ্দেশ্য হচ্ছে, এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন সুযোগ নেই। অবশ্য আগমনকারী বুঝতে হবে। বস্তুত শপথের পর لَيُوْشِكَنَّ - এর অর্থও এটাই যে, যে সংবাদ দেওয়া হচ্ছে তা নিশ্চিত ও নির্ঘাত।

শপথ ও لَيُوْشِـــكَنَّ –এর মাধ্যমে অধিক তাকীদের পর এ বাণীতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে যে সংবাদ দিয়েছেন, তা সুস্পষ্ট ও সাধারণ বোধগম্য শব্দে এভাবে বর্ণনা করা যায় যে, নিশ্চিত এরূপ হবে যে, কিয়ামতের পূর্বে ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ) আল্লাহ্র নির্দেশে ন্যায় পরায়ণ শাসকরূপে তোমরা তথা মুসলামনদের মধ্যে (অর্থাৎ তখন তাঁর মর্যাদা মুসলমানদেরই এক ন্যায় পরায়ণ

শাসক ও আমীররূপে হবে) আর তিনি শাসকরূপে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন সেগুলোর মধ্যে একটি হবে ক্রুশ যা মূর্তি পূজারীদের মূর্তির ন্যায় খ্রিস্টানদের মূর্তি হয়ে আছে, যার ওপর তাদের চূড়ান্ত গোমরাহী এবং কুফ্‌রী আকীদার ভিত্তি তা ভেঙ্গে দেবেন। ভেঙ্গে দেওয়ার অর্থ এই যে, এর যে সম্মান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে এর যে এক প্রকার পূজা চলছে তা ধ্বংস করে দেবেন। বস্তুত এই 'ক্রুশ ধ্বংস' অর্থে তাই বুঝা চাই যা আমাদের উর্দূ ভাষায় بت شکنی মূর্তি ভাঙ্গা বুঝা যায়। এভাবে তার অন্য এক পদক্ষেপ এই হবে যে, শুক্‌রগুলো হত্যা করাবেন। খ্রিস্টানদের এক বড় গোমরাহী ও খ্রিস্ট ধর্মে এক বড় পরিবর্তন এটাও যে, শুক্‌রগুলো (যা সব আসমানী শরী'আতে হারাম ছিল) সেগুলো তারা বৈধ করে নেয়। বরং এগুলো তাদের প্রিয় খাদ্য। ঈসা (আ) কেবল এগুলো নিষিদ্ধই ঘোষণা করবেন না বরং এর বংশকেই নির্মূল করার নির্দেশ দান করবেন।

এছাড়া তাঁর এক বিশেষ পদক্ষেপ এটাও হবে যে, তিনি জিয্‌য়ার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করবেন। (আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ কথা বলেছেন, তখন হযরত ঈসা (আ)-এর ফায়সালা ও ঘোষণা এ ভিত্তিতেই হবে, নিজের নিকট হতে ইসলামী শরী'আত ও কানূনে হবে না) শেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সে সময় ধন- দৌলতের এরূপ আধিক্য ও প্রাচুর্য হবে যে, কেউ কাউকে দিতে চাইলে সে গ্রহণ করতে সম্মত হবে না। দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি এবং এর বিপরীত আখিরাতের সাওয়াব ও পুরস্কারের অন্বেষণ ও আকর্ষণ আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে এরূপ সৃষ্টি হবে যে, দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় জিনিস হতে আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে একটি সিজ্‌দা করা অধিক প্রিয় ও মূল্যবান মনে করা হবে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) মসীহ্ (আ)-এর অবতরণ সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ বাণী বর্ণনা করার পর বলেন, 'فَاقْرَأُوْا اِنْ شِئْتُمْ الـخ' কিয়ামতের পূর্বে হযরত মাসীহ্ (আ)-এর বর্ণনা তোমরা যদি কুরআনে পড়তে চাও তবে সূরা নিসার এ আয়াত পাঠ কর। وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ الاية (সূরা নিসা- আয়াত ১৫৯)

হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্যে এতটুকু লেখাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। শেষে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) কুরআন মজীদে সূরা নিসার যে আয়াতের বরাত দিয়েছেন, তার তাফসীর- লিখকের কিতাব قادیانی کیوں مسلمان نہیں۔ اور مسئلہ نزول مسیح وحیات مسیح -এর ১০০-১১৩ পৃষ্ঠা দেখা যেতে পারে।

٩٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ — (رواه البخارى ومسلم)

৯০. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন তোমাদের মধ্যে ঈসা ইব্ন মারয়াম অবতরণ করবেন। এবং তোমাদের মধ্যে তোমাদের ইমাম হবেন। (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বাণীর প্রকাশ্য অর্থ এই যে, তখন অবস্থা খুবই অস্বাভাবিক হবে। যে রূপ উপরোক্ত হাদীস ও এতদ বিষয়ক অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায়। হাদীসের শেষ অংশ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ এর প্রকাশ্য অর্থ এই যে, তখন ঈসা ইব্ন মারয়াম-এর মর্যাদা এই হবে যে, (পূর্ববর্তী যুগের এক নবী ও রাসূল হওয়া সত্ত্বেও) তোমাদের মধ্যে অর্থাৎ তোমরা তথা মুসলমানদের দলের এক সদস্যরূপে এক ইমাম ও শাসক হবেন। এ হাদীসেরই সহীহ্ মুসলিমের এক বর্ণনায় وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ এর স্থলে فَاَمَّكُمْ مِنْكُمْ রয়েছে। এর এক বর্ণনাকারী ইব্ন আবী যায়িব- এর ব্যাখ্যা এ শব্দাবলিতে করেছেন-فَاَمَّاكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ عَزَّوَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অর্থাৎ ঈসা ইব্ন মারয়াম অবতরণের পর মুসলমানদের ইমাম ও শাসক হবেন। আর সেই ইমামত ও রাষ্ট্র পরিচালনা কুরআন মজীদ ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনীত শরী'আত মুতাবিক করবেন। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী আলোচ্য হাদীসে ঈসা (আ)-এর ইমামত দ্বারা উদ্দেশ্য কেবল নামাযের ইমামত নয়, বরং উদ্দেশ্য সাধারণ ইমামত। অর্থাৎ উম্মতের দীনী ও পার্থিব নেতৃত্ব ও প্রশাসনীয় মর্যাদা। তখন যেন তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতিনিধি ও খলীফা হবেন।

٩١. عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ لَاتَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِىْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقُوْلُ اَمِيْرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَيَقُوْلُ لَا اِنَّ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ اُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللهِ هٰذِهِ الْاُمَّةَ — (رواه مسلم)

৯১. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা এমন এক দল থাকবে যারা সত্যের জন্য

লড়তে থাকবে, এবং বিজয়মণ্ডিত হবে। এ কথার ধারাবাহিকতায় সামনে তিনি বলেন, এরপর অবতরণ করবেন ঈসা ইব্ন মারয়াম। মুসলমানদের সে সময়ের ইমাম ও শাসক তাঁকে বলবে, আপনি নামায পড়ান। ঈসা ইব্ন মারয়াম বলবেন, না। (অর্থাৎ আমি ইমাম হয়ে নামায পড়াব না) তোমাদের শাসক ও ইমাম তোমাদেরই মধ্যে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে এ সম্মান এই উম্মতকে প্রদান করা হয়েছে। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসের প্রথম অংশে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে এটা নির্ধারিত হয়েছে আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা এক দল থাকবে যারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সত্যের জন্য শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করে যাবে এবং সফল হতে থাকবে। হাদীসের ভাষ্যকারগণ লিখেন, সত্য দীনের হিফাযত ও স্থায়িত্ব এবং উন্নতির জন্য এই যুদ্ধ সশস্ত্র যুদ্ধের আকারেও হতে পারে, আর মুখ ও কলম এবং দলীল প্রমাণাদি দ্বারাও হতে পারে। এভাবে সত্য দীনের হিফাযত ও এর উন্নতির চেষ্টা-প্রচেষ্টাকারী সব সৌভাগ্যবান বান্দাই দীনে হকের সিপাহী এবং সত্য পথের মুজাহিদ। নিঃসন্দেহে কোন যুগই আল্লাহ্র এরূপ বান্দাদের থেকে খালি হবে না। এভাবেই এ ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। এটা আল্লাহ্ তা'আলারই নিকট হতে নির্ধারিত হয়ে আছে।

হাদীসের অন্য অংশে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ ও ভবিষ্যতবাণীরূপে এ ঘোষণা দেন যে, কিয়ামতের নিকটে শেষ যুগে ঈসা ইব্ন মারয়াম অবতরণ করবেন। তখন নামাযের সময় হবে, তখনকার মুসলমানদের যিনি ইমাম ও শাসক হবেন তিনি হযরত ঈসা (আ) কে অনুরোধ করবেন, আপনি আসুন, এখন আপনিই নামায পড়ান। হযরত ঈসা (আ) তখন নামায পড়াতে অস্বীকার করে বলবেন, নামায আপনিই পড়ান। আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদী উম্মতকে যে বিশেষ সম্মান দিয়েছেন এর চাহিদা হচ্ছে, তাঁদের ইমাম তাঁদেরই মধ্য হতে হবে।

সুনানে ইব্ন মাজাহ্-এ হযরত আবূ উমামা (রা)-এর বর্ণনায় দাজ্জালের প্রকাশ ও হযরত মাসীহ্ (আ)-এর অবতরণ সম্বন্ধে এক দীর্ঘ হাদীস রয়েছে। তাতে বিস্তারিত এই রয়েছে, মুসলমান বায়তুল মুকাদ্দাসে একত্রিত হবে। (অর্থাৎ দাজ্জালের ফিত্না হতে এবং তার মুকাবিলার জন্য মুসলমান বায়তুল মাকাদ্দাসে একত্রিত হবে) ফজরের নামাযের সময় হবে। নামাযের জন্য মানুষ দাঁড়াবে, তাদের ইমাম যিনি এক 'যোগ্যব্যক্তি' হবেন (হতে পারে তিনি মাহ্দী হবেন) নামায পড়াবার জন্য ইমামের স্থানে দাঁড়িয়ে যাবেন, আর ইকামত বলা হতে থাকবে। এ সময় হঠাৎ ঈসা (আ) আগমন করবেন। তখন মুসলমানদের যে ইমাম ও শাসক নামায পড়াবার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি পেছনে আসতে থাকবেন। হযরত ঈসা (আ) কে অনুরোধ

করবেন, এখন নামায আপনি পড়ান। (কেননা, এটাই উত্তম যে, জাম'আতে যিনি সর্বাধিক উত্তম তিনিই ইমামত করবেন ও নামায পড়াবেন। আর হযরত ঈসা (আ) যিনি পূর্ববর্তী যুগে আল্লাহ্র নবী ও রাসূল ছিলেন, নিঃসন্দেহে তিনি সবার থেকে উত্তম হবেন। এ কারণে তখনকার মুসলমানের ইমাম ইমামতের মুসাল্লা থেকে পেছনে সরে তাঁকে নিবেদন করবেন, এখন যখন আপনি এসেছেন আপনিই নামায পড়ান। হযরত ঈসা (আ) তখন নামায পড়াতে অস্বীকার করবেন। বলবেন, আপনিই নামায পড়ান)। কেননা, আপনার নেতৃত্বে নামায পড়ার জন্য এখন জামা'আত দণ্ডায়মান এবং ইকামত হয়ে গেছে।

বস্তুত হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণের এটা প্রথম নামায হবে। আর তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতের এক মুক্তাদী হয়ে নামায আদায় করবেন। স্বয়ং ইমামত করতে অস্বীকার করবেন। এটা তিনি এজন্য করবেন যে, প্রথমেই কার্যত এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, পূর্ববর্তী যুগের এক মর্যাদাবান নবী ও রাসূল হওয়া সত্ত্বেও এখন তিনি মুহাম্মদী উম্মতের সদস্যদের ন্যায় মুহাম্মদী শরী'আতের অনুগত। আর এখন দুনিয়া ধ্বংস পর্যন্ত মুহাম্মদী শরী'আতেরই যুগ।

٩٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ بَيْنِىْ وَبَيْنَه (يَعْنِىْ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ) نَبِىٌّ وَاِنَّهٗ نَازِلٌ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَاعْرِفُوْهُ رَجُلٌ مَرْبُوْعٌ اِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ كَاَنَّ رَاْسَه يَقْطُرُ وَاِنْ لَّمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْاِسْلَامِ فَيَدُقُّ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُهْلِكُ اللّٰهُ فِىْ زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا اِلَّا الْاِسْلَامَ وَيُهْلِكُ الْمَسِيْحُ الدَّجَّالَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفّٰى فَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ — (رواه ابوداؤد)

৯২. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (হযরত ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ)-এর উল্লেখ করে এবং তাঁর সাথে নিজের বিশেষ সম্পর্কের কথা প্রসঙ্গে) বলেন, আমার ও তাঁর মধ্যখানে কোন নবী নেই। (তাঁর পর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকেই নবী ও রাসূল করে পাঠিয়েছেন)। আর নিঃসন্দেহে তিনি (আমার নবুওতী যুগে কিয়ামতের পূর্বে) অবতরণকারী। তোমরা যখন তাঁকে দেখবে তাঁকে চিনতে পারবে, তিনি মাঝারী আকৃতির হবেন। তাঁর রং হবে লাল সাদা। তিনি হলুদ রংগের দু'কাপড়ের মধ্যে হবেন। মনে হবে, তাঁর মাথার চুল থেকে পানির ফোঁটা ঝরছে। যদিও মাথা ভেজা হবে না। তিনি অবতরণের পর

ইসলামের শত্রুদের সাথে জিহাদ করবেন। তিনি ক্রুশ টুক্‌রা টুক্‌রা করবেন। শুকর ধ্বংস করবেন এবং জিয্‌য়া রহিত করবেন। তাঁর সময় আল্লাহ্‌ তা'আলা ইসলাম ছাড়া সব মিল্লাত ও মাযহাবকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। হযরত মাসীহ্‌ দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন, তাকে নিশ্চিহ্ন করবেন। তিনি এ যমিন ও জগতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। এরপর এখানে ইন্‌তিকাল করবেন এবং মুসলমানগণ তাঁর জানাযার নামায আদায় করবেন। (সুনানে আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণের সংবাদের সাথে তার কতক প্রকাশ্য চিহ্নও বর্ণনা করেছেন। প্রথমত তিনি নাতিদীর্ঘ অর্থাৎ মধ্যম আকৃতির হবেন। দ্বিতীয়ত তাঁর রং লাল-সাদা হবে। তৃতীয়ত তাঁর পোশাক হালকা হলুদ রংগের দু'টি কাপড় হবে। চতুর্থত দর্শকের মনে হবে, তাঁর মাথার চুলগুলো থেকে পানির ফোঁটা ঝরছে অথচ তাঁর মাথায় পানি থাকবে না। তখনই তিনি আসমান থেকে অবতরণ করে থাকবেন। অর্থাৎ তিনি এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবেন এবং তাঁর মাথার চুল গুলোর অবস্থা এরূপ হবে যেমন এখনই গোসল সেরে এসেছেন।

এই কতক প্রকাশ্য চিহ্ন বর্ণনার পর তিনি তাঁর বিশেষ পদক্ষেপ ও কার্যাবলির উল্লেখ করেন। এ ধারাবাহিকতার প্রথম এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে-তিনি লোকজনকে আল্লাহ্‌র সত্য দীন ইসলামের দাওআত দেবেন। (যার দাওআত স্ব স্ব যুগে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট হতে আগমনকারী সব নবী দিয়েছেন)। আসমান থেকে অবতরণ করে তাঁর ইসলামের দাও'আত প্রদান ইসলাম সত্য দীন হওয়ার এরূপ উজ্জ্বল দলীল হবে যার পর তা কবূল করা থেকে কেবল সেই হতভাগা ও অন্ধ হৃদয়ের লোকই অস্বীকার করবে, যাদের অন্তর সত্যদ্রোহী হবে এবং তা কবূল করার যোগ্য থাকবে না। তখন হযরত ঈসা (আ) তাদেরকেও সত্য ইসলামের নিয়ামতরাজি সম্বন্ধে অবগত করার জন্য অবশেষে শক্তি প্রয়োগ করবেন। সশস্ত্র জিহাদ করবেন। এছাড়া বিশেষভাবে তাঁর দু'টি পদক্ষেপ তাঁর নামধারী খ্রিস্টানদের সম্পর্কিত হবে। ১. তিনি ক্রুশ টুক্‌রা টুক্‌রা করবেন, যে ক্রুশ খ্রিস্টানরা নিজেদের চিহ্ন এবং যেন মাবূদ বানিয়েছে নিয়েছে। এরই ওপর তাদের চূড়ান্ত গোমরাহী আকীদা-কুফ্‌রীর ভিত্তি। এর মাধ্যমে এ সত্যও প্রকাশিত হবে যে, তাঁকে ফাঁসীতে চড়ানো হয়নি, এ বিষয়ে ইয়াহুদী ও নাসরা উভয় দলের আকীদা ভুল ও ভ্রান্ত। কুরআন মজীদে যা বলা হয়েছে এবং মুসলিম জাতির যা বিশ্বাস- তাই সত্য। ২. তাঁর নামধারী খ্রিস্টানদের সম্বন্ধে তাঁর অন্য পদক্ষেপ এই হবে, তিনি শুকর ধ্বংস করবেন। যেগুলো খ্রিস্টানরা নিজেদের জন্য হালাল নির্ধারণ করেছিল। অথচ সব আসমানী শরী'আতে এটা হারাম হিসাব চলে আসছে। এরপর হাদীস শরীফে হযরত ঈসা (আ)-এর এই পদক্ষেপের

উল্লেখ করা হয়েছে যে, জিয্‌য়া গ্রহণ তিনি রহিত করবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা প্রকাশ্যে বলে দিয়েছেন, আমাদের শরী'আতে জিয্‌য়ার কানূন ঈসা (আ)-এর অবতরণ পর্যন্ত সময়ের জন্য। যখন তিনি অবতরণ করবেন এবং আমার খলীফা হিসেবে মুসলিম জাতির নেতা ও শাসক হবেন, তখন জিয্‌য়ার আইন রহিত হয়ে যাবে। (এর এক প্রকাশ্য কারণ এটাও হতে পারে যে, তাঁর অবতরণের পর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে যে অস্বাভাবিক বরকত হবে তখন রাষ্ট্রের জিয্‌য়া আদায়ের প্রয়োজনই থাকবে না, যা এক প্রকার ট্যাক্স) এরপর হাদীস শরীফে তাঁর আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির উল্লেখ করা হয়েছে। ১. আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে সত্য দীন ইসলাম ছাড়া অন্যান্য বাতিল মায্‌হাব ও মিল্লাত বিলীন করবেন। সবাই ঈমান এনে ইসলাম গ্রহণ করবে। ২. আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাতে দাজ্জালকে নিহত করিয়ে তাকে জাহান্নামে পাঠাবেন। দুনিয়া দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে মুক্তি পাবে, যা ছিল এ দুনিয়ার সর্বাধিক বড় ফিত্‌না।

শেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মাসীহ্ নাযিল হওয়ার পর এ জগতে চল্লিশ বছর থাকবেন। এরপর এখানেই ইন্‌তিকাল করবেন। মুসলমানগণ তাঁর জানাযার নামায পড়বেন। হযরত আবূ হুরাইরা (রা)-এর এ হাদীস যা সুনানে আবূ দাউদ-এর বরাতে এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে, এমন কি এর ব্যাখ্যাও করা হয়েছে, মুসনাদে আহমদেও রয়েছে। তাতে কতক বর্ধিত আছে। যার মোট কথা এই যে, ঈসা (আ)-এর অবতরণের পর তাঁর রাষ্ট্রীয় ও খিলাফতের যুগে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে যে অস্বাভাবিক বরকতসমূহ হবে সেগুলোর মধ্যে একটি এটাও হবে যে, বাঘ, নেকড়ে বাঘ ইত্যাদি হিংস্র জন্তুর স্বভাব পরিবর্তন হয়ে যাবে। হিংস্রতার পরিবর্তে সেগুলোর মধ্যে শান্ত স্বভাব এসে যাবে। উট, গাভী ও ষাঁড়গুলোর সাথে বাঘ এবং বকরীগুলোর সাথে নেকড়ে এ ভাবে ফিরবে যে, কেউ কারো ওপর হামলা করবে না। এ ভাবে ছোট শিশু সাপের সাথে খেলা করবে। আর সাপ তাকে দংশন করবে না। কারো দ্বারা কারো কষ্ট হবে না। এই অপ্রাকৃতিক নিয়মাবলি এবং হিংস্র জন্তুদের স্বভাবের পরিবর্তন ও বিপ্লব এ কথার চিহ্ন হবে যে, এ জগত এখন পর্যন্ত যে পদ্ধতিতে চলছিল, তা এখন সমাপ্তির পথে এবং কিয়ামত নিকটবর্তী। এরপর আখিরাতের পদ্ধতি চালু হবে। লেখক যে রূপে ভূমিকা নীতিমালার অধীনে উপস্থাপন করেছেন সে সময়কে কিয়ামতের সবহি সাদিক মনে করা চাই। আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের প্রশস্ততার ওপর যার ঈমান রয়েছে তার জন্য এগুলোর মধ্যে কোন বিষয়ই অবোধগম্য ও বিশ্বাসের অযোগ্য নয়।

٩٣. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ
عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ اِلَى الْاَرْضِ فَيَتَزَوَّجُ وَيُوْلَدُ لَهٗ وَيَمْكُثُ خَمْسًا وَّاَرْبَعِيْنَ سَنَةً ثُمَّ
يَمُوْتُ فَيُدْفَنُ مَعِيَ فِيْ قَبْرِيْ فَاَقُوْمُ اَنَا وَعِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ فِيْ قَبْرٍ وَاحِدٍ بَيْنَ اَبِيْ
بَكْرٍ وَعُمَرَ — (رواه ابن الجوزى فى كتاب الوفا)

৯৩. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ) যমীনে অবতরণ করবেন। এখানে এসে তিনি বিয়ে করবেন। তাঁর সন্তানাদিও হবে এবং তিনি পঁয়তাল্লিশ বছর বসবাস করবেন। এর পর তাঁর ইন্তিকাল হবে। ইন্তিকালের পর তাঁকে আমার সাথে (সেই স্থানে যেখানে আমাকে দাফন করা হবে) দাফন করা হবে। এরপর যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখন আমি ও হযরত ঈসা ইব্ন মারয়াম, আবূ বকর ও উমরের মধ্যবর্তী একই কবর থেকে উঠব। (ইব্ন জাওযী কিতাবুল ওফা)

ব্যাখ্যা ঃ এটা সর্বজন সমর্থিত কথা যে, হযরত ঈসা (আ) যখন আমাদের এ জগতে ছিলেন, তখন তিনি এখানে গোটা জীবন একাকী কাটিয়েছেন। বিয়ে করেন নি। অথচ বিয়ে ও দাম্পত্য জীবন মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজনাবলির মধ্যে গণ্য। এতে রয়েছে বিরাট হিকমাত। এজন্য যতদূর জানা যায়, তাঁর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার সব নবী-রাসূল এবং তাঁর পর আগমনকারী খাতিমুন্নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বিয়ে করেছেন। ইবনুল জাওযীর কিতাবুল্ ওফা-র এই বর্ণনা থেকে জানা গেল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেষ যুগে হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণের সংবাদ দিয়ে এটাও বলেছেন যে, অবতরণের পর এখানের জীবনে তিনি বিয়ে করবেন এবং সন্তানাদিও হবে। পূর্বে এ বর্ণনায় তাঁর অবস্থানকাল পঁয়তাল্লিশ বছর বর্ণনা করা হয়েছে। আর হযরত আবূ হুরাইরা (রা)-এর উপরোক্ত বর্ণনায় (যা সুনানে আবূ দাউদের বরাতে উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে) অবতরণের পর তাঁর অবস্থান চল্লিশ বলা হয়েছে। অন্যান্য বর্ণনায়ও তাঁর অবস্থানকাল চল্লিশ বছরই বলা হয়েছে। কতক ভাষ্যকার এর কারণ এই বলেছেন যে, চল্লিশ সংক্রান্ত বর্ণনায় ঊর্ধ্বের সংখ্যা বিলুপ্ত করা হয়েছে। আর আরবী পরিভাষায় সাধারণত এরূপ হয়ে থাকে যে, ভাঙ্গা সংখ্যা বিলুপ্ত করা হয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

বর্ণনার শেষাংশে এটাও রয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ) এখানে ইন্তিকাল করবেন। আর যেখানে আমাকে কবরস্থ করা হবে, সেখানে তাঁকেও কবরস্থ করা হবে। আর যখন কিয়ামত কায়িম হবে তখন আমি ও তিনি একই সাথে উঠব। আবূ বকর এবং উমরও ডানে বামে আমাদের সাথে হবে। এই বর্ণনা থেকে জানা গেল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর ভবিষ্যতের যে সব বিষয় প্রতিভাত করা হয়েছিল, যা তিনি উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে এটাও

ছিল যে, যে স্থানে আমাকে কবরস্থ করা হবে সেখানে আমার পর আমার উভয় বিশেষ সাথী আবূ বকর ও উমরকে কবরস্থ করা হবে। আর শেষ যুগে যখনই ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ) অবতরণ করবেন এবং এখানে ইন্‌তিকাল করবেন তখন তাঁকেও সেই স্থানে আমার সাথে কবরস্থ করা হবে। আর যখন কিয়ামত কায়িম হবে তখন আমরা উভয় একই সাথে উঠব। আবূ বকর ও উমর আমাদের ডানে বামে হবে।

জানা আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্‌তিকাল উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর হুজরা শরীফে হয়েছিল। আর তাঁর এক বাণী অনুযায়ী সেখানেই তাঁকে কবরস্থ করা হয়। এরপর যখন সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর ইন্‌তিকাল হল, তাঁকেও সেখানে সোজাসুজি কবরস্থ করা হয়। তারপর যখন হযরত উমর (রা) কে শহীদ করা হল, তখন হযরত 'আইশা (রা)-এর সম্মতি ও অনুমতিক্রমে তাঁকেও সেখানে সিদ্দীকে আকবরের বরাবর কবরস্থ করা হয়। বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সেই প্রকোষ্ঠে একটি কবরের স্থান তাঁর পরও বাকি রয়েছে।

এরপর জ্যেষ্ঠ্য দোহিত্র হযরত হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-এর ইন্‌তিকাল হল। লোকজন তাঁকে তথায় কবরস্থ করতে চাইলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সিদ্দীকা (রা) সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দান করেন। তবে তখন উমাইয়া শাসনের যে শাসক পবিত্র মদীনায় ছিলেন তিনি বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। (সম্ভবত এ কারণে যে, হযরত উসমান (রা) কে সেখানে কবরস্থ করা হয়নি।) এরপর যখন আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) ইন্‌তিকাল করেন (যিনি 'আশারা-মুবাশ্‌শারার মধ্যে ছিলেন) তখনও হযরত সিদ্দীকা (রা) তাঁকে তথায় কবরস্থ করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু তাঁকেও সেখানে কবরস্থ করা যায়নি।

এরপর স্বয়ং উম্মুল মু'মিনীন হযরত সিদ্দীকা (রা)-এর মৃত্যুকালীন রোগের সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনাকে কি সেখানে কবরস্থ করা হবে? তিনি বললেন, বাকী' কবরস্থানে যেখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অন্যান্য পবিত্র বিবিগণ কবরস্থ হয়েছেন আমাকেও তাঁদের সাথে বাকী'তেই কবরস্থ করা হবে। সুতরাং তাঁকেও সেখানেই কবরস্থ করা হয়। মোটকথা, হযরত উমর (রা)-এর পর পবিত্র রওযায় এক কবরের যে স্থান ছিল তা শূন্যই রয়েছে। আর উপরে উল্লিখিত বর্ণনানুযায়ী হযরত ঈসা (আ) অবতণের পর যখন ইন্‌তিকাল করবেন, তখন তিনি সেখানেই কবরস্থ হবেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রসিদ্ধ সাহাবী। প্রথমে তিনি ইয়াহুদী ছিলেন। তাওরাত ও প্রাচীন আসমানী গ্রন্থ সমূহের অনেক বড় আলিম ছিলেন। ইমাম তিরমিযী স্বীয় সনদসহ জামি' তিরমিযীতে তাঁর এ কথা বর্ণনা করেছেন যা মিশ্‌কাত সংকলকও তিরমিযীরই বরাতে স্বীয় কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন।

٩٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَكْتُوْبٌ فِي التَّوْرَاةِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ يُدْفَنُ مَعَهٗ — (جامع ترمذى — مشكوة المصابيح)

৯৪. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) বলেন, তাওরাতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে (তাতে এটাও রয়েছে) যে, ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ) তাঁর সাথে (অর্থাৎ তাঁর নিকটেই) কবরস্থ হবেন।

(জামি' তিরমিযী, মিশ্কাত)

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম তিরমিযীর সনদে আলোচ্য হাদীসের রাবীগণের মধ্যে একজন হচ্ছেন-আবূ মওদূদ (রহ)। ইমাম তিরমিযী আলোচ্য হাদীসের সাথে সেই আবূ মওদূদের এ বর্ণনা উদ্বৃত করেছেন وَقَدْ بَقِيَ فِي الْبَيْتِ مَوْضِعُ قَبْرٍ অর্থাৎ হুজরা শরীফে (যা বর্তমানে পবিত্র রওযা) এক কবরের স্থান বাকি আছে। কি আশ্চর্য ও প্রণিধানযোগ্য বিষয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে একটি কবরের স্থান খালি থাকার প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা এজন্যই হয়েছিল যে, সে স্থানে হযরত ঈসা (আ)-এর কবরস্থ হওয়া নির্ধারিত ছিল। আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

٩٥. عَنْ اَنَسٍ رضـــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَـــنْ اَدْرَكَ مِنْكُمْ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ فَلْيَقْرَئْه مِنِّى السَّلَامَ — (رواه الحاكم فى المستدرك)

৯৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ ঈসা (আ) কে পাবে সে যেন তাঁকে আমার সালাম পৌঁছায়। (মুস্তাদ্রাকে হাকিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ বিষয়ক অন্য এক হাদীস হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকেও মুসনাদে আহ্মদে বর্ণিত হয়েছে। আর মুসনাদে আহ্মদেরই এক বর্ণনায় আছে, হযরত আবূ হুরাইরা (রা) লোকজনকে বলতেন, اِقْرَأُوْهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ السَّـلَامَ (তোমরা যদি ঈসা (আ) কে পাও তবে তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সালাম পৌঁছাবে) মুসতাদ্রাকে হাকিমের এক বর্ণনায় আছে, হযরত আবূ হুরাইরা (রা) এক মজলিসে হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ বাণী বর্ণনার পর উপস্থিত লোকজনকে সম্বোধন করে নিজের পক্ষ হতে বলেন- اَىْ بَنِىْ اَخِىْ اِنْ رَأَيْتُمُوْهُ فَقُوْلُوْا اَبُوْ هُرَيْرَةَ

يَقْرَئُكَ السَّلَامَ (হে আমার ভাতিজাবৃন্দ![1] তোমরা যদি হযরত ঈসা (আ) কে দেখতে পাও তবে আমার পক্ষ হতে তাঁকে বলবে, আবূ হুরাইয়া (রা) আপনাকে সালাম বলেছেন।) হযরত মাসীহ্ (আ)-এর অবতরণের ব্যাপারে এখানে কেবল সাতটি হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী এ গুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও করা হয়েছে। (যেমন মা'আরিফুল হাদীসের এই ধারাবাহিকতায় লিখকের সাধারণ রীতি রয়েছে) প্রাথমিক ভূমিকার লাইনগুলোতে আমার উস্তাদ-যুগের ইমাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আন্ওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (রহ)-এর পুস্তক 'اَلتَّصْرِيْحُ بِمَا تَوَاتَرَ فِىْ نُزُوْلِ الْمَسِيْحِ'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে শ্রদ্ধেয় উস্তাদ কেবল হাদীসের প্রমাণিত কিতাব থেকে হযরত মাসীহ্ (আ)-এর অবতরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন সাহাবা কিরাম বর্ণিত পঁচাত্তর হাদীস একত্রিত করেছেন। এগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মজলিসে বলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীসমূহ। সেগুলোতে তিনি শেষ যুগে কিয়ামতের পূর্বে দাজ্জাল প্রকাশের ও তাঁর উম্মতের জন্য বিরাট ফিত্নার কারণ হবে বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ এবং তাঁর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ও কার্যাবলি সম্বন্ধে উম্মতকে সংবাদ দিয়েছেন। যার নির্দিষ্ট সম্বন্ধ তাঁর উম্মতের সাথে হবে।

সেই পুস্তকে শ্রদ্ধেয় উস্তাদ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস ছাড়াও মাসীহ্ (আ)-এর এই অবতরণ সম্বন্ধে সাহাবা কিরাম ও তাবিঈনের ছাব্বিশটি বাণীও হাদীসের কিতাবসমূহ হতে একত্রিত করেছেন। সেই কিতাব পাঠে এ কথা দ্বিপ্রহরের সূর্যালোকের ন্যায় সামনে আসে যে, শেষ যুগে হযরত মাসীহ্ ইব্ন মারয়াম (আ)-এর অবতরণের সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক উম্মতকে প্রদান এরূপ পারম্পরিক প্রমাণিত যে, এতে কোন ব্যাখ্যা কিংবা সন্দেহ বা সংশয়ের সুযোগ নেই। বস্তুত হযরত সাহাবা কিরাম এবং তাঁদের পর হযরত তাবিঈন-এর আকীদা তাই ছিল। আর তাঁরা কুরআন মজীদের আয়াত ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীসমূহ থেকে এটাই বুঝেছিলেন। নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধেয় উস্তাদ-এর এই পুস্তক এ বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ। وَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ

---

[1] আরবের লোকজন যখন নিজেদের থেকে বড়দের সাথে কথা বলেন, তখন আদব ও সম্মানস্বরূপ বলেন, يَا عَمِّ (হে চাচাজান!) আর যখন ছোটদের সাথে কথা বলেন, তখন স্নেহ ও ভালবাসাস্বরূপ বলেন, يَا ابْنَ اَخِىْ (হে আমার ভাতিজা!)

প্রশংসা ও ফযীলত অধ্যায়

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে ইল্ম ও জ্ঞানদান করা হয়েছিল, আর তাঁর মাধ্যমে তাঁর উম্মত লাভ করেছে, যা মনুষ্য জীবনের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত, সেগুলোর মধ্যে প্রশংসা ও ফযীলত অধ্যায়ও একটি। হাদীসের প্রায় সব কিতাবেই 'كِتَابُ الْمَنَاقِبِ' অথবা 'اَبْوَابُ الْمَنَاقِبِ' জাতীয় বিষয়াবলির অধীনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সেই বাণীসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলোতে তিনি কতক বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ শ্রেণীর সেই প্রশংসা ও ফযীলত বর্ণনা করেছেন যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ওপর প্রতিভাত করেছেন। কোন কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এ অধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। এতে উম্মতের জন্য হিদায়াতের বিরাট উপকরণ রয়েছে। আল্লাহ্র নামে আজ এ অধ্যায়ের হাদীসসমূহের ব্যাখ্যার ধারাবাহিকতা শুরু করা হচ্ছে। আর এ সূচনা কতক সেই হাদীসের ব্যাখ্যা দ্বারা করা হচ্ছে, যেগুলোতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ পালনার্থে মহান প্রভুর বিশেষ নি'আমতরাজি ও সেই উঁচু স্তর সমূহের উল্লেখ করেছেন, যার ওপর তাঁকে সমাসীন করা হয়েছিল। এতদসঙ্গে ইন্শাআল্লাহ্ তাঁর মহান গুণাবলি, চরিত্র ও বিশেষ অবস্থাদি সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহও ব্যাখ্যাসহ পাঠকবৃন্দের সামনে পেশ করা হবে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মহান গুণাবলি ও সুউচ্চ মর্যাদাসমূহ

٩٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَوَّلُ مَنْ يَّنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَاَوَّلُ شَافِعٍ وَاَوَّلُ مُشَفَّعٍ — (رواه مسلم)

৯৬. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন আমি সব আদম সন্তানের সায়্যিদ (সরদার) হব। আমি প্রথম ব্যক্তি হব যার কবর বিদীর্ণ হবে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিদের্শে সর্ব প্রথম আমার কবর বিদীর্ণ হবে। আর সর্ব প্রথম আমি আমার কবর থেকে উঠব) আর আমি প্রথম সুপারিশকারী হব (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে সর্ব প্রথম আমি শাফা'আত করার অনুমতিপ্রাপ্ত হব। এবং সর্ব প্রথম

আমিই তাঁর মহান সমীপে শাফা'আত করব)। আর আমিই প্রথম ব্যক্তি, যার শাফা'আত গৃহীত হবে। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ বাণীর উদ্দেশ্য এই যে, আমার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা একটি বিশেষ নি'আমত এটাও দান করেছেন যে, হযরত আদম (আ)-এর সন্তানদের মধ্যে (যাদের মধ্যে সব নবী শামিল রয়েছেন) আমাকে সর্বাধিক উঁচু স্থান ও মর্যাদা দান করেছেন। আমাকে সবার সায়্যিদ ও নেতা বানিয়েছেন। এর সর্বজন দৃষ্টি গোচরীভূত পূর্ণ প্রকাশ কিয়ামতের দিন হবে। আর সে দিনই আল্লাহ্ তা'আলার সেই বিশেষ নি'আমতও প্রকাশ পাবে, যখন মৃতদের কবর থেকে উঠার সময় নিকটে হবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে সর্ব প্রথম আমার কবর উপর থেকে ফাঁক হবে। আমিই সর্ব প্রথম কবর থেকে বের হয়ে আসব। এর পর যখন শাফা'আতের দরজা খোলার সময় হবে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতিক্রমে সর্ব প্রথম আমিই সুপারিশকারী হব। আর সর্ব প্রথম আমিই সেই ব্যক্তি হব, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে যার সুপারিশ কবূল করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলার এ জাতীয় নি'আমতসমূহ আল্লাহ্ তা'আলারই নির্দেশে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এজন্য প্রকাশ করেছেন যে, উম্মত তাঁর উঁচু মর্যাদা সম্বন্ধে অবগত হবে। আর উম্মতের হৃদয়ে তাঁর সেই মর্যাদা ও ভালবাসা সৃষ্টি হবে যা হওয়া উচিত। এরপর হৃদয়ে তাঁকে অনুসরণের আবেগ ও আকাঙ্খা উৎসারিত হবে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলার এই বিরাট নি'আমতের শোক্‌র আদায়ের তাওফীক লাভ হবে যে, তিনি এমন মহান মর্যাদাবান নবীর উম্মত বানিয়েছেন। মোটকথা, তাঁর এ জাতীয় বাণীসমূহ নি'আমতের উল্লেখ ও নি'আমতের শোক্‌র ছাড়াও তাতে উম্মতের হিদায়াত ও দীক্ষা গ্রহণের শিক্ষাও রয়েছে। এখানে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, অমুক নবীর ওপর আমাকে মর্যাদা দেওয়া হবে না।

তাঁর এ জাতীয় বাণীসমূহের উদ্দেশ্য (যা ভাষ্যকারগণ লিখেছেন আর স্বয়ং এ সব হাদীসের বাচনভঙ্গি থেকে যা জানা যায় তা) এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার কোন নবীর সাথেই কাউকে মুকাবিলা ও তুলনা করে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করা যাবে না। এতে তাঁর মর্যাদাহানী ও তাঁর প্রতি বেআদবীর আশংকা রয়েছে। নচেৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কিতাব কুরআন মজীদে বলেছেন- 'تِلْكَ الرُّسُوْلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ' (এ সব রাসূল তাদের মধ্যে কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি) আর কুরআন মজীদে বিভিন্ন আয়াত রয়েছে যেগুলো দ্বারা সব নবী ও রাসূল থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শ্রেষ্ঠত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

যেমন- 'وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ' এবং 'وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ' الاية' ইত্যাদি।

৯৭. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ
اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَفَخْرَ وَبِيَدِىْ لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلاَ فَخْرَ وَمَا مِنْ نَّبِىٍّ يَوْمَئِذٍ اٰدَمُ
فَمَنْ سِوَاهُ اِلاَّ تَحْتَ لِوَائِىْ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ يَّنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ وَلاَفَخْرَ (رواه الترمذى)

৯৭. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন আমি সব আদম সন্তানের সায়্যিদ (সরদার) হব। আর এটা আমি গর্ব হিসাবে বলছি না। আর সে দিন প্রশংসার পতাকা আমার হাতে হবে। এটাও আমি গর্ব হিসাবে বলছি না। আর আদম (আ) ছাড়াও সব নবী-রাসূল সেদিন আমার পতাকাতলে হবেন। আমি প্রথম সেই ব্যক্তি হব, যার কবরের যমীন উপর থেকে বিদীর্ণ হবে। এটাও আমি গর্ব হিসাবে বলছি না বরং আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে তাঁর নি'আমতরাজি ও ইহ্সান্‌সমূহের বর্ণনাস্বরূপ বলছি।

(জামি' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসের প্রথম ও শেষে যে দুই নি'আমতের উল্লেখ করা হয়েছে-একটি 'اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ' আর দ্বিতীয়টি 'وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ'। হযরত আবূ হুরাইরা (রা)-এর উপরিল্লিখিত হাদীসেও এ উভয়টির উল্লেখ করা হয়েছে এবং ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। আলোচ্য হাদীসে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অতিরিক্ত নি'আমত ও সম্মানের উল্লেখ করেছেন যে, কিয়ামতের দিন لِوَاءُ الْحَمْدِ (প্রশংসার পতাকা) আমার হাতে দেওয়া হবে। আর সব নবী-রাসূল আমার সেই পতাকাতলে হবেন। এ কথা প্রসিদ্ধ এবং সর্বজন বিদিত যে, পতাকা সেনাদের প্রধান সেনাপতির হাতে দেওয়া হয়। আর বাকি সৈন্যরা তাঁর অধীনস্ত হয়। সুতরাং কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে পতাকা দেওয়া এবং হযরত আদম (আ) হতে শুরু করে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত সব নবী তাঁর সেই পতাকাতলে হওয়া, আল্লাহ, তা'আলার নিকট হতে সব নবী (আ)-এর ওপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সরদারী ও শ্রেষ্ঠত্বের এরূপ প্রকাশ হবে যা প্রত্যেক দর্শক নিজ নিজ চোখে দেখতে পাবে।

এ বাণীতেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা'লার প্রতিটি নি'আমত উল্লেখ করার পর এটাও বলেছেন যে, وَلَافَخْرَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার এই নি'আমতরাজির উল্লেখ আমি গর্ব হিসাবে করছি না, বরং তাঁর নির্দেশ পালনার্থে নি'আমতের উল্লেখ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনস্বরূপ এবং তোমাদের অবগতির জন্য করছি।

এই لِوَاءُ الْحَمْدِ (প্রশংসার পতাকা) যা কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে দেওয়া হবে, সেই বাস্তব ঘটনার চিহ্ন ও এর ঘোষণা হবে যে, যে মহান বান্দার হাতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসার এই পতাকা রয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা বর্ণনার কাজে তাঁর অংশ সর্বাধিক। আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা স্বয়ং তাঁর জীবনের সার্বক্ষণিক ওয়াযীফা ছিল। দিন-রাতের নামাযসমূহে বার বার আল্লাহ্‌র প্রশংসা, উঠা-বসায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা, খাওয়ার পর আল্লাহ্‌র প্রশংসা, পানি পান করার পর আল্লাহ্‌র প্রশংসা, নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে এবং নিদ্রা হতে জাগত হওয়ার পর আল্লাহ্‌র প্রশংসা, স্বাদ ও আনন্দের সর্বস্থানে আল্লাহ্‌র প্রশংসা, আল্লাহ্ তা'আলার যে কোন নি'আমত অনুভবের সময় তাঁর প্রশংসা, এমন কি হাঁচি আসার ওপর আল্লাহ্‌র প্রশংসা, ইস্‌তিনজা থেকে মুক্ত হওয়ার পর আল্লাহ্‌র প্রশংসা, (এসব স্থানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট হতে যে সব দু'আ প্রমাণিত তাঁর সবগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসাই রয়েছে।) এরপর তিনি তাঁর উম্মতকে অধিক গুরুত্বের সাথে এই কার্যপ্রণালীর দিক নিদের্শনারও শিক্ষাদান করেন, যার ফলস্বরূপ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার এত প্রশংসা হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবে, যার হিসাব কেবল আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। এজন্য নিঃসন্দেহে তিনিই এর উপযুক্ত যে, لِوَاءُ الْحَمْدِ (প্রশংসার পতাকা) কিয়ামতের দিন তাঁর হাতে দেওয়া হবে। আর এর মাধ্যমে তাঁর সেই বৈশিষ্ট্য ঘোষণা ও প্রকাশ করা হবে।

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

٩٨. عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ اِمَامَ النَّبِيِّيْنَ وَخَطِيْبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ — (رواه الترمذى)

৯৮. হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন আমি সব নবীর ইমাম হব এবং তাঁদের পক্ষ হতে আলোচনাকারী হব। আর তাঁদের সুপারিশকারী আমিই হব। এটা আমি গর্ব হিসাবে বলছি না (বরং আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালনার্থে নি'আমতের উল্লেখ হিসাবে বলছি। (জামি' তিরমিযী).

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের দিন নিজেকে নবী (আ) গণের খতীব ও সুপারিশকারী বলেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্ তা'আলার তাজাল্লীর অসাধারণ প্রকাশ ঘটবে, তখন নবী (আ) গণ আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কোন নিবেদন করার সাহসই পাবেন না। তাঁদের পক্ষ হতে তখন আমি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কথা বলব এবং আবেদন নিবেদন করব। তাঁদের জন্য সুপারিশ করব। এ স্থলেও শেষে তিনি বলছেন, এ সব গর্ব ও বড়ত্ব প্রকাশের জন্য বলছি না, বরং নি'আমতের উল্লেখস্বরূপ আর তোমাদেরকে অবগত করার জন্যে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালনার্থে বর্ণনা করছি।

৯৯. عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَلَسَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ فَخَرَجَ حَتّٰى اِذَا دَنَا مِنْهُمْ سَمِعَهُمْ يَتَذَاكَرُوْنَ، قَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ اللهَ اتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً وَقَالَ اٰخَرُ مُوْسٰى كَلَّمَهُ اللهُ تَكْلِيْمًا وَقَالَ اٰخَرُ عِيْسٰى كَلِمَةُ اللهِ وَرُوْحُهُ وَقَالَ اٰخَرُ اٰدَمُ اصْطَفَاهُ اللهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ — وَعَجَبَكُمْ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلُ اللهِ وَهُوَ كَذَالِكَ، وَمُوْسٰى نَجِيُّ اللهِ وَهُوَ كَذَالِكَ، وَعِيْسٰى رُوْحُه وَكَلِمَتُه وَهُوَ كَذٰلِكَ، وَاٰدَمُ اصْطَفَاهُ اللهُ وَهُوَ كَذَالِكَ اَلَا وَاَنَا حَبِيْبُ اللهِ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ اٰدَمُ فَمَنْ دُوْنَهُ وَلَا فَخْرَ، وَاَنَا اَوَّلُ شَافِعٍ وَاَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ يُّحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللهُ لِيْ فَيُدْخِلُنِيْهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا فَخْرَ، وَاَنَا اَكْرَمُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ عَلَى اللهِ وَلَا فَخْرَ — (رواه الترمذى والدارمى)

৯৯. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কতক সাহাবী বসে আলোচনা করছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি অন্দরমহল থেকে এলেন। তিনি তাঁদের নিকট আসার কালে শুনতে পেলেন তারা পরস্পর আলোচনা করছেন। তাঁদের মধ্যে একজন (হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর উঁচু মর্যাদা বর্ণনাস্বরূপ) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ) কে নিজের খলীফা বানিয়েছেন। অন্য এক ব্যক্তি বললেন, হযরত মূসা (আ) কে নিজের সাথে কথা বলার সৌভাগ্যদান করেছেন। এর পর অন্য একজন বললেন, হযরত ঈসা (আ)-এর এই মর্যাদা যে, তিনি আল্লাহ্র কলিমা ও রূহুল্লাহ্। এরপর এক ব্যক্তি বললেন, হযরত আদম (আ) কে আল্লাহ্ তা'আলা নির্বাচিত করেছেন। (তাঁকে

সরাসরি নিজের কুদ্‌রতী হাতে বানিয়েছেন আর তাঁকে সিজ্‌দা করার জন্য ফেরেশ্‌তাকুলকে নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সাহাবীগণ এসব আলোচনা করছিলেন) হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের নিকট এসে বললেন, আমি তোমাদের কথা-বার্তা ও তোমাদের বিস্ময় প্রকাশ শুনেছি। নিঃসন্দেহে ইব্‌রাহীম (আ) আল্লাহ্‌র বন্ধু। আর তিনি এরূপই (তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের খলীল বানিয়েছেন)। আর নিঃসন্দেহে মূসা (আ) নাজীউল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র সাথে একান্ত কথোপকথনকারী)। আর তিনি এরূপই। নিঃসন্দেহে ঈসা (আ) রূহুল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র কলিমা। আর তিনি এরূপই। নিঃসন্দেহে আদম (আ) সাফীউল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র নির্বাচিত) আর বাস্তবেও তিনি তাই। তোমাদের জানা উচিত, আমি হাবীবুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র মাহবুব)। আর এটা আমি গর্ব হিসাবে বলছি না। কিয়ামতের দিন আমিই لِوَاءُ الْحَمْدِ (প্রশংসার প্রতাকা) উত্তোলনকারী হব। আদম (আ) ছাড়াও সব আম্বিয়া ও মুরসালীন (নবী-রাসূল) আমার সেই পতাকাতলে হবেন। এ কথা আমি গর্ব হিসাবে বলছি না। আর আমি সর্বপ্রথম সেই ব্যক্তি হব, যে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সমীপে সুপারিশ করবে। আর সর্বপ্রথম যার সুপারিশ কবুল করা হবে। আর আমি প্রথম সেই ব্যক্তি হব, যে (জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করার জন্যে) এর হুড়কা নাড়া দেবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য এটা খুলিয়ে দেবেন। আমাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, আমার সাথে মু'মিন ফকিরগণ হবে। এ কথা আমি গর্ব হিসাবে বলছি না। আর আল্লাহ্‌র সমীপে পূর্বাপর সবার থেকে আমার মর্যাদা ও সম্মান অধিক হবে। এটাও আমি গর্ব হিসাবে বলছি না। (জামি' তিরমিযী, মুসনাদে দারিমী)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্বভাব মুবারক ও সাধারণ রীতি ছিল বিনয়-নম্রতা প্রকাশের। তবে প্রয়োজন দেখা দিলে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ পালনার্থে আল্লাহ্‌র সেই বিশেষ নি'আমতরাজি, সর্বোচ্চ পরিপূর্ণতা এবং স্তরেরও উল্লেখ করতেন, যে গুলোর ব্যাপারে তিনি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর আলোচ্য হাদীস ও উপরে যে সব হাদীস লিপিবদ্ধ হয়েছে এ সবই তাঁর সেই বর্ণনার ধারাবাহিকতা।

আলোচ্য হাদীসে যে সব সাহাবীর আলোচনা উল্লিখিত হয়েছে তাঁরা হযরত ইব্‌রাহীম (আ), হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ), হযরত আদম (আ) প্রমুখের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার দানকৃত বিশেষ নি'আমতরাজি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, তাই

তাঁরা আলোচনা করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষা ও কুরআন মজীদ থেকে এ সব তাঁদের জানা ছিল। তবে সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্যাদার স্তর সম্বন্ধে তাঁদের জানা অপ্রতুল ছিল। এজন্য এটা তাঁদের প্রয়োজন ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এ ব্যাপারে তাঁদেরকে বলবেন। সুতরাং তিনি তাঁদেরকে বললেন এবং এভাবে বললেন যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ), হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ) ও হযরত আদম (আ)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র যে সব নি'আমতরাজি এবং তাঁদের যে ফযীলত ও প্রশংসা তাঁরা করছিলেন, প্রথমে তিনি সে সবের সত্যায়ন করেন। এর পর নিজের সম্বন্ধে বলেন, আমার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার এ বিশেষ বৈশিষ্টমণ্ডিত নি'আমতরাজি রয়েছে যে, আমাকে মাহবুবের স্থান দেওয়া হয়েছে। আর আমি আল্লাহ্‌র হাবীব। (উল্লেখ্য, সাহাবা কিরামকে তিনি একথা বলেছিলেন, তাঁরা জানতেন যে, মাহবুবের স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবার উর্ধ্বে। এ জন্য তিনি এ বিষয় অধিক সুস্পষ্ট করার প্রয়োজন মনে করেন নি)।

এরপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কতক সেই নি'আমতের উল্লেখ করেন, যেগুলোর প্রকাশ এ জগত সমাপ্তির পর কিয়ামতে হবে। সে গুলোর মধ্যে لواء الحمد (প্রশংসার পতাকা) হাতে আসা। সর্ব প্রথম সুপারিশকারী ও সর্ব প্রথম সুপারিশ গৃহীত হওয়ার বিষয় উল্লিখিত হাদীসসমূহেও এসেছে। এরপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দু'টি বিশেষ নি'আমতের উল্লেখ করেন। ১. জান্নাতের দরজা উম্মুক্ত করাবার জন্যে সর্ব প্রথম আমিই এর হুড়কাগুলো নাড়া দেব। (যে ভাবে কোন ঘরের দরজা খুলবার জন্যে করাঘাত করা হয়) আল্লাহ্ তা'আলা তৎক্ষণাত দরজা খুলিয়ে দেবেন ও আমাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। আর আমার সাথে মু'মিনদের ফকিরগণ হবে। তাদেরকেও আমার সাথে জান্নাতে দাখিল করা হবে। (এসব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাহবুবের দরজায় আসীন হওয়ার বাহ্যিক বিষয় হবে।)

এ ধারাবাহিকতায় তিনি শেষ কথা এই বলেন যে, وانا اكرم الاولين والاخرين على الله অর্থাৎ এটাও আমার প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ নি'আমত যে, তাঁর পূর্বাপর সবার থেকে অধিক সম্মান ও মর্যাদা আমারই। আর মর্যাদার যে স্তর আমাকে দেওয়া হয়েছে তা পূর্বাপর কাউকেই দেওয়া হয়নি।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এই বাণীসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার যে সব নি'আমতরাজির উল্লেখ করেছেন সেগুলোর প্রতিটির সাথে এটাও বলেছেন ولا فخر যে ভাবে বলা হয়েছে এর অর্থ এটাই যে, আল্লাহ্ তা'আলার এসব বিশেষ নি'আমতের উল্লেখ আমি গর্ব ও নিজের বড়ত্ব প্রকাশের জন্য করছি না, বরং কেবল আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনার্থে নি'আমতের আলোচনা ও শোক্‌র আদায়ের জন্যে

এবং তোমাদেরকে জ্ঞাত করার জন্য করছি। যেন তোমরাও সেই মহান আল্লাহ্র শোক্র আদায় কর। কেননা, এসব নি'আমত তোমাদের জন্য সৌভাগ্য ও কল্যাণের ওসীলা হবে।

١٠٠. عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَلاَ فَخْرَ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَلاَ فَخْرَ وَاَنَا اَوَّلُ شَافِعٍ وَّمُشَفَّعٍ وَلاَ فَخْرَ

(رواه الدارمى)

১০০. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি কিয়ামতের দিন নবীগণের নেতা ও অগ্রবর্তী হব। আর এ কথা আমি গর্ব হিসাবে বলছি না। আর আমি নবীগণের শেষ। এটাও আমি গর্ব হিসাবে বলছি না। আর আমি প্রথম সুপারিশকারী হব ও সর্ব প্রথম আমার সুপারিশ কবূল করা হবে। এটাও আমি গর্ব হিসাবে বলছি না। (মুসনাদে দারিমী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীস থেকে জানা গেল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিনি নবীগণের শেষ এবং এ জগতে আল্লাহ্র সব নবী-রাসূলের পর এসেছেন, কিয়ামতের দিন তিনি সব নবী-রাসূলের নেতা ও অগ্রবর্তী হবেন। এরপর তিনি সেই কিয়ামত দিবসে সুপারিশ ও সুপারিশ গ্রহণে প্রথম ও প্রধান হওয়ারও উল্লেখ করেছেন। যে কথা উপরিল্লিখিত বিভিন্ন হাদীসেও এসেছে। আর আলোচ্য হাদীসেও তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নি'আমতরাজির উল্লেখের সাথে وَلاَ فَخْرَ বলেছেন।

١٠١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِىْ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ قَصْرٍ اُحْسِنَ بُنْيَانُهُ، تُرِكَ مِنْهُ مَوْضِعُ لَبِنَةٍ فَطَافَ بِهِ النُّظَّارُ يَتَعَجَّبُوْنَ مِنْ حُسْنِ بِنَائِهِ اِلاَّ مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ فَكُنْتُ اَنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ خُتِمَ لِىَ الْبُنْيَانُ وَخُتِمَ بِىَ الرُّسُلُ ــ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَاَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ

(رواه البخارى ومسلم)

১০১. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার এবং পূর্ববর্তী সব নবীর দৃষ্টান্ত এইরূপ যে, একটি জাঁক-জমকপূর্ণ প্রাসাদ, যার নির্মাণ খুব সুন্দর করে করা হয়েছে। দর্শকগণ সেই প্রাসাদের

চারদিক ঘুরে একটি ইটের শূন্য জায়গা ছাড়া এর নির্মাণ কৌশল ও সৌন্দর্য দর্শনে অভিভূত হয়। (সেটা সেই সুন্দর প্রাসাদের এক ত্রুটি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) সুতরাং আমি এসে সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করলাম। আমার মাধ্যমে সেই প্রাসাদের পূর্ণতা ও এর নির্মাণের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আর নবীগণের ধারাবাহিকতাও শেষ এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। (মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ্ প্রণেতা মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ খতীব তাবরিযী বলেন) সহীহ্‌হাইনেরই এক বর্ণনা শেষে আলোচ্য হাদীসের রেখাটানা শব্দাবলির স্থানে এ শব্দাবলি রয়েছে। فَاَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ আমিই সেই ইট যার দ্বারা এই নবুওতী প্রাসাদের পূর্ণতা হয়েছে, আর আমিই নবীগণের শেষ। (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন মজীদেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খাতামুন্নাবিয়্যীন বলা হয়েছে এবং অনেক হাদীসেও। আর নিঃসন্দেহে এটা তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার বিরাট নি'আমত যে, কিয়ামত পর্যন্ত তিনিই গোটা মনুষ্য জগতের জন্য আল্লাহ্‌র নবী ও রাসূল। আলোচ্য হাদীসে তিনি নিজের শ্রেষ্ঠত্বের বাস্তবতা ও প্রকারকে এক সাধারণ বোধসম্পন্ন দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিয়েছেন, যা এরূপ সহজবোধ্য যে এটা বুঝাবার জন্যে কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। আলোচ্য হাদীস এ কথা বলে দেয় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পূর্বে যে হাজার হাজার নবী এসেছেন তাঁদের আগমনে যেন নবুওতী প্রাসাদের নির্মাণ কাজ চলছিল এবং পূর্ণতায় পৌঁছেছিল, কেবল একটি ইটের স্থান শূন্য ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রেরণ ও আগমনে সেটাও পূর্ণতা লাভ করে নবুওতী প্রাসাদ সম্পূর্ণ পূর্ণতায় পৌঁছে। না কোন নতুন নবী ও রাসূল আগমনের প্রয়োজন বাকি রয়েছে, না সুযোগ আছে। এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে নবুওত ও রিসালতের ধারাবাহিকতা শেষ এবং এর কপাট বন্ধ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেষ নবী হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ —